উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৯৩৯.১৮ (-২৮.২১)

নিফটি : ২২,৯৩২.৯০ (-১২.৪০)

সংগমের জল পানের যোগ্য!

প্রয়াগরাজে ত্রিবেণি সংগমের জলের দূষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকে খারিজ করে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, সংগমের জল পানেরও যোগ্য। » ৭

শংকরের কাছে আর্জি

ভারত-ভুটান নদী কমিশন তৈরি করতে কেন্দ্রের কাছে দরবারের জন্য বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছে আবেদন জানালেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৫°	৩০°	১৩°	৩০°	১৫°	৩০°	১৪°

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রেখা » ৭

শিলিগুড়ি ৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 20 February 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 272

ধর্ম নিয়ে গেল গেল রব তুলে যখন রাজনীতির কারবারিরা ফায়দা তুলতে ব্যস্ত, তখন হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় অন্য ছবি। মিলেমিশে প্রার্থনা সব ধর্মের মানুষের।

হুজুরের গোলাপে সম্প্রীতির সুবাস

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

হলদিবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কপালে তিলকের মাঝে লাল রংয়ের ত্রিশূলের ছাপ, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখাপলা, পরনে সাধারণ ছাপা শাড়ি। ডান হাতে মোমবাতি, ধূপকাঠি আর নকুলদানার প্যাকেট। বাঁ হাতে ধরা ছেলের হাত। ভিড় ঠেলে গৃহবধূ হাঁটু গেড়ে বসলেন মাজারের সামনে। মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দুই হাত মুখের সামনে এনে প্রার্থনা করলেন। তারপর মোমবাতির উপর হাত রেখে পরশমণি ছোঁয়ালেন শিশুটির মাথায়। মায়ের নির্দেশে শিশুটিও হাতে থাকা লাল গোলাপ দুটি মাজারের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। ধর্ম নিয়ে গেল গেল রব তুলে যখন রাজনীতির কারবারিরা ফায়দা তুলতে ব্যস্ত তখন হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় বুধবারের এই ছবি অন্ধকারে আলোর দিশা দেখাচ্ছে।

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এই এক লাইনেই সেই কবে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বুঝিয়েছিলেন অন্ন

হুজুর সাহেবের মাজারে প্রার্থনা হিন্দুদের। -সংবাদচিত্র

নির্ভরতাই আসল সত্য। অন্ন ও মানুষের সম্পর্কের মধ্য দিয়েই দেবত্বের সৃষ্টি। সেই দেব কোথাও রামচন্দ্র, কোথাও হুজুর সাহেব। মহাকুম্ভের সংগমে ডুব দিয়ে কেউ সন্তানের দুধভাতের নিশ্চয়তা খোঁজেন, কেউ তা খুঁজে পান হলদিবাড়ির মাজারে ধূপ জ্বালিয়ে। হুজুরের দরগায় প্রার্থনা শেষে সেই সুর শোনা গেল আলিপুরদুয়ারের বারবিশার মৌসুমি রায়ের গলায়। তাঁর কথা, 'ছেলেটার অসুখ লেগেই আছে। সে যেন সুস্থ থাকে তার জন্যই পিরবাবার কাছে প্রার্থনা করলাম।' হিন্দু হয়ে দরগায় মাথা ঠেকাতে মনে দ্বিধা হল না? মৌসুমির উত্তর, 'মনে পাপ না থাকলেই হল। আমাদের বাড়িতে কালীপুজোর প্রায় সব কাজই তো বাবার বন্ধু আমজাদ কাকা করেন। বাবা-মা তো কোনওদিন কিছু বলেননি। এখন ওইসব হিন্দু-মুসলিম কেউ মানে না।'

গত দু'দিনে হাজার হাজার মৌসুমিরা হুজুর সাহেবের দরগায় মাথা ঠেকিয়েছেন, মানত করেছেন। মহাকুম্ভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে উত্তরপ্রদেশ তোলপাড় চলছে। দরগা থেকে খানিক দূরেই বাংলাদেশ সীমান্ত।

এরপর দশের পাতায়

'বান্ধবী'র প্রেমে নাজেহাল তরুণী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : 'বোন' হিসেবে হয়েছিল বন্ধুত্ব। তবে ওই তরুণী বুঝতে পারেননি সেই 'বোনের' মতিগতি। একদিন হঠাৎ করেই ওই 'বোন' প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ায় চমকে উঠেছিলেন ওই তরুণী। বোঝানোর পর ভেবেছিলেন হয়তো, সমস্তটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। উলটে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া ওই বোনকে নিয়ে যে এরপর এমন পরিস্থিতি হবে, তা স্বপ্নেও কোনওদিন কল্পনা করতে পারেননি পেশায় নেইল পেন্টিং আর্টিস্ট ওই তরুণী।

যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় পরিস্থিতি এমনই হয় যে প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে ওই বোন তাঁর বাড়ির সামনে গভীর রাত পর্যন্ত ধর্না দেয়। তারপরেও কাজ না হওয়ায় ওই তরুণীর বন্ধু-বান্ধবীদের অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে শুরু করে প্রেমে পাগল ওই বোন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ওই তরুণী তাঁর তিন বান্ধবীকে নিয়ে মঙ্গলবার হাজির হয়েছিলেন প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া ওই বোনের বাড়িতে। তবে পরিস্থিতি যে এতটা বদলে যাবে, সেটা অবশ্য ভাবতে পারেনি ওই চার তরুণী।

অভিযোগ, প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া ওই বোনের পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ঢুকতে বলায় ওই চারজন ভেতরে ঢোকেন। এরপর ওই পরিবারের সদস্যরা ওই চার তরুণীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁদের একটি ঘরে আটকে রাখে। কোনওক্রমে এক বান্ধবী ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে ওই তরুণীর পরিবারকে ফোন করে বিষয়টি জানান। ফোন করা হয় ভক্তিনগর থানাতেও। এরপর ভক্তিনগর থানার পুলিশ ও ওই তরুণীর পরিবারের সদস্যরা গিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করেন। এরপর প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া ওই বোন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বুধবার অভিযোগকারী

এরপর দশের পাতায়

নয়াদিল্লির ঘটনা থেকেও শিক্ষা নেয়নি রেল। ভিড় এড়াতে নেই আগাম ব্যবস্থা। কুম্ভগামী ট্রেন ধরতে কার্যত লাইনে নেমে পড়েছেন যাত্রীরা। বুধবার পাটনা স্টেশনে। -পিটিআই

মমতার বিরুদ্ধে পথে বিজেপি

মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্যে নিন্দা যোগীর

লখনউ ও কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভ নিয়ে যেন মহারণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে 'মহাকুম্ভে মৃত্যুকুম্ভ' মন্তব্যকে রাতারাতি জাতীয় রাজনীতির চর্চায় তুলে এনেছে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার বলেই দিয়েছিলেন, তাঁদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় এজন্য মমতাকে তুলোধোনা করা হল।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন, এই এক মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছেন তৃণমূল নেত্রী। যোগী বলেন, 'গত কয়েকদিনে ৫৬ কোটি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন কুম্ভে। ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এই ৫৬ কোটি মানুষের আস্থার সঙ্গে ছেলেখেলা করা হচ্ছে।'

গঙ্গাসাগরমেলার সঙ্গে মহাকুম্ভের তুলনাও টেনেছিলেন মমতা। পালটা যোগী প্রশ্ন তোলেন, 'মৌনী অমাবস্যায় পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের এবং প্রয়াগরাজে যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করা হচ্ছে কেন?' উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় মেরুকরণের এই চর্চার পাশাপাশি বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে, চড়া সুরে বিরোধিতা চলবে বঙ্গেও।

মমতার নিন্দার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দালাল' বলে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়ে সুকান্ত বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। জনসমক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেওয়ার জন্যও রাজ্যপালের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে রাজ্যে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে সুকান্ত বলেন, মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে, এমন মন্তব্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী সহ জনপ্রতিনিধিদের বিরত থাকার জন্য রাজ্যপালকে পদক্ষেপ করার আর্জিও জানানো হয়েছে। বিজেপির এমন আক্রমণের জোড়া ফলার বিপরীতে মমতার স্বস্তি এনে দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডে জ্যোতিষপীঠের ৪৬তম শংকরাচার্য স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। পদপিষ্ট হয়ে কতজনের মৃত্যু হয়েছিল, প্রশ্ন তুলে যোগীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি।

শংকরাচার্য কুম্ভমেলাকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা ও সরকারি অপদার্থতার প্রবল নিন্দা করেন বুধবার। তিনি বলেন, 'মৃত্যুর খবর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যা সাংঘাতিক অপরাধ। মৃত মানুষের সংখ্যা লুকোনোর চেষ্টা করা হয়েছে।' প্রয়াগরাজে যানজট নিয়েও শংকরাচার্যের বক্তব্য, '৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যানজট যদি ব্যর্থতা না হয় তাহলে কোনটা ব্যর্থতা? মালপত্র নিয়ে মানুষকে ২৫-৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ত্রিবেণির জলকে স্নানের অযোগ্য বলেছে। যাকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় যোগী দাবি করেন, শুধু স্নান নয়, ওই জল আচমনের যোগ্য। কিন্তু শংকরাচার্যের বক্তব্য, নদীতে নিকাশিনালা মিশে ওই জল স্নানের অযোগ্য। অথচ যোগী সরকার কোটি কোটি মানুষকে নোংরা জলে স্নান করতে বাধ্য করেছে।'

তাঁর কথায়, 'আপনারা ১২ বছর আগেই জানতেন, মহাকুম্ভ হবে। তাহলে কেন আগাম পদক্ষেপ করা হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে কলকাতায় বিজেপির মিছিল। বুধবার।

পদ্মের ফাঁদ

- মমতার মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্য এখন বিজেপির অস্ত্র
- জাতীয় রাজনীতির চর্চায় তুলে আনা হয়েছে মন্তব্যটিকে
- যোগী আদিত্যনাথের বিধানসভার ভাষণে তারই ইঙ্গিত
- বাংলার আগামী ভোটে মেরুকরণে ব্যবহার করা হবে মন্তব্যটিকে
- শংকরাচার্যের নিন্দা সত্ত্বেও সাধুদের মতভেদকে কাজে লাগানো হচ্ছে

এডিশন স্পেশাল

৬৫ শতাংশ বহুতলই অবৈধ
» তিনের পাতায়

অ্যাম্বুল্যান্সে গাঁজা পাচার
» তিনের পাতায়

শহরে হচ্ছে কর্পোরেশনপাড়া
» নয়ের পাতায়

নজর নেই পার্কে

সিক্তাকে নিয়ে অসন্তোষ কাউন্সিলারদের

ভাঙা দোলনায় চড়ার আকুতি খুদের। গঙ্গানগর পার্কে।

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কোথাও ইটের ওপর লোহার রড বসিয়ে ঢেঁকি চড়ছে শিশুরা, আবার কোথাও ভাঙা দোলনাতেই খেতে হচ্ছে দোল। শিলিগুড়ি শহরজুড়ে অধিকাংশ পার্কেই এমন ছবি। সবেধন নীলমণি বলতে একমাত্র সূর্য সেন পার্ক। বাকি সব যেন দুয়োরানি। বারংবার সংস্কারের আবেদন জানিয়েও নাকি সাড়া পাচ্ছেন না কাউন্সিলাররা। কটু কথা শুনতে হচ্ছে ওয়ার্ডবাসীর কাছে। ফলে উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছে তৃণমূলের কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদদের মধ্যেই।

পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনি পার্কটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক রাখঢাক না করেই বলছেন, 'ও আমার ছোট বোনের মতো। তবে উদ্যান ও কানন বিভাগ ঠিকমতো চালাতে পারছে না, এটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। আড়াই বছর আগে বোর্ড মিটিংয়ে ৯০ হাজার টাকার গাছ ওয়ার্ডের সৌন্দার্যনের জন্য বরাদ্দ করিয়েছিলাম। এখনও পর্যন্ত একটা গাছও পাইনি। এর চেয়ে বেশি আর কী বলব!'

বর্তমান তৃণমূল বোর্ডের তিন বছর হতে চলল। মেয়র পারিষদ হিসেবে সিক্তাও এই সময় ধরে রয়েছেন। কিন্তু দলের কাউন্সিলাররাই তাঁকে দশের মধ্যে গড়ে মাত্র এক নম্বর দিচ্ছেন। কেন এত ক্ষোভ? দীর্ঘদিনের এক তৃণমূল কাউন্সিলার বলছেন, 'নতুনদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা ভালো কথা। কিন্তু যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারও তো কাজ করার ইচ্ছে থাকতে হবে। একে তো অধিকাংশ মিটিংয়ে থাকেন না, তার ওপর নিজের বিভাগ নিয়ে কোনওদিন কোনও পরিকল্পনা শোনাননি।'

সিক্তাকে ফোনে পাওয়া নাকি দুষ্কর, এমন কানাঘুষোও আছে দলের অন্দরে। তা যে খুব একটা মিথ্যে নয়, প্রমাণ মিলল বুধবারও। সিক্তার প্রতিক্রিয়া জানতে এদিনও ফোন করা হলে সেটি বেজে গিয়েছে অনবরত। সাড়া আর মেলেনি।

শিশুদের তো বটেই, প্রবীণদেরও অবসর সময় কাটাতে একসময় ভরসা ছিল পাড়ার মাঠ কিংবা পার্ক। ফ্ল্যাটবাড়ি আর প্রোমোটারদের দাপটে শহর 'মাঠহীন' হয়েছে আগেই। ভরসা ছিল পার্কগুলি। কিন্তু সেখানেও আর বসার জো নেই। অধিকাংশ পার্কই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে। চুরি হয়ে গিয়েছে বাচ্চাদের খেলনা, উধাও বসার বেঞ্চও। বরং সেগুলি এখন সন্ধ্যার পর সমাজবিরোধীদের আখড়া। মেয়র পারিষদ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বাকিদের মতোই অনেক

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানলা

শেতান যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

পাড়ায় পাড়ায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

হ্যালো গাইজ... রিল বানানোর আগে সাবধান!

কণ্ঠস্বর চুরি করে প্রতারণার ফাঁদ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : একদল গবেষকের মতে, মাতৃগর্ভে থাকার সময়ই ভ্রূণ শিখে যায় তার বাবা-মায়ের স্বরভঙ্গি। এক-এক ভাষায় যে এক-একরকম টান আছে, নবজাতকের কান্নার মধ্য দিয়েও নাকি তার প্রকাশ ঘটে। মাতৃগর্ভ থেকেই যে কণ্ঠস্বরের ব্যাপ্তি তা চুরি করে নিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। বুধবার সিআইআই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত 'ডিজি ডিফেন্ড ২০২৫' সংক্রান্ত আলোচনায় সাইবার অপরাধীদের কণ্ঠস্বর চুরি নিয়ে বিপদের কথা শুনে প্রমাদ গুনছেন অনেকেই।

'শমিতাভ' সিনেমায় লাইভ ভয়েস ট্রান্সফার টেকনলজি ব্যবহার করে অমিতাভের কণ্ঠস্বরে কথা বলেছিলেন বোবা দানিশ। অনেকটা সেই কায়দাতেই চুরি হচ্ছে আমজনতা থেকে ভিআইপি সকলের কণ্ঠস্বর। টাকাপয়সা বা গয়না চুরির কথা সকলেরই জানা। সুকুমার রায়ের দৌলতে গোঁফ চুরির কথাও শুনেছেন বাঙালিরা। কিন্তু কণ্ঠস্বর চুরির ব্যাপারটা ঠিক কী?

অসরকারি সংস্থা ইন্ডিয়ান স্কুল অফ অ্যান্টি হ্যাকিং-এর কর্ণধার সন্দীপ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, প্রতিদিন নানা আঙ্গিকে রিলস বানাতে গিয়ে ভিডিওর সঙ্গে প্রসঙ্গ বর্ণনা করে দেওয়া হয় কণ্ঠস্বর বা ভয়েসওভার। সেই কণ্ঠস্বরই চুরি করছেন অপরাধীরা। চুরির পর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সেই কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতারণার কাজে। ডিজিটাল অ্যারেস্ট, বিপদে টাকা চেয়ে পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের ফোন কল ইত্যাদি নানাভাবে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে চুরি করা কণ্ঠস্বর। তাই যখন-তখন সামাজিক মাধ্যমে কণ্ঠস্বর ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন সন্দীপ। তাঁর কথা, 'চুরির কণ্ঠস্বর হুবহু এক হওয়ায় তা আসল ধরে নিয়ে সহজেই প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছেন বহু মানুষ। ফলে রিলস বানিয়ে টাকা উপার্জনের বদলে টাকা খোয়াচ্ছেন অনেকেই।'

শুধু সাধারণ মানুষই নয়, নকল কণ্ঠস্বরের সাহায্যে বড় ব্যবসায়ীদেরও টার্গেট করছে সাইবার অপরাধীরা। সাইবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিলিগুড়িকে ঘাঁটি করেই প্রতারণার ফাঁদ পাতছে জামতারা গ্যাং।

এরপর দশের পাতায়

ভালোবাসায় পাঠ ভালো ভাষার

আ মরি মাতৃভাষা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : 'গাছ চেনো তোমরা? এখানে বলা হয়েছে ছোট গাছের কথা। সেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় লিটল প্ল্যান্ট।'

আলিপুরদুয়ার সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাসে উঁকি মেরে দেখা গেল হোয়াইট বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এসব বলছেন শিক্ষক উৎপল রায়। কথা বলতে বলতে হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি গাছের কথা বলতে চাইছেন। শব্দ কানে না এলেও শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভঙ্গি, হাতের ইশারায় 'দ্য লিটল প্ল্যান্ট' ইংরেজি ছড়াটা বোঝার চেষ্টা করছিল রাজদীপ বর্মনরা। ক্লাসের সব পড়ুয়াই মূক ও বধির। বুঝিয়ে দেওয়ার পর চার লাইন সবাইকে মনে মনে পড়ে না দেখে লেখার পরামর্শ দিলেন উৎপল। পড়ুয়াদের কয়েকজন ইশারা বুঝে 'গুরুর আজ্ঞা' পালনে মন দিল।

চার লাইন পড়া বোঝাতেই অনেকটা সময় নেওয়ার পর ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী যখন লেখায় মন দিল, তখন শিক্ষক উৎপলের মুখে স্বস্তির ছাপ। ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানালেন, এই বাচ্চাদের ভাষার সঙ্গে পরিচয় করানো অনেকটা চ্যালেঞ্জের। তবে বাচ্চাদের সঙ্গে রাগ দেখানো যায় না। বকেঝকে কিছু করতে বললে ওরা আর সেটা করে না। কথা বলতে হয় নরমভাবে, ভালো ভাষায়। তাঁর কথায়, 'এই বাচ্চারা তো সাধারণ বাচ্চাদের মতন নয়। তাই ওদের অনেক সময় নিয়ে পড়াতে হয়। ধৈর্য ধরে বোঝাতে হয়।'

সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ক্লাসে বাচ্চাদের সঙ্গে শিক্ষক।

স্কুলে এসে ওরা যে ভাষা শেখে, সেই ভাষা দিয়েই কিন্তু মূক ও বধির পড়ুয়ারা বাবা-মায়ের সঙ্গেও ভাববিনিময় করে। জন্মের পর কথা বলতে শিখলে অন্য বাচ্চারা মা-বাবা বলে। আর মূক ও বধির এই বাচ্চারা ইশারায় কথা বলতে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাত ধরে। সেই স্কুলের স্পিচ থেরাপিস্ট স্বপনকুমার ঘোষের কথায়, 'বাচ্চারা যখন প্রথম স্কুলে আসে তখন তাদের সঙ্গে ভাব করতে হয়। বন্ধুর মতো মেশা হয়। বাবা-মায়েরা কীভাবে মূক ও বধির বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, কীভাবে তাদের বিভিন্ন বিষয় বোঝাতে পারবেন, সেজন্য অভিভাবকদেরও কাউন্সেলিং হয়। আমরা বাচ্চাদের যেমন শেখাই, তেমনই বাবা-মাকেও শেখাই।'

মূক ও বধির বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য জেসচার,

এরপর দশের পাতায়

১০ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি। চা শ্রমিকরা সুনীলের ওই কবিতা পড়েছেন কি না জানা নেই, তবে তেত্রিশ না হলেও তাঁরা এখন বলতেই পারেন, ১০ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি।

২০১৫ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। গঠিত হয় মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটি। দিনটা ২০ ফেব্রুয়ারি। উত্তরবঙ্গের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে লেখা হয়েছিল, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার জন্য ওই কমিটি কাজ করবে। মজুরি ঘোষণা হলেই এই চুক্তি অকার্যকর হবে। কিন্তু তারপর ১০ বছর কেটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার আরও একটা ২০ ফেব্রুয়ারি। অথচ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়নি।

তাই এটাকে 'প্রতারণার ১০ বছর' আখ্যা দিয়ে এবার পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে কালো ব্যাজ পরে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কাজ করবেন শ্রমিকরা। বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের নেতারা।

তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা তথা সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্য সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'চা শ্রমিকদের অবস্থা দিন-দিন আরও খারাপ হচ্ছে। ২০১৫ সালে মালিক, শ্রমিক এবং শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে হওয়া চুক্তিতে বলা হয়েছিল, আগামী ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু তা হল না। শ্রমিকরা এখন দিন প্রতি ২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। পিএফ কেটে তাঁদের হাতে আসছে ২২০ টাকা মতো। আজকের দিনে এই টাকায় সংসার চালানো যায়?'

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে নতুন বছরে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি তথা শাসকদলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'ন্যূনতম মজুরি চালু করতে সরকার প্রস্তুত। ওরা (শ্রমিক ও মালিক পক্ষ) আগে সকলে মিলে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসুক। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' এই বিষয়ে এদিন সংগঠনগুলি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের দিক থেকে তারা পরিষ্কার।

২০১৫ সালে ওই চুক্তির পর একাধিকবার সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। আর এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

এবার ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার কালো ব্যাজ পরে কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তুতির শুরু বলে মন্তব্য করেছেন হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা শমীক চক্রবর্তী।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনে ব্যবহারের কথা জানিয়েছে। তার বিরোধিতা করেছেন শমীক। তাঁর কথায়, '২৫০ টাকা মজুরি দিয়ে জীবন চলে না। তাই বাগানে অনেকে চাষবাস করেন। এভাবে জমি দখল করলে শ্রমিকদের জীবিকা, বসতি সব শেষ হয়ে যাবে।'

দুই পরীক্ষায় সফল পুলিশ

মেলা-মাধ্যমিক সামলানোয় লেটার মার্কস

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াবের দিন পড়েছিল একসঙ্গে। একসঙ্গে দুটো 'বিগ ইভেন্ট' সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ ছিল হলদিবাড়ির পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে। বুধবার দুইদিনের মেলা শেষ হল। নির্বিঘ্নে মিটেছে এদিনের মাধ্যমিক পরীক্ষাও। পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সামলায় পুলিশ। কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যর কথায়, 'এদিন নির্বিঘ্নে পরীক্ষা এবং মেলা শেষ হয়েছে। কোথাও কোনও খারাপ কিছু ঘটেনি।'

হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলায় কোচবিহার তো বটেই, পাশের জেলার থেকেও অনেক পুণ্যার্থী ভিড় জমান। এবারও কয়েক লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল মেলায়। ইসালে সওয়াব কমিটির অবশ্য দাবি, মহাকুম্ভ এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবছর অনেকটাই ফিকে ছিল হুজুর সাহেবের মেলা। বিগত বছরের মতো

হুজুরের মেলায় উপচে পড়া ভিড়। বুধবার হলদিবাড়িতে। -সংবাদচিত্র

জনজোয়ার না হলেও এদিন সকাল থেকে প্রচুর মানুষ আসেন মেলায়।

এদিনও মাজার প্রাঙ্গণে ধূপকাঠি এবং মোমবাতি জ্বালান অনেকে। মেলার দু'দিনে ব্যবসায়ীদের ভালো বিক্রিবাটা হয়। ইসালে সওয়াব কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিনেই প্রায় ৮ কোটি টাকার বিক্রি হয়েছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমানের দাবি, 'দু'দিনে ৮-১০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। তবে গরম এবং মেলার ধুলোর কারণে কয়েকজনের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। অসুস্থদের হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।'

এবছর তিন হাজারেরও বেশি স্টল বসেছিল মেলায়। জামাকাপড়ের দোকান থেকে খাবার, হাতে তৈরি নানা জিনিস, ঘর সাজানোর সামগ্রী, গবাদিপশু, খেলনা সবই বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি ছিল নাগরদোলা সহ বিনোদনের নানা জিনিসও। হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাস জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যেও এবছর মেলায় ভিড় ভালোই হয়েছে।

হলদিবাড়িতে এই মেলার উন্মাদনা বরাবরই বেশি। স্থানীয়রাও কম যান না। শহরের বাসিন্দা মনোজ রায় বলেন, 'হুজুরের মেলাকে ঘিরে আমরা ধর্মবর্ণনির্বিশেষে উৎসবে মেতে উঠি। সারাবছর এই মেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। তাই শেষের দিন একটু মন খারাপ।'

এদিন বিকেলে দোয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ৮১তম এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কমিটির সভাপতি তথা বংশধর গদিনশিন হুজুর খন্দকার মহম্মদ নুরুল হক।

কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়। হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, মেলায় বিভিন্ন রকম অপরাধের জন্য দু'দিনে প্রায় ২২ জনকে আটক করা হয়েছিল।

স্বস্তি

- মঙ্গল এবং বুধবার ইসালে সওয়াবের মেলা বসেছিল
- একইসঙ্গে ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষাও
- দুটো ইভেন্টই সুষ্ঠুভাবে সামলাল পুলিশ
- কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে পুলিশের দাবি

সার্ভেইং অ্যান্ড ম্যাপিং কোর্স আনন্দচন্দ্রে

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে ভূগোল বিভাগের তরফে চালু হল অ্যাড অন সার্টিফিকেট কোর্স। 'সার্ভেইং অ্যান্ড ম্যাপিং'-এর এই কোর্সটিতে ভূগোল বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের চতুর্থ এবং ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়ারাও অংশ নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে ৩৮ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৮-১০ জন ইতিহাস, ইংরেজি সহ অন্যান্য বিভাগের। বুধবার কলেজের সেমিনার হলে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন রায় স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে সার্ভে এবং ম্যাপিংয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ভূগোল বিভাগের প্রধান ডঃ বিপুলচন্দ্র সরকার বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে নিয়ে এই কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউজিসি'র নির্দেশ রয়েছে ৩২ ঘণ্টার বেশি এবং ক্লাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই ধরনের কোর্স করার। সেইমতো আমরা ৩৮ ঘণ্টার শিডিউল তৈরি করেছি। বৃহস্পতি থেকে শনি, বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হবে।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন রায় জানান, আগে ম্যাপিংয়ের কাজ অ্যানালগ পদ্ধতিতে হত। এখন তা ডিজিটাল মাধ্যম করে। তাঁর কথায়, 'আমার মনে এই ধরনের পদ্ধতি শিখলে ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই ডেটা কালেকশন থেকে কীভাবে সার্ভে ব্যবহার হয়, সেটা শিখতে পারবে। অন্যদিকে, নির্ভুল ম্যাপিংও করতে পারবে।'

আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান (ইওআই)
বেসরকারি হাসপাতাল / ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির তালিকাভুক্তিকরণ

নোটিশ নং. ঃ এইচ/টাই-আপ/ পিভিটি. হসপিটাল/ডিআরএইচ/ এমএলডিটি/২০২৫ তারিখ ঃ ১৮.০২.২০২৫

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা, পূর্ব রেলওয়ে, যে সকল বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার (এনএবিএইচ এবং এনএবিএল) জরুরি পরিস্থিতিতে সুপারিশের ভিত্তিতে রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের নগদ অর্থ ব্যতিরেকে সিজিএইচএস/কলকাতার রেটের তালিকা অনুসারে চিকিৎসা এবং এমআরআই/সিটি স্ক্যান/পিইটি স্ক্যান ও হিমোডায়ালিসিস সহ প্যাথোলজিক্যাল/রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে আগ্রহী তাদের স্বত্বাধিকারীদের থেকে (১) **ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, (২) হেলথ ইউনিট, সাহেবগঞ্জ/পূর্ব রেলওয়ে এবং (৩) হেলথ ইউনিট, ভাগলপুর/পূর্ব রেলওয়ে**-তে তালিকাভুক্তিকরণের জন্য **আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)** সাদরে **আহ্বান** করছেন। ভারতীয় **(পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহার)** সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের **২১ (একুশ) দিনের** মধ্যে বেসরকারি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী(গণ)কে এবিষয়ে আবেদন করতে হবে।

আগ্রহী বেসরকারি হাসপাতাল (গুলি)/ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির এনএবিএইচ/এনএবিএল শংসাপত্র থাকতে হবে এবং যথাযথ সরঞ্জামযুক্ত ও পশ্চিমবঙ্গ অথবা ঝাড়খণ্ড অথবা বিহার সরকারের সাথে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। বাধ্যতামূলক বিশদ শর্তাবলির জন্য নীচের লিংকটি অনুসরণ করুন ঃ **er.indianrailways.gov.in → Divisions → Malda → Departments → Medical → EOI (Expression of Interest)**

রেলওয়ে বোর্ডের সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশিকা অনুসারে বেসরকারি হাসপাতাল (গুলি) নির্বাচন সাপেক্ষে **চুক্তিটি ০২ বছরের জন্য বৈধ থাকবে।** রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অভিজ্ঞতা, প্রতি পৃষ্ঠায় বেসরকারি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারীর স্বাক্ষর প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র সমেত আগ্রহের প্রকাশটি সিল করা খামে ভারতীয় ডাক পরিষেবার মাধ্যমে **চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট -এর অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, ঝলঝলিয়া, মালদা, পিন-৭৩২১০২** -তে পাঠাতে হবে।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার (এনআইটি) আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে মডিউলার কেটারিং স্টলের মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিঙ্গল স্টেজ **টু প্যাকেট সিস্টেমে** ফুড অ্যান্ড কেটারিং পরিষেবাদাতাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য মালদা ডিভিশনে নিম্নোক্ত অবস্থানগুলিতে মডিউলার কেটারিং স্টলের মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **ইউনিট নং ঃ** সিএলজি-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১। **বিড নোটিশ নং ঃ** সি.২৮-সিএলজি-জিএমইউ-বি-০১। **স্টেশন ও ক্যাটিগরি ঃ** সিএলজি-বি। **সংরক্ষিত ঃ** জিএমইউ/মহিলা-দের জন্য। **অবস্থান ঃ** মালদা টাউন স্টেশন প্রান্তে ২০০ মিটারে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এ। **ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/সংরক্ষিত বার্ষিক মূল্য ঃ** ৩,২৯,৭২০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ২,৩৬০ টাকা। (১) **বিড নথি ঃ** আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নথি পাওয়া যাচ্ছে ও তা অফার জমার জন্য ডাউনলোড করা/দেখা যেতে পারে। টেন্ডার নথিতে এবং এনআইটি-তে উল্লিখিত টেন্ডার মূল্য অনুযায়ী টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার নথির মূল্য অনলাইনে আইআরইপিএস পোর্টাল - **www.ireps.gov.in**-তে জমা দিতে হবে। (২) **বিড নথি জমা ঃ** বিড নথির মূল্যের ই-পেমেন্ট রসিদ সহ আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে অনলাইনে বিড জমা দিতে হবে, নচেৎ অফারটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (৩) **বায়না মূল্য ঃ** সংশ্লিষ্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির প্রথমেই উল্লিখিত অনুযায়ী বিডের সঙ্গে বায়না মূল্য থাকতে হবে। টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত অনুযায়ী বিডদাতাকে আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে অনলাইনে বায়না মূল্য জমা দিতে হবে। (৪) **বিড জমা ঃ** প্রতিটি বিডের বিজ্ঞপ্তির প্রথমে উল্লিখিত তারিখের **দুপুর ৩টার মধ্যেই** আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে অনলাইনে বিডারদের বিড জমা দিতে হবে। আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে একই তারিখের **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** বিডগুলি খোলা হবে। (৫) কোনও কারণ না দেখিয়েই একটি বা সবকটি বিড অনুমোদন/বাতিল করার অধিকার রেলওয়ে সংরক্ষিত রাখছে। (৬) এই বিড নথিতে উল্লিখিত মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিডারের যোগ্যতা পূরণের মান মূল্যায়ন করা হবে। (৭) এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় ও কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা বাতিল হবে। (৮) **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২, জেলা-মালদা (পঃবঃ)।

(MLD-224/2024-25) **ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে কেটারিং (চা) স্টল-এর চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে কেটারিং স্টল-এর চুক্তি প্রদান। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** সিএটিজি-এমএলডিটি-২৫-০২। **অকশন শুরু ঃ** ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটেগরি; অবস্থান ঃ** **এএ/১**;সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১ ; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **বেলা** রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/২**;সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে **তালঝারী** রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশদ্বার ও স্টেশন বিল্ডিং (ফলের স্টল)-এর কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৩**; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **মুরাহারা** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ।। **এএ/৪**; সিএটিজি-এমএলডিটি-এএইচএ-জিএমইউ-১১৪-২৫-১; অসংরক্ষিত/যে কোনো ব্যক্তি-র জন্য **অভয়পুর** রেলওয়ে স্টেশনে জামালপুর প্রান্তের দিকে কমার্শিয়াল সুপারভাইজার রুমের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ।। **এএ/৫**; সিএটিজি-এমএলডিটি-এনআইএলই-জিএমইউ-১১২-২৫-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি-র জন্য সংরক্ষিত **নিমতিতা** রেলওয়ে স্টেশনে স্টোর-এর কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ।। **এএ/৬**; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিএমইউ-১২১-২৫-১; ০৫ বছরের জন্য **মির্জাচৌকি** স্টেশনে হাওড়া প্রান্তে ২০০ মিটারের দিকে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৭**; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-১৯-২২-১; **মুরাহারা** রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৮**; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইউপি-জিএমইউ-১২২-২৫-১; ০৫ বছর মেয়াদের জন্য **বারিয়ারপুর** স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৯**; সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে **আকবরনগর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২/৩-এ কভার শেডের তলায় ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১০**; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরজেএল-জিএমইউ-১-২২-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য **রাজমহল** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ বুকিং কাউন্টারের প্রবেশদ্বারের কাছে কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১১**; সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৪; জেনারেল মাইনর ইউনিট/স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধ বিধবা, রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবাদের জন্য **নোনীহাট হল্ট** রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১২**; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **কল্যাণপুর রোড** রেলওয়ে স্টেশনে জামালপুর প্রান্তে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১৩**; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ-৬৮-২২-১; জিএমইউ/মহিলাদের জন্য **খালতিপুর** রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছরের জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ ফুট ওভার ব্রিজ থেকে ২০ মি নিউ ফারাক্কা জংশন প্রান্তের দিকে কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১৪**; সিএটিজি-এমএলডিটি-জিজিএ- জিএমইউ-১১৬-২৫-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির জন্য **ঘোঘা (জিজিএ)** রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ নিকটবর্তী পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট। **এবি/১**; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএমইউ-৬৭-২৪-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি, **খালতিপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ মালদা প্রান্তের দিকে ফুট ওভার ব্রিজ থেকে ২০ মি, ৫ বছরের জন্য কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। **এবি/২**; সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি-এসএমইউ-৮৫-২৪-১;জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি, **জগদীশপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ বুকিং অফিসের কাছে ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৩**; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএমইউ-১২০-২৫-১; এসএমইউ/তঃউঃজাঃ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে ০৫ বছরের জন্য **ভাগলপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ফুড প্লাজার পাশে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৪**; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিএনএসএ-এসএমইউ-৫৭-২৪-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **পুনসিয়া হল্ট** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ বুকিং অফিসের কাছে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৫**; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিজিপি- এসএমইউ-১০৯-২৫-১; এসএমইউ/সংখ্যালঘু/মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত **ভাগলপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ মহিলাদের ১ম শ্রেণী ওয়েটিং হলের পাশে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৬**; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিপিটি-এসএমইউ-৭৩-২৪-২; এসএমইউ/তঃজাঃ/মহিলাদের অধীনে **পীরপৈঁতি** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ এসএস অফিসের কাছে ০৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ।। **এবি/৭**; সিএটিজি- এমএলডিটি-এসএলজে-এসএমইউ-২৪-২৪-১; জেএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **সকরীগলী** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ২য় শ্রেণীর ওয়েটিং হলের কাছে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-222/2024-25) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No.- 26(e)/BDO/K-1 of 2024-2025 Dated- 17.02.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev.Block,Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in /www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 25.02.2025 up to 15:00 hours.

Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Dev Block, Malda.

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No : 22/DEV/PHD/2024-25, Date.- 18/02/2025 and Last date for Submission of Bids - 25/02/2025 up to 5.30pm.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

E-Tender Notice

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER GAZOLE PANCHAYAT SAMITY GAZOLE : MALDA.
email- gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No. EO/GPS/NIET-18(e) of 2024-25, Dated- 18.02.2025 EO, Gazole Panchayat Samity, Malda, invites E-tender for Supply & Installation of Automatic Organic Composter Machine SS under, 15th FC-2024-25, from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in.

Sd/- Executive Officer
Gazole Panchayat Samity
Gazole, Malda

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/026/ BDOKNT/24-25 (Retender-NIT-23) Work Sl No 01 to 07, Dated : 19-02-2025. Last date of submission of bid through online 26-02-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 17-02-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনের মুঙ্গের (এমজিআর) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পে-ইউজ-২০২৫-০৩। **অকশন শুরু ঃ** ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। (১) **লট নং ঃ** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৪-১। **স্টেশন ঃ** মুঙ্গের। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-221/2024-25) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION

e-tender vide NIT No.13/JFCD/Hiring of Earth moving machine and Hydra cranes for various field works under Jalpaiguri Forest Corporation Division

Sl. No.	Name of Project	NIT No.	Estimated Amount put to tender (RS)	Remarks
1. Hir	Hiring of earth moving machines and hydra cranes for various works under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	13/JFCD/ Hiring of earth moving machine and hydra cranes/ 2024-2025.	Rate quoted (As per BOQ)	Bid Submission start from 20.02.2025 at 11.00 A.M. onwards. Bid submission closing date 05.03.2025 upto 05.00 P.M.

For all details and online Tender submission visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager
Jalpaiguri Forest Corporation Division
Jalpaiguri

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজনে ঘোষণাপত্র

সেকশন ৮২ সিআর.পি.সি অনুসারে

যেখানে আমার উপস্থিতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত **নবজাত রায়, ললিত রায়ের পুত্র, আর/ও এইচ.এনও বুড়ির গ্রমা দারি পাট্টানি, পেরমেনখলিগঞ্জ, কোছ, বিহার-৭৩৫১২২**-এর অধিবাসী **সিসি নং-৮৭৯৭/১৭, ইউ/এস ১৩৮ এনআই ধারা অনুসারে থানা- রাজিন্দ্র নগর, দিল্লি** অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অপরাধ করেছে (বা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে), তাই **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তির উপর একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই হেতু, আমার সন্তুষ্টি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তিকে পলাতক (অথবা উল্লেখিত পরোয়ানার উদ্দেশ্যে পরিষেবা প্রদান করাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন) বলে ঘোষণা করছি।

ঘোষণাপত্রটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তি **সিসি নং-৮৭৯৭/১৭, ইউ/এস ১৩৮ এনআই ধারা অনুসারে থানা- রাজিন্দ্র নগর, দিল্লি** এলাকায় অভিযুক্তকে ২৬.০৪.২০২৫-এর সকাল ১০:০০-এর আগে উল্লেখিত অভিযোগের উপর সদুত্তর দিতে কোর্টে উপস্থিতি হওয়া কাম্য।

আদেশক্রমে
শ্রীমতী শ্রেয়া সিং
বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণি-০৫
কেন্দ্রীয় জেলা, রুম নং-০২
টিস হাজারি কোর্টস, দিল্লি

DP/1944/CD/2025

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে বেতন ১২০০০ + (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 90915 12583. (C/114869)

মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন - 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/114867)

Wanted P.C.M. (Pure S.C.) & History & Geography Teacher for Angela School, Siliguri, Call : 9434812168 / 7908490493. (C/114869)

আমার বাড়ি কোচবিহার। আমি কলকাতাতেও থাকি, সেখানেও আমার বাড়ি। আমার এখানে কাজের জন্য একজন মহিলা / মেয়ে চাই। মো : 9836206279. (C/114619)

Wanted a Female Assistant Teacher M.A. in Geography preferably B.Ed. unreserved in maternity leave vacancy upto 08-08-2025. Walk in interview on 05-03-2025 with bio data, original and xerox copies of all testimonials at 11.30 am at Taraknath Sindurbala Balika Vidyalaya. P.O. Khoribari, Dist - Darjeeling, Pin - 734427. Mob - 9434350411. (C/114868)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭/০২/২০২৫ ইং তারিখে দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে খাগড়াবাড়িতে যে নান্দনিক ভবন রয়েছে তা শর্তসাপেক্ষে চুক্তি ভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হইবে।
উক্ত ইজারায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককে উপরি উল্লেখিত সময়ের পূর্বেই কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সাথে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডের ফোটো কপি নিয়ে আসতে হইবে।

E-TENDER NOTICE
Tender ID : 2025_ZPHD_817665_1 & 2

NIT No: 30/NKT/24-25 Dated: 18/02/2025 fund: 15th FC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 26/02/2025 upto 6.55 pm. The details of the NIT may be viewed & downloaded **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

বিক্রয়

শিলিগুড়ির রথখোলা বাজারের পাশে ফ্ল্যাট সহ দোকানঘর সত্বর বিক্রয় হইবে। দাম - 32 লাখ। Ph - 8609494472, 8927884957. (C/114866)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি শ্রী কমল বাসকে, পিতা চামারু বাসকে, সাকিন : মথুরা ডিভিশন, পো : মথুরাবাগান, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট, (No 294-APD-I, Dt. 17.3.1999) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 7797947820. (C/113784)

I Nikhil Das residing at Bhareya Boxirhat Pin : 736159 within the limits of Dist. Coochbehar, West Bengal lost one deed of mine being number 4895/2001, if any one finds the deed kindly contact : 62944 63499. (C/115067)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sri Gauranga Roy আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18/02/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) R.K. Roy থেকে Rajkumar Roy নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/115060)

আমার স্বামীর সার্ভিস বুক নং 10, Issued by West Bengal Government Press, কোচবিহার আমার নাম ভুল থাকায় গত 18.02.25, 3rd Court, Sadar, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Suniti Sarkar Mitra এবং Suniti Mitra, W/o. Bakul Ranjan Mitra এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দক্ষিণ কালারায়ের কুঠি, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114620)

আমার D.L. No. WB63 2014 0943536, আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24-10-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanatan Ghosh, S/o. Ranjit Ghosh এবং Sanatan Biswas, S/o. Ranjit Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খোলটা, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114623)

আমি Kailash Kumar Mitruka, পিতা শ্রী Jagadish Prasad Mitruka, ঠিকানা - Mitruka House, 42 এম.জি. রোড, পোস্ট অফিস ও থানা - শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০০৫, শিলিগুড়ি কোর্টের নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Date - 15.2.25 Kailash Kumar Mitruka ও Kailash Mitruka একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/114866)

আমার আধারকার্ড নং 7808 2490 9275 এবং প্যানকার্ড নং NCXPS11871 নাম এবং জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 19-02-2025, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Shova Sarkar এবং Subharani Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম এবং আমার জন্ম তারিখ 22-09-1958 এর পরিবর্তে 01-01-1959 লেখা হয়েছে। আমার সঠিক জন্ম তারিখ 22-09-1958, সিঙ্গিমারি পাঁচুনীর পাড়, পাতলাখাওয়া, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114624)

নবীকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/৩৩/২৪-২৫ তারিখঃ ১৫-০২-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে কর্মরত ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন নিম্নলিখিত কাজের বিপরীতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ আইটেম নং. ১। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশনের টিএল এন্ড এসি ডিপোর পাওয়ার কার এবং এসি/নন এসি [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে

ওএইচই মোডিফিকেশন কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৪-২৫-আরটি। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৪-২৫-আরটি, কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ বিভি-I ও বিভি-II সেকশনে আরওবি, এফওবি, গার্ডার ব্রিজ ইত্যাদির মতো সমস্ত ওভার লাইন স্ট্রাকচারের (ওএলএস) অধীনে ক্যাটেনারি [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

[illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে

নির্মাণের কাজ

[illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভালো ফলের আশায়।। *হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মাজারে ছবিটি তুলেছেন অপু দেবনাথ।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

৬৫ শতাংশ বহুতলই অবৈধ

প্ল্যান পাশ না করিয়ে নির্মাণ ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গড়ে উঠছে একের পর এক বহুতল। পঞ্চায়েত অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার ৬৫ শতাংশ বহুতলই অবৈধ। সেগুলির মালিকরা নাকি নিয়ম মেনে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানোর কোনও চেষ্টাই করেননি। স্টেট ফার্ম কলোনি, নতুনপাড়া, খ্রিস্টানপাড়া, কলেজপাড়া, বাবুপাড়া এলাকায় একাধিক বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে। যার অধিকাংশই অবৈধ।

প্রধান অসীমা পালও বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাসিন্দাদের সচেতন করতে একাধিক শিবির আয়োজন করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন অবশ্য যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি নির্মাণের জন্য পঞ্চায়েত অফিসের মাধ্যমে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানো বাধ্যতামূলক। গ্রাম পঞ্চায়েতের অবশ্য দোতলার বেশি নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার এক্তিয়ার নেই। তিনতলা বা চারতলা নির্মাণ করতে হলে ব্লক ও জেলা স্তর থেকে অনুমতি নিতে হয়।

অভিযোগ, বিল্ডিং প্ল্যান পাশ না করিয়েই ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একের পর এক বহুতল গড়ে তোলা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের তরফে সংশ্লিষ্ট বাড়ির লোকেদের সতর্ক করা হলেও কাজের কাজ হচ্ছে না। এক নির্বাচিত সদস্যের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা বেশি বলতে গেলেই ভোটব্যাংকের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা হয়।' একইসঙ্গে তাঁর আশঙ্কা, 'বিল্ডিং প্ল্যান পাশ না করিয়ে যেভাবে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে, তাতে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

কী অভিযোগ

- স্টেট ফার্ম কলোনি, নতুনপাড়া, খ্রিস্টানপাড়া, কলেজপাড়া, বাবুপাড়া এলাকায় একাধিক বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে
- যার অধিকাংশই অবৈধ
- পঞ্চায়েতের তরফে সংশ্লিষ্ট বাড়ির লোকেদের সতর্ক করা হলেও কাজের কাজ হচ্ছে না
- বিডিও দীপান্বিতা বর্মন যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন

এলাকায় গজিয়ে উঠছে অবৈধ বহুতল। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।

এদিকে, যাঁরা এধরনের অবৈধ নির্মাণ করেছেন বা করছেন তাঁদের বড় অংশই চাকরিজীবী এবং তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নিয়ম জেনেও তাঁরা উদাসীন কেন?

এ প্রসঙ্গে প্রধান বলেছেন, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ না করিয়ে বাড়ি নির্মাণের প্রবণতা সাংঘাতিক, এটা অস্বীকার করা যাবে না। বাসিন্দাদের এনিয়ে বারবার সতর্ক করছি। সচেতনও করা হচ্ছে। এলাকার মাত্র ৩৫ শতাংশ নির্মাণ বৈধ। ব্লক প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বাড়ছে।'

বিডিওর প্রতিক্রিয়া, 'এলাকায় একাধিক সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। স্থানীয়দের বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও অনেকের হুঁশ ফেরেনি।' তাঁর সংযোজন, 'এধরনের নির্মাণ অবশ্যই উদ্বেগের। এরপরও সচেতন না হলে অবৈধ নির্মাণকারীদের নোটিশ পাঠানো হবে।'

প্রধানের অপসারণ চায় তৃণমূল

ইসলামপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমকে অপসারণের দাবিতে ফের সরব হলেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে বুধবার এক প্রতিনিধিদল ইসলামপুর বিডিও অফিসে যায়। সেখানে তাঁরা বিডিও দীপান্বিতা বর্মনের সঙ্গে দেখা করেন।

নুরিকে গত বছর দল থেকে বহিষ্কার করেছিল তৃণমূল। ব্লক ও উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই নুরির বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত শেষ করেছে। অন্যদিকে, প্রশাসন নুরিকে নিয়মিত অফিসে আসার নির্দেশ দিলেও তিনি মাসের পর মাস পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন না। যদিও এনিয়ে নুরির যুক্তি, 'আমি অফিসে গেলে ঝামেলা হবে।'

এদিন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিডিও অফিসের সামনে জমা হন। আবদুস বলেছেন, 'প্রশাসন প্রধানের অপসারণ নিয়ে টালবাহানা করছে।

কমলাগাঁও সুজালি

এমনটা চলতে থাকলে আগামী সোমবার থেকে বিডিও অফিসের সামনে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্না শুরু করব।' এবিষয়ে বিডিও বলেছেন, 'প্রধানের অপসারণের দাবি নিয়ে সুজালির লোকজন এসেছিলেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

বিডিও অফিসে সুজালির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের জমায়েত। বুধবার।

বিদ্যুৎ চুরি

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এলাকায় মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা ঘটছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরের ওপরমহলে পৌঁছায়। এরপর বিদ্যুৎ দপ্তরের স্পেশাল সেল ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে গেট বাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে দুই জায়গায় দুই গ্রাহকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করল। গেট বাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার মানিক দাস বলেন, 'কখনও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করা উচিত নয়। একদিকে এসব কর্মকাণ্ড অবৈধ। অন্যদিকে এতে বিপদের আশঙ্কা থাকে। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দপ্তর সূত্রে খবর, ফুলবাড়ির লক্ষ্মীজোত এলাকায় পরিতোষ সূত্রধর নামের এক গ্রাহক অনেকদিন থেকে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রেখেছেন। প্রায় ছয় মাসের বকেয়া থাকায় দপ্তরের কর্মীরা ডিসেম্বর মাসে সেই বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। যদিও পরে দপ্তরকে না জানিয়ে পরিতোষের বাড়ির লোকেরা সংযোগ চালু করে নেন। কয়েকদিন আগে খবর পেয়ে সেই বাড়িতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী-আধিকারিকরা হানা দেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান বিদ্যুতের মিটার ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। পরিস্থিতি অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় দপ্তরের তরফে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই গ্রাহকের কয়েক হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই বাড়ি থেকে বিদ্যুতের মিটার খুলে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মুখ থুবড়ে পড়েছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

চোপড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোথাও উদ্বোধনের এক মাস, আবার কোথাও উদ্বোধনের পরদিনই বন্ধ হয়ে পড়েছে প্রকল্পের ইউনিট। ব্লকের ৮টির একমাত্র চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে জোড়াতালি দিয়ে ইউনিট চালু রাখা হয়েছে। প্রধান জিয়ারুল রহমান বলছেন, 'প্রকল্প চালাতে কোনও আর্থিক বরাদ্দ মিলছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকেই কর্মীদের বেতন দেওয়া হয়।' আবার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিকের দাবি, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প পরিচালনায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গত বছর জুন মাসে প্রকল্পের ইউনিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দেওয়া হয় দায়িত্ব। প্রশিক্ষণের পর তাঁদের হাতে আবর্জনা তোলার ৩টি করে গাড়িও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোথাও সেভাবে কাজ হচ্ছে না।

বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বনির্ভর দলের মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে একাজ করতে ইতস্তত বোধ করছেন। যেজন্য সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির নজরে আনা হয়েছে।

অন্যদিকে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও পিএইচই প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল আসছে চোপড়ায়। তাদের চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাজ খতিয়ে দেখার কথা।

২০০ লিটার চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাণেশ্বরজোতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ লিটার চোলাই নষ্ট করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই গ্রামে পৌঁছায় উর্দিধারীদের একটি দল। তারপর একাধিক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ওই পরিমাণ চোলাই নষ্ট করে পুলিশ। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে চোলাই তৈরির সামগ্রী। পুলিশের দাবি, অভিযানের আগাম খবর পেয়ে কারবারিরা আগেভাগে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

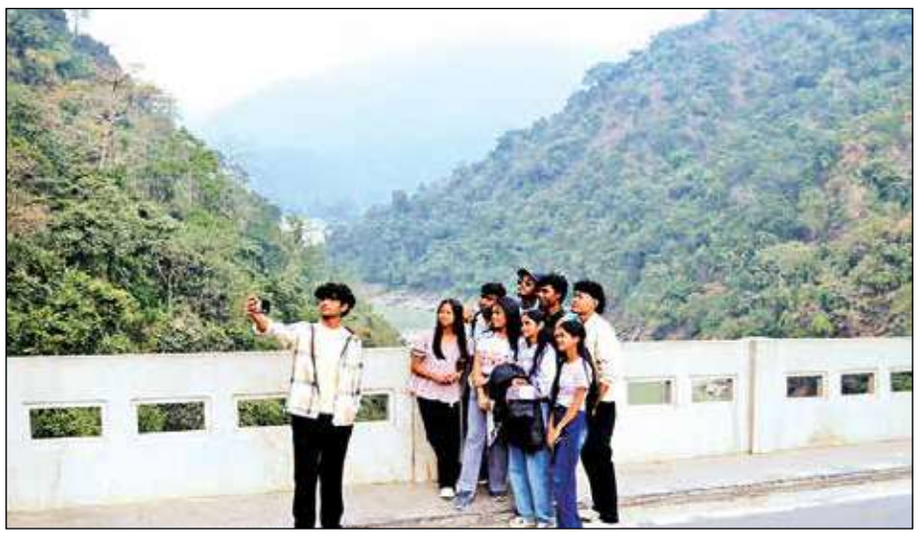

করোনেশন সেতুতে সেলফিতে জেন জি। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

অসুস্থতার নাম করে তোলাবাজি

টার্গেট পর্যটকবোঝাই গাড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : 'গাড়িচালক অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য টাকা দিতে হবে', শালুগাড়া থেকে ইস্টার্ন বাইপাসের সংযোগকারী অংশে এমন কথা বলে তিনমাসেরও বেশি সময় ধরে চলছিল তোলাবাজি। মূলত পাহাড় থেকে পর্যটক নিয়ে আসা গাড়ির চালকদের টার্গেট করছিল চক্রটি। প্রতিটি গাড়ি থেকে ১০০ টাকা করে তোলা হচ্ছিল। অবশেষে বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। মঙ্গলবার রাতে ওই চক্রের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অল বেঙ্গল তৃণমূল ক্যাব ড্রাইভার ও অপারেটর্স ইউনিয়নের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মৃণাল বর্মন অভিযোগ করেছেন।

মৃণাল বলছেন, 'প্রথমদিকে চালকরা বুঝতে পারতেন না। তাঁরা ভাবতেন সত্যিই হয়তো কোনও গাড়িচালক অসুস্থ। গাড়িতে পর্যটক থাকায় চালকরাও চুপচাপ টাকা দিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনমাস ধরে একইভাবে টাকা তোলায় আমাদের সন্দেহ হয়।' সম্প্রতি এক গাড়িচালক এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ওই তরুণরা সেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। এরপরই চালকদের মধ্যে সন্দেহ আরও জোরালো হয়। অভিযোগ পেয়ে এলাকায় নজরদারি শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

এর পাশাপাশি সম্প্রতি শিলিগুড়ি শহরের একাধিক জায়গায় তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কটাক্ষ, 'সরকারে ক্ষমতাসীন দলই তোলাবাজদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। ফলে তোলাবাজদের দৌরাত্ম্য তো বাড়বেই। পুলিশেরও কিছু করার থাকে না। এদের ধরলে তো আবার নেতারা থানায় পৌঁছে যান।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের পালটা বক্তব্য, 'এসব অপরিপক্ক কথা। রাজনীতি করার জন্য। যারা দুষ্কৃতী তারা দুষ্কৃতীই। তাদের কোনও পক্ষ থাকে না।' তাঁর সংযোজন, 'তোলাবাজির ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এসব বন্ধে আমাদেরও সচেতন হতে হবে। কোথাও এধরনের ঘটনা ঘটলে, সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব পুলিশকে জানানো।'

> প্রথমদিকে চালকরা বুঝতে পারতেন না। তাঁরা ভাবতেন সত্যিই হয়তো কোনও গাড়িচালক অসুস্থ। গাড়িতে পর্যটক থাকায় চালকরাও চুপচাপ টাকা দিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিন মাস ধরে একইভাবে টাকা তোলায় আমাদের সন্দেহ হয়।
>
> **মৃণাল বর্মন,** *অভিযোগকারী*

ডেপুটি মেয়র এমন বললেও শহরের বাসিন্দা অপূর্ব দাস বলছেন, 'রাজনৈতিক মদত ছাড়া এভাবে তোলাবাজি চলতে পারে না। সেকারণে অনেকেই প্রতিবাদ করতে ভয় পান। যেভাবে তোলাবাজি চলছে শহরে, তা সত্যিই উদ্বেগের।'

কয়েক সপ্তাহ আগে দেবীডাঙ্গা থেকে চম্পাসারির রাস্তায় দুই তোলাবাজের খপ্পরে পড়েছিল মুরগিবোঝাই একটি গাড়ির চালক। সম্প্রতি ঢাকনিকাটাতেও তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে। এবার শালুগাড়া থেকে ইস্টার্ন বাইপাসের সংযোগকারী অংশেও একই অভিযোগ উঠল। এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'তোলাবাজির অভিযোগ পেলেই আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিই আমরা।'

জল্পেশে ভিড় সামলাতে পদক্ষেপ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্কাইওয়াক পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা, মন্দিরের মূল গেট বন্ধ রাখা, পুরুষ ও মহিলাদের স্নানের ঘাট আলাদা করে দেওয়ার মতো একগুচ্ছ পদক্ষেপ করা হচ্ছে জল্পেশে শিবরাত্রির পুজো ও মেলায় ভিড় সামলাতে। বুধবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে জল্পেশ মন্দির, মন্দির সংলগ্ন সুবর্ণকুণ্ড, জল্পেশমেলার মাঠ পরিদর্শন করেন। সেখানে ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন ও জল্পেশ মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শিবচতুর্দশীর দিন সংগমে ডুব দিয়ে শেষ হচ্ছে প্রয়াগের কুম্ভস্নান পর্ব। আর ওই দিন থেকেই ময়নাগুড়ির জল্পেশে শুরু হচ্ছে শিবরাত্রি উৎসবের। কুম্ভের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভিড় সামলাতে আগে থেকেই একগুচ্ছ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ।

মন্দির সংলগ্ন সুবর্ণকুণ্ডে স্নান করে পুণ্যার্থীরা শিবের মাথায় জল ঢালেন। সুবর্ণকুণ্ডের পাঁচটি ঘাট এবার দুটি ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে। স্কাইওয়াকের পাশ দিয়ে সুবর্ণকুণ্ডে যাওয়ার রাস্তা করা হয়েছে। মন্দির চত্বরের ভিতরের টিকিট কাউন্টার এবার খোলা থাকবে না। তার বদলে বাইরের দিকে একাধিক কাউন্টার খোলা হচ্ছে। শিবরাত্রির দিন মন্দিরের প্রবেশপথে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। জেলা পরিষদ পরিচালিত জল্পেশমেলা চত্বরে এবার রাস্তার ওপর কোনও দোকান বসতে দেওয়া হবে না। মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সিসি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। জল্পেশ মন্দিরের অফিস ঘরের পাশে সিসি ক্যামেরায় নজরদারির জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হবে।

জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব জানান, 'গতবছর শিবরাত্রির দিন মন্দির ও মেলা মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন। এবার সেই সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি হবে বলে আমাদের ধারণা। প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'

এদিন পরিদর্শনে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু সহ ময়নাগুড়ি দমকলকর্মীরা। পুলিশ সুপার বলেন, 'অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হবে না। ভিড় মোকাবিলায় পর্যাপ্ত ব্যারিকেড ও বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।' বিডিও বলেন, 'শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষ্যে প্রশাসনের তরফে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'

নয়া ব্যবস্থা

- মন্দিরের মূল গেট বন্ধ থাকবে
- পাশের নবনির্মিত গেট দিয়ে ঢুকে স্কাইওয়াক দিয়ে মন্দিরে পৌঁছাবেন পুণ্যার্থীরা
- পুজো দিয়ে স্কাইওয়াকের নীচের গেট দিয়ে বেরোতে হবে
- সুবর্ণকুণ্ডে পুরুষ ও মহিলাদের স্নানের ঘাট আলাদা
- স্কাইওয়াকের পাশ দিয়ে সুবর্ণকুণ্ডে যাওয়ার রাস্তা
- মন্দিরের বাইরে একাধিক টিকিট কাউন্টার

জল্পেশমেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন পুলিশ সুপার।

ভাড়ায় 'সরকারি' অ্যাম্বুল্যান্স, তাতে গাঁজা পাচার

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সরকারি অনুদানে পাওয়া অ্যাম্বুল্যান্স চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজগঞ্জের মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার নামে যারা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া নিয়েছে তারা সেটিকে গাঁজা পাচারের কাজে লাগিয়েছে। সম্প্রতি প্রায় দেড় কুইন্টাল গাঁজা পাচারের সময় মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে রাজগঞ্জের ভোলাপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতির নামে নথিভুক্ত ওই অ্যাম্বুল্যান্সটি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচার করা গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। এই ঘটনায় সামশেরগঞ্জ পুলিশ অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে আদিত্য দাস শিলিগুড়ির এবং অনুপ সূত্রধর আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ২০১৭ সালে সরকারি একটি ফান্ডের টাকায় ভোলাপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতির হাতে অ্যাম্বুল্যান্সটি দেওয়া হয়। কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি তথা সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইজরাইল হক বলেন, 'মাসিক ৭০০০ টাকা ভাড়ার চুক্তিতে শিলিগুড়ির এক তরুণ আদিত্য দাসকে অ্যাম্বুল্যান্সটি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে চুক্তি ছিল যে সে ভোলাপাড়া এবং রাজগঞ্জ এলাকার মানুষকে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেবে।'

বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ ওঠে, এলাকার মানুষ অ্যাম্বুল্যান্সটির পরিষেবা পান না। তার বদলে অ্যাম্বুল্যান্সটি ফুলবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে থেকে ভাড়া খাটে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে এলাকার কিছু মানুষ লিফলেট ছড়িয়ে নিখোঁজ অ্যাম্বুল্যান্সের খোঁজ চাই বলে রাজগঞ্জ থানার আইসি-র কাছে আবেদন করেন। এরপর রাজগঞ্জ থানার পুলিশ অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ে আদিত্যকে থানায় হাজির হতে বলে। সেখানে অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ে আদিত্য এসে এলাকার মানুষের পরিষেবা দেবে বলে পুলিশের কাছে প্রতিশ্রুতি দেয়।

এলাকার মানুষের প্রশ্ন, সরকারি অনুদানে প্রাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্সটি ভাড়া দেওয়া হয় কীভাবে? বিজেপির রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের বর্তমান সরকারের আমলে সমস্ত কিছুই বৈধ। এই সরকার নিয়মকানুন, আইনের তোয়াক্কা করে না। মানুষের এটা বোঝা উচিত। শুনতে পেয়েছি সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিএডিপি-র টাকায় দেওয়া হয়েছিল।'

যে সময় অ্যাম্বুল্যান্সটি কৃষি উন্নয়ন সমিতিকে দেওয়া হয় সেই সময় রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন অহিদার রহমান। তিনি বলেন, 'মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সটি দেওয়া হয়েছিল। ভাড়া খাটানোর জন্য নয়। প্রশাসনের উচিত এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।' রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি রুপালি দে সরকার বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সটি করে গাঁজা পাচার হচ্ছে, একথা শোনাও পাপ মনে করি। দুঃস্থ মানুষের পরিষেবা না দিয়ে যারা জঘন্য কাজ করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

ঘটনা প্রসঙ্গে রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ মণ্ডল বলেন, 'সরকারি অনুদানের টাকায় অ্যাম্বুল্যান্সটি দেওয়া হলেও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কী চুক্তি ছিল সেটা না দেখে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। ঘটনার কথা জানতে পেরেছি। সমস্ত তথ্য জেলায় পাঠানো হয়েছে। জেলার নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

আটক অ্যাম্বুল্যান্স এবং পাচার করা গাঁজা।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দাবি

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় জেলা পরিষদ চালুর দাবি জানিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। বুধবার কলকাতায় পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করেন অনীত এবং তাঁকে স্মারকলিপি দেন। দ্রুত জেলা পরিষদ চালুর জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় জিটিএ এলাকা ও কালিম্পং জেলায় দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। তার বদলে জিটিএ এলাকায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়েছে স্মারকলিপিতে।

জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'জিটিএ তৈরির সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বলেছিল, এটা জেলা পরিষদের ভূমিকায় কাজ করবে। কিন্তু জিটিএকে তো জেলা পরিষদের কাজ করার জন্য কোনও পরিকাঠামো দেওয়া হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও জিটিএর সভাসদদের কোনও সমন্বয় নেই। কারণ দুটো আলাদাভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তো আর জিটিএর সদস্য নন। সেই কারণে কাজের ক্ষেত্রে খামতি থেকে যাওয়ায় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।'

বালি নিয়েই কাণ্ড খালি

নদীঘাট বন্ধ, কর্মহীন কয়েক হাজার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বালি-পাথর যে কতটা মূল্যবান, তা বোঝেন মাল্লাবাড়ির বাসিন্দারা। বুঝবেন না-ই বা কেন, নদী থেকে বালি-পাথর তোলাই তাঁদের পেশা ছিল। কিন্তু বর্তমানে নদীর ঘাটগুলি বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁরা জীবিকা হারিয়েছেন। এর ফলে জমছিল ক্ষোভ। শেষমেশ বুধবার গ্রামে একটি রাস্তার কাজের উদ্বোধনে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ সহ বহু নেতাকে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন বাসিন্দারা।

সভাধিপতির কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানান, দ্রুত মেচি নদীর ঘাট খুলে দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি ঘাটে রয়্যালটি দেওয়া হোক। অরুণ এতে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়লেও তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্রুত জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে আশ্বাস দেন। সভাধিপতি, প্রধান এলাকা ছেড়ে যেতেই শ্রমিকরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘণ্টাখানেক সীমান্তের রাস্তায় চলে বিক্ষোভ। যদিও তারপর নিজে থেকেই বিক্ষোভ তুলে নেন শ্রমিকরা।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে রাজেন খাতি বলেন, 'মেচি নদীর ওপর মাল্লাবাড়ি, রকমজোত, তারাবাড়ি, ঝাঁপুজোত, বড় মণিরাম, কিলারাম, দয়ারামজোতের প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক নির্ভরশীল। আমরা নদী থেকে বালি-পাথর তুলে সংসার চালাতাম। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সেটা বন্ধ। নদীতে বালি-পাথর তুলতে গেলেই এসএসবির জওয়ানরা ধরপাকড় শুরু করে দেন। তাই আমরা আর নদীতে যেতে পারছি না।'

নদী থেকে বালি-পাথর তুলতে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মাল্লাবাড়িতে।

গত কয়েক মাস ধরে প্রশাসনের তরফে ঘাট খুলে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন রাজেন। আরেক বিক্ষোভকারী চিন্টু শিকদারের কথায়, 'গত তিন-চার মাস ধরে শুধু শুনে আসছি ঘাট খুলবে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। আমাদের এখন করুণ অবস্থা। না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। অনেকের মাথায় ঋণের কিস্তি মেটানোর চিন্তা রয়েছে। প্রতিদিনই ব্যাংকের লোক এসে বাড়িতে নোটিশ ধরিয়ে যাচ্ছে।'

দ্রুত নদীঘাট খোলা না হলে এলাকায় মাদক কারবার বাড়তে পারে বলে একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিক নেতা সুদীপ সিংহ। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষ আর কতদিন খিদের জ্বালা সহ্য করবে! পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে প্রশাসন তখন সামাল দিতে পারবে তো? বেশিদিন নদীঘাট বন্ধ থাকলে চুরি-ছিনতাই কিংবা মাদক কারবারে যুক্ত হয়ে পড়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা থাকবে না অনেকের কাছে।'

ডাম্পারের দাপটে অতিষ্ঠ রাজগঞ্জ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এই মুহূর্তে রাজগঞ্জ ব্লকের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া কোনও নদী থেকেই বালি তোলার অনুমতি নেই। তা সত্ত্বেও বালি পাচার চলছে। সক্রিয় রয়েছে একাধিক চক্র। এতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ যে একেবারেই ভিত্তিহীন নয়, সেটা মঙ্গলবার গভীর রাতে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড থেকে চারটি বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করার ঘটনায় স্পষ্ট। যদিও এনজেপি থানার পুলিশ দাবি করেছে, অভিযানের আগাম খবর পেয়ে ডাম্পার ফেলে চালক, খালাসিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। রাতেই ডাম্পারগুলি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এরপর নম্বর দেখে ডাম্পারগুলির মালিকদের শনাক্ত করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'রাতে এলাকায় টহলদারির সময় বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। এরপর নথি চাইতে যাওয়ার আগেই ডাম্পার ছেড়ে পালিয়ে যায় চালক ও খালাসিরা।' পুলিশের সন্দেহ, করতোয়া অথবা সাহু নদী থেকে বালি তুলে ডাম্পারে করে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। সন্দেহ আরও একটা জায়গায় রয়েছে। চারটে ডাম্পার থেকে চালক এবং খালাসিরা একসঙ্গে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল কীভাবে? একজনকেও ধরা গেল না কেন? এর কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি পুলিশের থেকে।

রাজগঞ্জে নদী থেকে বালি তুলে এই ধরনের ডাম্পারে পাচার করা হচ্ছে।

প্রতিক্রিয়া জানতে রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এদিকে, ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ মণ্ডল জোর দিয়ে বলেছেন, নিয়মিত পদক্ষেপ করা হয়। তাঁর কথায়, 'আমরা নিয়মিত অভিযান চালাই। এর মাঝে রাজগঞ্জ থানায় বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।' তিনি জোর দিয়ে পদক্ষেপের কথা বললেও বালি তোলার কারবারে এখনও যে লাগাম কষা যায়নি, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে রাজগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বালি তোলা হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না সাহু সহ ছোট নদীগুলো। ঘটনায় সরাসরি প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডল। তাঁর প্রশ্ন, 'সামান্য ইনসুরেন্সের কাগজ ঠিক না থাকলে বাইক নিয়ে যাতায়াত করা যায় না। সেখানে প্রশাসনের মদত ছাড়া এত বড় চক্র চলতে পারে কি?'

রাজগঞ্জের মেহেন্দিগছ, করতোয়া বাজার, কালীনগর, ভোলাগঞ্জ, পালপাড়ার মতো এলাকাগুলিতে নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে। একইভাবে ফাঁড়াবাড়ি, সাহুডাঙ্গি থেকেও বালি তুলছে কারবারিরা। সেই বালি ডাম্পারে করে নিয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামীণ রাস্তা। দিনকয়েক আগে ভোলাগঞ্জের বাসিন্দা সামসুদ্দিন মহম্মদ বলেছিলেন, 'রাতে আমার জমির ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলে। এতে জমির ক্ষতি হচ্ছে।' এই যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি মিলবে আপাতত সেই দিনটার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

মণ্ডল সভাপতি নিয়ে কোন্দল বিজেপিতে

খড়িবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা হতেই দলের অন্তঃকলহ প্রকাশ্যে খড়িবাড়িতে। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি খড়িবাড়ির রানিগঞ্জ ও বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এই দুই পঞ্চায়েত নিয়ে বিজেপির রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল কমিটি। এই মণ্ডলের নতুন সভাপতি করা হয়েছে বাতাসির রিনা মণ্ডলকে। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দলের অন্দরে কাজিয়া শুরু হয়েছে। অভিযোগ, দলের পরিচিত মুখ ও বহু সুদক্ষ সংগঠকের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ ও কম পরিচিত রিনাকে সভাপতি করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কাজ করতে চাইছে না দলের একটা অংশ।

খড়িবাড়ি

এই মণ্ডলের ৬টি পঞ্চায়েত সমিতি আসনের মধ্যে ৩টি বিজেপির দখলে। এছাড়া ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন বিজেপির দখলে। বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে এই মণ্ডল থেকেই সবথেকে বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি। বিজেপির শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁয়ের কথায়, 'এটি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডল। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এলাকার কোনও জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা না করেই মণ্ডল সভাপতির নাম ঠিক করা হয়েছে। এর প্রভাব বিধানসভায় পড়বে।' একই কথা বলেন বিজেপির খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল। তিনি বলেন, 'রিনার পক্ষে মণ্ডল কমিটি পরিচালনা অসম্ভব। এটা ঠিক হয়নি।' দলের এক সক্রিয় সদস্য জানালেন, মণ্ডলের সক্রিয় সদস্যদের ভোটে নতুন সভাপতি নির্বাচন করার কথা। কিন্তু সক্রিয় সদস্যদের ভোটের বা মতামতের তালিকায় নাকি রিনার নামই ছিল না।

তবে দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল দাবি করেছেন, 'যে নামগুলি ঘোষণা হয়েছে, তা দলের গাইডলাইন মেনেই ঘোষণা করা হয়েছে। রিনা দক্ষ নেত্রী। তিনি মণ্ডল সভাপতি হওয়ায় দল আরও শক্তিশালী হবে।' আর কোনও বিতর্কে না জড়িয়ে রিনা সকলের সহযোগিতা নিয়ে দলকে আরও মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন।

৫৪ মোষ সহ গ্রেপ্তার দুই

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল পুলিশ। বুধবার মোট ৫৪টি মোষ উদ্ধার করেছে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকে। ধৃতদের নাম জাহির খান এবং সাহবাদ। দুজনেই উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বাসিন্দা।

এদিন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে একটি কনটেনার আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে উদ্ধার হয় ২৭টি মোষ। একই জায়গায় আরও একটি কনটেনার আটকাতে গেলে চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে দাবি পুলিশের। শেষমেশ স্থানীয় একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে কনটেনারটি আটক করতে সমর্থ হন উর্দিধারীরা। সেখান থেকেও ২৭টি মোষ উদ্ধার হয়।

দুই কনটেনার চালকের কাছে গবাদিপশু পরিবহণের বৈধ নথি ছিল না বলে জানিয়েছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের কথা স্বীকার করেছে বলেও দাবি তদন্তকেন্দ্রের। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানোর পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত কনটেনার দুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এদিনই ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

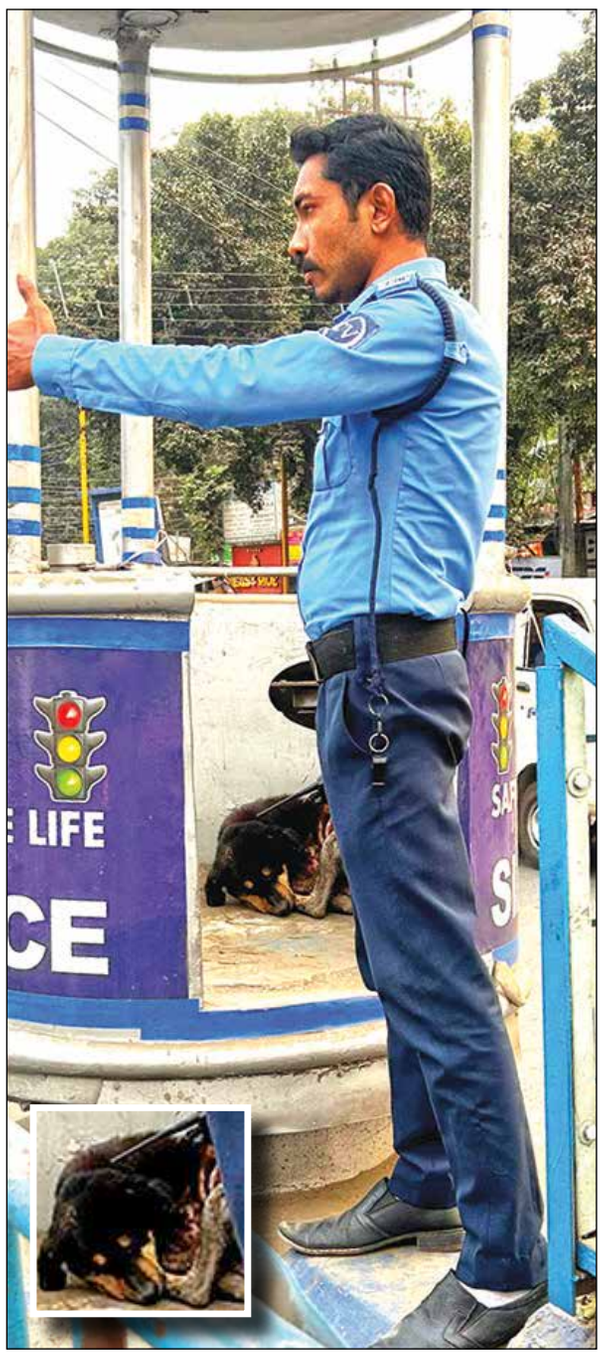

(ইনসেটে) সারমেয় ভুলু অসুস্থ। আশ্রয় খুঁজছিল প্রাণীটি। শেষমেশ এগিয়ে এলেন সিভিক ভলান্টিয়ার। ভুলুকে আশ্রয় দিয়ে নিজের ছোট্ট জায়গাটি ছেড়ে সারাদিন বিটে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করলেন ওই ব্যক্তি। বুধবার হিলকার্ট রোডের হেরিটেজ মোড়ে শমিদীপ দত্তের তোলা ছবি।

শুধুই গোল গোল উত্তর

নিয়মিত অফিসে আসেন না মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। অভিযোগের তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে তিনি কতটা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন? শুনলেন খোকন সাহা।

জনতার চার্জশিট

প্রতিমা রায়
সভাপতি, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতি

জনতা : আপনি নিয়মিত সমিতির অফিসে বসেন না বলে অভিযোগ। অফিসে ঠিকমতো পরিষেবাও মেলে না। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

সভাপতি : মানুষ পরিষেবা পান না, এই অভিযোগ ঠিক নয়। সভাপতির চেয়ারের গুরুত্ব আমি জানি। সমিতির অন্য সদস্যরা যখন নিজেদের কাজে বাইরে চলে যান, তখন আমি সামলাই। আবার আমি বাইরে গেলে তাঁরা সামলান। ব্লকের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যেতে হয়। আরও কত কাজ রয়েছে। সাধারণ মানুষ তো জানেই না আমি কেন অফিসে নেই।

জনতা : পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুটিনবাড়ি চা বাগান এলাকা থেকে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন। অথচ সেই এলাকায় রক্তি নদীর ওপর সেতুটি ভেঙে গিয়েছে। সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করেননি কেন?

সভাপতি : আড়াই বছর হলে সভাপতির দায়িত্বে রয়েছি। এর মধ্যে দু'বার মহকুমা পরিষদে গিয়ে বলার পর তৃতীয়বার সভাধিপতি জানান যে পরিষদ থেকে সেতু করা যাবে না। নবান্নে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। দিদি (পড়ুন মুখ্যমন্ত্রী) চিন্তাভাবনা করে কিছু একটা করবেন।

জনতা : ব্লকজুড়ে সরকারি জমি, নদীর চর দখল হয়ে যাচ্ছে। সক্রিয় দালালচক্র। এর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

সভাপতি : দালালচক্র আছে ঠিকই। আমি সব এলাকা পরিদর্শন করেছি। যেমন চম্পাসারি, পাথরঘাটা, শিসাবাড়িতে সরকারি জমিতে বোর্ড লাগানো হয়েছে। বাকিটা বিডিও বলতে পারবেন।

জনতা : আইসিডিএস সেন্টারগুলোর অবস্থা বেহাল। এব্যাপারে আপনি কিছু করছেন না কেন?

সভাপতি : আমরা সেন্টারগুলো পরিদর্শন করেছি। ৭-৮টি সেন্টার এমন রয়েছে। সেগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে।

জনতা : বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার অবস্থা বেহাল। রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নেই কেন?

সভাপতি : এটা ঠিক যে অনেক রাস্তার অবস্থা খারাপ। আমার সাধ্যের মধ্যে যে রাস্তাগুলি ছিল সেগুলি মেরামত করেছি।

জনতা : সামান্য বৃষ্টি হলে বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

সভাপতি : যে যে এলাকায় জল জমে, সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের বলেছি সমস্যা মেটাতে। আমি নিজেও এলাকায় গিয়ে দেখে এসেছি।

জনতা : বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জমির পাট্টার জন্য আবেদন জানিয়েও পাচ্ছেন না। কেন?

সভাপতি : হ্যাঁ, প্রচুর পাট্টা দেওয়া বাকি রয়েছে। আমি বিএলএলআরও-কে বলেছি তাড়াতাড়ি পাট্টার ব্যবস্থা করতে।

একনজরে

ব্লক : মাটিগাড়া
আসন সংখ্যা : ১৫
মোট আয়তন : ১৪৩ বর্গ কিলোমিটার

পরীক্ষা না দিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে ছাত্রী

চোপড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মায়ের ওপর অভিমান করে সারাদিন না খেয়ে থাকা কিংবা আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যাওয়ার নজির রয়েছে বাংলায়। কিন্তু জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা না দেওয়ার ঘটনা কখনও ঘটেছে কি?

তেমনই এক ঘটনার সাক্ষী থাকল চোপড়া হাইস্কুল। ওই স্কুলে সিট পড়েছিল চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের এক ছাত্রীর। আগের সবক'টি পরীক্ষা দিলেও এদিন জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল সে। কৌতূহলবশত পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ওই ছাত্রীর বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে অভিভাবকরাও যেন আকাশ থেকে পড়েন। ছাত্রীর পরিবার জানায়, পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্যই মেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। এতে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে যান সকলে।

মায়ের ওপর অভিমান

তারপর চোপড়া থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন সবাই। পুলিশ খোঁজখবর নিয়ে শেষমেশ মেয়েটির হদিস পায় তারই এক আত্মীয়ের বাড়িতে। কিন্তু কেন? পরীক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, ভাত না খেয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে চেয়েছিল মেয়ে। মা তাতে কিছুটা বকাবকি করেন। আর এতেই অভিমান হয় ছাত্রীর। শেষমেশ জেদ বজায় রেখেই 'পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে যায় সে। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে সময় কাটায় মেয়েটি।

এরপর পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষ হতেই নিজে থেকে বাড়ি ফিরে আসে ওই ছাত্রী। পরীক্ষাকেন্দ্রের সুপারভাইজার তথা ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত বসাক বলেন, 'হঠাৎ এদিন ওই ছাত্রী না আসায় সন্দেহ হয়। বাড়িতে জানাই। প্রথমে তাঁরাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরে জানা গেল পুরো ব্যাপারটা।' মেয়েটি এভাবে অভিমান করে পরীক্ষা না দেওয়ায় এলাকায় বিষয়টি নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বুধবার। ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের লিউসিপাকড়ি সংলগ্ন মধুজোতে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ (২৫)।

পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। তরুণকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে।

রাস্তা মেরামত

নকশালবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ত্রিশ বছর পর রাস্তা মেরামত শুরু হল ভারত-নেপাল সীমান্তের ধিমাল গ্রামে। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই গ্রামের দেড় কিমি বেহাল রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের দাবি উঠছিল। অবশেষে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজ শুরু হল। বুধবার কাজের শিলান্যাস করেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এবং মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ।

বাড়তি নিরাপত্তা

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ খেলাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ বিশেষ নজরদারির পরিকল্পনা নিয়েছে। দু'দেশের বর্তমান পরিস্থিতির আঁচ যাতে কোনওভাবে শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় না পড়ে, তার জন্য বৃহস্পতিবার সকাল থেকে টহলদারি ভ্যানে বিশেষ সক্রিয়তার পাশাপাশি স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে পুলিশ মোতায়েনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'শুধু খেলা বলে নয়, স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে সবসময় আমাদের বিশেষ নজরদারি থাকে।'

গত এক বছরে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের সমীকরণ বদলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে কেন্দ্র করে নতুন সমীকরণের উত্তেজনা আলাদা মাত্রা তৈরি করেছে। ফেসবুকে ইতিমধ্যে দু'দেশের নাগরিকদের বাকযুদ্ধ চরম আকার নিয়েছে। কেউ ভারত বাংলাদেশকে হারালে চুল কাটার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, কেউ আবার সেই চ্যালেঞ্জের পালটা টিপ্পনী কাটছে।

এদিকে, ভেনাস মোড় সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহলদারি ভ্যান রাখা হবে। সেই সঙ্গে স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে আলাদা করে নজরদারি থাকবে। অন্যবারের তুলনায় এবারের ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের আমেজ অনেকটা আলাদা বলে দাবি শহরের ক্রিকেটপ্রেমী সাধারণ মানুষের। তবে নিয়মশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা যাতে না হয়, সেদিকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নজর থাকছে।

ইতিহাস পরীক্ষার পর হাসপাতালে মৃত্যু

বাণীব্রত চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা আর দেওয়া হল না অভিজিতের। বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ জলপাইগুড়ি বজরাপাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিজিৎ রায়ের মৃত্যু হল। মৃত্যুর খবর তার বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালামাটি বৈষ্ণবপাড়ায় পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। রামশাই গ্রামের চ্যাংমারি হরেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল সে। তার পরীক্ষার ভেনু ছিল আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুল। গত সোমবার সে শেষ ইতিহাস পরীক্ষা দিয়েছে। ভূগোল পরীক্ষা থেকেই সে আর ভেনুতে যেতে পারেনি।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার পর অভিজিতের পেটে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়। পরিবারের সদস্যরা রাত দশটা নাগাদ তাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সেখান থেকে নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল অভিজিৎকে।

জলপাইগুড়ি বজরাপাড়ার ওই নার্সিংহোমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ কমলেশ বিশ্বাস বলেন, 'অভিজিৎ পেরিটোনাইটিস-এ আক্রান্ত ছিল। তার খাদ্যনালি ফুটো হয়ে গিয়েছিল দু'একদিন আগেই। আমাদের এখানে মঙ্গলবার বিকেলে তাকে নিয়ে আসা হয়। আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সমস্ত কিছু জানিয়েই তাকে দ্রুত ওটিতে নিয়ে যাই। সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে তার অপারেশন হয়। এরপর তাকে আইসিইউ-তে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ভোর পাঁচটার পর থেকেই রোগীর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। সকাল ৭টা নাগাদ তার মৃত্যু হয়।'

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অভিজিতের মা ও আত্মীয়রা।

আমগুড়ি বাজার থেকে চোদ্দো কিলোমিটার দূরে বৈষ্ণবপাড়া গ্রামে অভিজিতের বাড়ি। এদিন দুপুরে সেখানে তার দেহ পৌঁছায়। বাড়িতে বাবা সদরু রায়, মা লিপিকাদেবী এবং দাদা পবিত রয়েছেন। দাদাই অভিজিৎকে মোটর সাইকেলে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যেতেন। পরীক্ষা শেষে ফের বাড়িতে নিয়ে আসতেন পবিত। অভিজিতের নিথর দেহ এদিন বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে। প্রতিবেশীরাও ভিড় জমান। সদরু বলেন, 'আগে কখনও অসুস্থতার কথা জানায়নি ছেলে। ইতিহাস পরীক্ষার পর বাড়িতে এসেই অসহ্য পেটের যন্ত্রণা হয়। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না।' ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ মা।

অভিজিতের মৃত্যুর খবর পৌঁছানোর পর এদিন চ্যাংমারি হরেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে শোকসভা করে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি দিগেন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।' ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসত অভিজিৎ। কাকা গদরু রায় বাড়ির সামনে জমিতে মাঠ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেখানেই পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে ক্রিকেট খেলত সে। কাকার বাড়ি পাশেই। শান্ত স্বভাবের অভিজিতের জনপ্রিয়তা ছিল পাড়ায়। অভিজিৎকে শেষবার দেখতে এদিন তার বন্ধুরাও ভিড় জমিয়েছিল।

'তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত'

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার, বসন্তের অলস দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল প্রায় ৩টে। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বাগডোগরা লাগোয়া বীরসিংজোতের নেপালিবস্তির বাসিন্দারা। আচমকাই হট্টগোল। এলাকায় 'বাঘ' ঢুকেছে। কিন্তু তা যে একেবারে শোবার ঘরে ঢুকে পড়বে, আঁচ করতে পারেননি গৃহস্থ বিবি থাপা। দরজা খুলে তাঁর মনে তখন যেন একটাই প্রশ্ন, 'তুমি যে এ ঘরে তা কে জানত'। প্রথমে 'বাঘমামা'কে দেখে গৃহস্থ সহ পড়শিদের কার্যত 'পায়ে পড়ার' অবস্থা। পরে তাঁরা বুঝতে পারেন সেটি একেবারে নিস্তেজ। বাঘটিও অবশ্য দক্ষিণরায় নয়, চিতাবাঘ। শেষ পর্যন্ত বনকর্মীদের জালে বুনোটি বন্দি হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

বুধবার বেলা ৩টে নাগাদ নেপালিবস্তিতে চিতাবাঘটিকে প্রথম দেখা যায়। প্রথমে বুনোটি গ্রামের এক ব্যক্তির রান্নাঘর, গোয়ালে ঢোকে। এরপর কোনও ফাঁকে সেটি বিবি থাপা নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে। গ্রামে 'বাঘ' ঢুকেছে, এ খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়ায়। কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায়, বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া, এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ, বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাড়া খেয়ে চিতাবাঘটি একটি ঝোঁপে আশ্রয় নেয়।

নেপালিবস্তিতে চিতাবাঘ ধরার আগে বনকর্মীদের প্রস্তুতি। বুধবার।

এডিএফও বলেন, 'চারপাশে লোকজন দেখে বুনোটি লুকিয়ে পড়ে। পরে সেটিকে আমরা জালবন্দি করি। তবে চিতাবাঘটি কারও কোনও ক্ষতি করেনি।' তাঁর সংযোজন, 'বুনোটিকে এদিন পর্যবেক্ষণের জন্য বাগডোগরা রেঞ্জে রাখা হবে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর ওপর মহলের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করব।' রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়ার বক্তব্য, 'মনে হচ্ছে, চিতাবাঘটি খুবই অসুস্থ। রাতেই চিকিৎসা করানো হবে।'

অন্যদিকে, ব্যাংডুবিতে অসুস্থ হস্তীশাবক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার সারাদিন বনের সংরক্ষিত এলাকায় খুঁজেও তার দেখা মেলেনি। বুধবার সকালে দেখা মিলতেই ওষুধ ও খাবার দেওয়া হয়েছে। এডিএফও বলেন, 'শাবকটির পায়ে সংক্রমণ ছিল। চিকিৎসায় সাড়া দিয়েছে।'

ধুন্ধুমার

মহাকুম্ভের অপমান, মাদ্রাসা বাজেট ও সরস্বতীপুজো নিয়ে রাজ্য সরকারের বাধার প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভা গেটে আচমকা বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এবিভিপি।

দময়ন্তীকে ছাড়

২০১৮ সালের ১৪ মে কাকদ্বীপে সিপিএম নেতা দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রীর খুনের মামলা থেকে আইপিএস আধিকারিক দময়ন্তী সেনকে অব্যাহতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

ঘাটালে বিপত্তি

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে দাসপুরকে ডোবানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সেখানকার চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ তুলে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে সর্বত্র তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে।

পরিবারের তিনজনের শিরাকাটা দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার সকালে ট্যাংরায় হাতের শিরাকাটা অবস্থায় এক পরিবারের দুই মহিলা এবং এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। আবার এদিনই ওই পরিবারের তিন তরুণ ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা মোড়ের কাছে মেট্রোর পিলারে গাড়ি নিয়ে ধাক্কা মারায় জখম হন। যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ দমন) রূপেশ কুমার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তাঁরা ৬ জনেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। মৃত মহিলাদের নাম রোমি দে ও সুদেষ্ণা দে। একজনের নাম জানা যায়নি। আহত দুই ভাইয়ের নাম প্রণয় দে ও প্রসূন দে। ইতিমধ্যেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ঘটনাস্থল ঘুরে এসেছেন। জখমরা সুস্থ হওয়ার পর পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।

বাকি ৩ সদস্য দুর্ঘটনায় জখম

যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বলেন, 'আর্থিক সমস্যার কারণেই পরিবারের সবাই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে মনে হলেও সেই দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' স্থানীয় সূত্রের খবর, পাওনাদার তাঁদের বাড়িতে এসে টাকার জন্য চাপ দেন। এই নিয়ে তাঁরা মানসিক চাপে ছিলেন। স্থানীয় কাউন্সিলার বলেন, 'ওই পরিবারকে আমি চিনতাম। তাঁদের চামড়ার ব্যবসা ছিল। অত্যন্ত ভদ্র পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করেন। তাঁদের কোনও আর্থিক সমস্যা আছে বলে আমার জানা নেই।' পুলিশ জানিয়েছে, আহতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের দুই মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। সেই কারণে তাঁরাও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পুলিশ প্রাথমিকভাবে জেনেছে, গাড়িতে তাঁদের সিট বেল্ট বাঁধা ছিল। কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তিনি সিট বেল্ট বাঁধবেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জীবিকার খোঁজে সন্তান ফেলে সুন্দরবন ত্যাগ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ভাঙাচোরা বাড়িটার দরজা খুলে সভয়ে বেরিয়ে এল শ্যামলী বাগদি। অচেনা লোক দেখে মলিন ছেঁড়া পোশাকের ওপর গামছাটা চাপিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে করতেই ওই কিশোরী প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বলুন?' বাড়িতে বড়রা কেউ নেই? করুণ মুখে শ্যামলী বাগদি (নাম পরিবর্তিত) জানাল, 'বড়রা তো কেউ এখানে থাকে না। সবাই থাকে দিল্লিতে। সেই যে ঝড়টা এল, তাতে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল। জমিতে আর ফসল হয় না। তাই ভাইকে নিয়ে বাবা-মা চলে গেল দিল্লিতে।' করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্যামলী বলে চলে, 'বাড়িতে আমি একাই থাকি। বছরে একবার সবাই আসে। মাসখানেক থাকে। তারপর আবার ফিরে যায়। আমি কত করে বলি, আমাকে নিয়ে যায় না।'

শ্যামলীর বাড়ি গোসাবায়। তবে শ্যামলীর কাহিনী কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোসাবা, পাথরপ্রতিমা সহ গোটা সুন্দরবনের 'কহানী ঘর ঘর কি'। সম্প্রতি সুন্দরবনের গোসাবা ও পাথরপ্রতিমায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ও শিশু সুরক্ষার ওপর তার প্রভাব' নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'তেরে দে হোমস'। সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক করুণ ছবি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনে একের পর এক আছড়ে পড়েছে 'সিডার', 'আয়লা', 'ফাইলিন', 'হুদহুদ', 'ফণী', 'বুলবুল', 'আমপান', 'ইয়াস'-এর মতো সুপার সাইক্লোন। ভয়ংকর ধ্বংসলীলার জেরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য। ভেঙেচুরে গিয়েছে সেখানকার অর্থনীতি-রুটিরুজি। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, এই ধ্বংসলীলার জেরে শয়ে-শয়ে মানুষ গত এক দশকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, মাত্র সাত শতাংশ পরিযায়ী মানুষ তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। বাকিরা গিয়েছেন তাদের ফেলে রেখেই। ৯০ শতাংশ বাসিন্দাই জানিয়েছেন, রুটিরুজির সন্ধানে সুন্দরবন ছেড়ে মানুষজন অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। বুধবার রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনাচক্রে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মহুয়া চট্টোপাধ্যায় জানালেন, এভাবে বহু বাবা-মা সুন্দরবনে ছেলেমেয়েদের রেখে ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র গিয়েছেন। সেই ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তারা। ওই আলোচনাচক্রে পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত ও সাংবাদিক কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও অংশ নেন। শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানান। কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী, প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক আলোচনায় অংশ নেন।

শংকরকে আর্জি মানসের

ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে দিল্লিতে দরবার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ভুটান থেকে আসা নদীই মূলত দায়ী। সেই কারণেই ভারত-ভুটান নদী কমিশন গড়া প্রয়োজন। বুধবার বিধানসভায় আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের এক প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। ভারত-ভুটান নদী কমিশন তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার জন্য এদিন বিজেপি বিধায়কদেরও আবেদন জানান মানসবাবু। দ্রুত যাতে এই কমিশন গঠনের পদক্ষেপ শুরু হয়, সেই কারণে খুব শীঘ্রই বিধানসভার একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল যাতে দিল্লিতে যায়, সেই অনুরোধও করেন তিনি। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ না করায় প্রতিনিধিদল পাঠানো যাচ্ছে না বলে সেচমন্ত্রী জানিয়েছেন। যদিও বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ তার বিরোধিতা করে বলেন, 'সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে যিনি বিজেপির তরফে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, সেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অনৈতিকভাবে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হলে তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারেন।'

> সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কাছে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শংকরবাবুরা এই নিয়ে আর কোনও উদ্যোগ নেননি। প্রতিনিধিদলে বিজেপির কে কে থাকবেন, তা ওঁরা জানাননি।
>
> **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**

যদিও শংকরবাবুর সাসপেনশন সংক্রান্ত বক্তব্য বিধানসভার কার্যবিবরণীতে না রাখার নির্দেশ দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শংকর ঘোষের উদ্দেশে বিমানবাবু বলেন, 'সাসপেনশন প্রত্যাহারের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে আবেদন করতে বলুন।' এদিন বিধানসভায় রাজ্যের নদীভাঙন নিয়ে বিধায়কদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন ফালাকাটা ব্লকের গোয়াবরনগর পঞ্চায়েতের প্রমোদনগর এলাকায় ডুডুয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, জানতে চান। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠন নিয়ে বিধানসভায় সিদ্ধান্ত হলেও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এখনও দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানো গেল না।' মানসবাবু বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন খুবই প্রয়োজন। তাহলে উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হবে। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করব।'

বিধানসভায় তখন শোভনদেববাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কাছে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শংকরবাবুরা এই নিয়ে আর কোনও উদ্যোগ নেননি। প্রতিনিধিদলে বিজেপির কে কে থাকবেন, তা ওঁরা জানাননি।' তখন শংকরবাবু বলেন, 'এই ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীই নিতে পারেন।' শোভনদেববাবু এর বিরোধিতা করে বলেন, 'আপনি কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছেন। উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া দুই দেশের মধ্যে এই কমিশন গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা সহযোগিতা করছেন না। আপনারা এগিয়ে আসুন।' তবে প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়করা থাকবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি শংকর ঘোষ। শোভনদেববাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই বিজেপি বিধায়করা কক্ষত্যাগ করেন।

দক্ষ সংগঠক খুঁজছে সিপিএম

তরুণ মুখ আনার ভাবনা নয়া কমিটিতে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন। সেখানেই নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা নিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখছে আলিমুদ্দিন। সিপিএমের সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়টি দলের অন্দরেই চর্চিত। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের নিজস্ব সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের জায়গা দেওয়ার বিষয়েই চিন্তাভাবনা করছেন শীর্ষ নেতারা। রাজ্য কমিটিতে নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধন, অভিজ্ঞতা ও দক্ষ সংগঠকের নিরিখে সদস্যদের ঠাঁই দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। যাঁরা দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনবরত কাজ করে চলেছেন, অথচ রাজ্য কমিটিতে নেই, তেমন একাধিক তরুণ মুখ যুক্ত করার চিন্তাভাবনা করছে আলিমুদ্দিন।

সিপিএমের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য কমিটিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৭২ বছর। ন্যূনতম ২৫ বছর হলে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়। এবার বয়সের কারণে বেশ কয়েকজন নেতা রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন। সেই স্থানে নতুন সদস্যদের রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত, ডিওয়াইএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিমঘ্নরাজ ভট্টাচার্য, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-কে রাজ্য কমিটিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আগের তুলনায় এবছর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাই দলের অন্দরে চর্চা চলছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন এই রাজ্য কমিটির ভিতই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তাই যাঁদের সংগঠনে জোর রয়েছে অর্থাৎ নিজস্ব এলাকাভিত্তিক সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে এবং মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারবেন, তাঁদেরই রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে। আগেই রাজ্য কমিটিতে সৃজন ভট্টাচার্য, প্রতীকউর রহমান, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সায়নদীপ মিত্রর মতো তরুণ মুখেদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। দলের শীর্ষনেতাদের গুডবুকে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা নির্ধারণ করেই জায়গা দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

সিপিএমের বিভিন্ন খসড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে তারা নির্বাচনি সমঝোতায় যেতে আর রাজি নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের দিক থেকেও সেই সদিচ্ছা নেই। ফলে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হলে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে একক শক্তিতে লড়তে হবে সিপিএমকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লড়াই চতুর্মুখী হতে পারে। তাই অন্তত কয়েকটি স্থানে তাদের ভোট শতাংশ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন সাংগঠনিক শক্তির। তাই দলীয় নেতারা মনে করছেন, যে নেতা জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত থাকবেন এবং কোন স্থানে মূল প্রতিপক্ষ কে তা চিহ্নিত করে সংগঠন শক্তিশালী করতে জোর দিতে পারবেন, এমন সদস্যদেরই বেছে নেওয়া হবে। সিপিএমের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে লড়াই করার সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে। তাই দক্ষ সংগঠক প্রয়োজন। তরুণদের এগিয়ে আনলেই তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়বে।'

লক্ষ্য ভোট

- এবার বয়সের কারণে বেশ কয়েকজন নেতা রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন
- যাঁদের নিজস্ব এলাকাভিত্তিক সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে তাঁদেরই রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে
- দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত প্রমুখকে রাজ্য কমিটিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা

আজ টিভিতে

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন বিকেল ৫.৫৫ **রমেডি নাউ**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ হীরক জয়ন্তী, ১০.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১০.৩০ যুদ্ধ, ১.০০ স্বপ্নের দিন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.০০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ সত্য মিথ্যা, রাত ১০.০০ স্বপ্ন, ১২.৩০ পাকা দেখা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ গুরু, বিকেল ৪.৪৫ সংঘর্ষ, রাত ৮.০০ লভ এক্সপ্রেস, ১০.৫৫ ঘাতক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, দুপুর ২.০২ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৩ দ্য রিটার্ন অফ রাজু, সন্ধে ৭.৩০ তুম্বাড়, রাত ৯.২৭ স্পাইডার

জি সিনেমা : দুপুর ২.৪৭ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৯ পিগুম, রাত ৮.৫৫ হিম্মতওর, ১১.৫১ মধুরা রাজা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৯ চলো দিল্লি, দুপুর ১.১১ শুভ মঙ্গল সাবধান, ২.৫৫ লভ হস্টেল, বিকেল ৪.৩২ মিলি, সন্ধে ৬.৪০ উরি- দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ৯.০০ বস্তর-দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ হোটেল মুম্বই

লভ এক্সপ্রেস রাত ৮.০০ **জলসা মুভিজ**

গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি দুপুর ২.৪৭ **জি সিনেমা**

শুভ মঙ্গল সাবধান দুপুর ১.১১ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

রমেডি নাউ : সকাল ৯.৪০ রুলস ডোন্ট অ্যাপ্লাই, বিকেল ৪.২৫ পেনেলোপ, ৫.৫৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, সন্ধে ৭.৪০ ব্রেকিং আপ, রাত ৯.০০ সিক্স ডেজ, সেভেন নাইটস

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.১০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ, বিকেল ৩.৫৫ আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ৫.২০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, সন্ধে ৬.৫০ রকি-ফোর, রাত ৮.৪৫ ডাই অ্যানাদার ডে, ১০.৫০ রেসিডেন্ট ইভিল

ইনসাইড : দ্য মহাকুম্ভ বিকেল ৫.৩০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলোধোনা আদালতের

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্যের পর শিক্ষা। এবার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এভাবে কড়া পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা করেছিলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। তিনি বলেন, 'কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না? শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের এবার কিছু করা দরকার'।

বহু বেসরকারি স্কুলে ফি বৃদ্ধি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। এদিন এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিকভাবে ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বেসরকারি স্কুলের ওপর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটা হতে পারে না। রাজ্য অর্থ বরাদ্দ করে না বলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।' বিচারপতি বলেন, 'সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না। কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না? সেখানকার পুরো মেকানিজম দেখা উচিত। কেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এটা নিয়ে ভাবছেন না? রাজ্য বিল এনে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' অথথা ফি বৃদ্ধি নিয়ে বিচারপতি বলেন, 'ঘোড়া বা উটের দৌড় শেখানো হলেও একটা সাধারণ ফি রাখা উচিত। অনেক স্কুলে এটা বাড়তি আয়ের জায়গা। রাজ্য চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না।'

আজকের দিনে শিকাগো ধর্মমহাসভা থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার উদযাপনে শিয়ালদা থেকে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত র‍্যালির আয়োজনে রামকৃষ্ণ মিশন। ছবি : আবির চৌধুরী

ইমারতি দ্রব্যে নজরদারির নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি বছরে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে বলেও এবারের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে উপভোক্তারা যাতে ইমারতি দ্রব্য কেনার সময় সমস্যায় না পড়েন, সেদিকে নজর রাখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে প্রায় সকলেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ইমারতি দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে পারেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের এই উদ্দেশ্য যাতে সফল না হয়, সেদিকে প্রশাসনের কর্তাদের এখন থেকেই নজর রাখতে হবে। ব্লক স্তরে বিডিওরা মনিটরিং করবেন। সার্বিকভাবে জেলা শাসকরা পুরো বিষয়টি দেখবেন।'

সহপাঠীর ঘুসিতে মৃত্যু ছাত্রের

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ছয় মাস আগে মেয়েকে হারিয়েছিলেন। এবার ছেলের মৃত্যুতে কোল খালি হল বাবা-মায়ের। সহপাঠীর মারে হুগলির চাপদানি আর্য বিদ্যাপীঠ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র অভিনব জালানের মৃত্যু হয়। বুধবার দুপুর ১টায় স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা তৈরি হয়। শেষে তা হাতাহাতিতে পৌঁছোলে অভিনবকে বুকে ঘুসি মারে আর এক সহপাঠী। তারপরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অভিনব। তাকে শিক্ষক ও স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্কুল চত্বরে ঘটনার পর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছে তার পরিবার। অভিযুক্ত সহপাঠীকে আটক করেছে পুলিশ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তিনি অন্য স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান। মৃতের বাবার প্রশ্ন, শিক্ষকরা ওইসময় কোথায় ছিলেন?

ক্লাস নিতে দায়িত্ব শোভনদেবকে

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় নব্য বিধায়করা যাতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতে পারেন, তার জন্য বাজেট অধিবেশন শেষে রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেবে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের পরিষদীয় বৈঠকে নতুন বিধায়কদের বিধানসভায় আরও বেশি প্রশ্ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে সরকারপক্ষ বিব্রত হবে এমন প্রশ্ন যাতে বিধায়করা না করেন, সেই সতর্কতাও দিয়েছেন মমতা। এই ব্যাপারে বিধায়কদের রীতিমতো ক্লাস করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের পরিষদীয় দল।

ইতিমধ্যেই দলের নতুন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ টোপ্পো, মোশারফ হোসেন, সুকান্ত পাল সহ কয়েকজন বিধায়ক রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তব্য রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্যের প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর আগে এই বিধায়কদের আরও পরিষদীয় রাজনীতি নিয়ে শিক্ষা দিতে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। শোভনদেববাবু বলেন, 'বিধায়করা তাঁদের এলাকার সমস্যার কথা বিধানসভায় তুলে ধরবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা পরিষদীয় রাজনীতিতে নতুন এসেছেন, তাঁরা সব শিখে এসেছেন, এটা বলা যায় না। এই কারণে পরিষদীয় রাজনীতির খুঁটিনাটি তাঁদের শেখানো হবে যাতে আগামীদিনে তাঁরা তাঁদের এলাকার সমস্যা আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে পারেন।'

তবে অদিতি মুন্সি, লাভলি মৈত্রর মতো কয়েকজন বিধায়ক বিধানসভায় নিয়মিত হাজির হলেও তাঁরা সেভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন না। তাঁরা যাতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন, সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। তাঁদের কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে শোভনদেবের পাশাপাশি সিনিয়ার বিধায়কদের থেকে পরামর্শ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। প্রেমে শুভ। বৃষ : দিনের শুরুতে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। মিথুন : অপরিচিত কোনও লোকের মিষ্টি কথায় ভুলে টাকাপয়সা দেবেন না। বাড়ি, কেনাবেচা নিয়ে মিমাংস হতে পারে। কর্কট : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। সিংহ : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। জটিল কোনও কাজে বন্ধুর সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণে সক্ষম হবেন। আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। তুলা : কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পড়ুয়াদের বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। ধনু : আর্থিক কোনও প্রলোভনে পা দেবেন না। ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। মকর : ব্যবসাক্ষেত্রে আজ অভূতপূর্ব সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : স্ত্রীর সহযোগিতায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পারেন। তাড়াহুড়োয় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। মীন : বাড়ির কোনও বিষয় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৭ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন বদি অধিক, ২১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১২, অঃ ৫।৩১। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী প্রাতঃ ৬।৪৯। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১০।৫৪। ধ্রুবযোগ দিবা ৯।২৮। ববকরণ প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৩৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১০।৫৪ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৫৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৪১ গতে ৫।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫১ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৫৪ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দিবা ৯।২৮ মধ্যে পুনঃ দিবা ১১।৫২ গতে ২।৪১ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান পুণ্যাহ বৃক্ষাধিরোপণ, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দিবা ৯।২৮ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।৫২ গতে ২।৪১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- সন্ধ্যা ৫।৩১ গতে রাত্রি ৯।১৯ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।২৬ গতে ১১।৫১ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১।২৭ গতে শেষরাত্রি ৬।১১ মধ্যে বৃশ্চিক ধনু মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও শাকাষ্টকাশ্রাদ্ধ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ ফাল্গুন ১৪৩১

ধর্মের কল

স্বাধীনতার পর থেকে অন্য রাজ্যে যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম বা জাতপাত কখনও রাজনীতিতে তেমন অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। বরং এ রাজ্যে মতাদর্শভিত্তিক রাজনীতির চর্চাই ছিল বেশিদিন। সে বামপন্থী বা অতিবামপন্থী, মধ্যপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থী যাই মতাদর্শ হোক না কেন। ভোটাররাও তাতে প্রভাবিত হয়েছেন এবং মতাদর্শকে সমর্থনের ভিত্তিতে ভোট দিয়েছেন।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সবথেকে বেশি আলোচনায় থাকত। মতাদর্শ নির্ভর রাজনীতির পরিবেশ ও চর্চা ছিল বলেই বাঙালি ভোটারদের সম্পর্কে রাজনীতি সচেতন শব্দবন্ধটি বহুল ব্যবহৃত হত। সেই বাঙালির রাজনৈতিক চর্চা যে অনেকটাই বদলে গিয়েছে, তার যেন সদ্য স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়।

রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একের পর এক অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নিজের হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ পরিচয়কে হাতিয়ার করেছেন, তাতে পরিষ্কার, ধর্মের কল বাংলাতেও নড়তে শুরু করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে গোবলয়ের ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণ আকছার হয়ে থাকে।

বিজেপি এবং আরএসএসের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলার নামে কংগ্রেস ও 'ইন্ডিয়া' জোটের কয়েকটি দলের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের পাশাপাশি নরম হিন্দুত্বের তাস খেলা ইদানীং আকছার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও মেরুকরণ মাথাচাড়া দিয়েছে গত এক দশক ধরে। কিন্তু কখনও তা মাত্রা ছাড়ায়নি। বিধানসভায় সদ্য মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কিন্তু বাংলার আকাশেও মেরুকরণের কালো মেঘ ঘনীভূত হওয়ার বার্তা স্পষ্ট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার লক্ষ্যে বলেছেন, তিনি সব ধর্মকে সম্মান করেন। বিজেপি বরং রাজনীতির নামে ধর্মকে বিক্রি করছে বলে তিনি তোপ দেগেছেন। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে মৃত্যুকুম্ভ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। বিজেপির সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগের জবাবে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির, তারাপীঠে সংস্কার, দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাটে স্কাইওয়াকের মতো হিন্দু ধর্মীয় স্থানে উন্নয়নের ফিরিস্তিতে তাঁরও হিন্দুত্বের বার্তা ফুটে উঠেছে।

তাঁর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক রয়েছে বলে শুভেন্দুর অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নালিশ জানাবেন বলেছেন। বিরোধীরা অভিযোগটি প্রমাণ করতে পারলে তিনি একদিনে মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। মমতার পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণের সিংহভাগ জুড়ে শুধুই ধর্ম। তাঁর অভিযোগ, তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে হিন্দুসমাজকে অপমান করার অভিযোগ তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে হিন্দু ধর্মের কথার প্রাধান্যে তিনি বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন বলে বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে সেই মেরুকরণেরই প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পরিমণ্ডলে এই ধর্মীয় মেরুকরণে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালি নাগরিক সমাজ সিঁদুরে মেঘ দেখছে। বিজেপি, আরএসএস বুক ঠুকে হিন্দুত্বের রাজনীতি করে। সারা দেশেই তাদের ফর্মুলাটা মোটের ওপর একরকম।

রাজ্যভেদে কিছু অদলবদল থাকলেও হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিজেপি ও আরএসএসের অবস্থান অভিন্ন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রায়ই বলেন, দেশে দুটি বিচারধারার লড়াই চলছে- একদিকে আরএসএসের মতাদর্শ, অন্যদিকে কংগ্রেসের মতাদর্শ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা ক্রমশ কমছে।

'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সংহত করার ঘোষণা নিয়ে। তৃণমূল সেই জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীও ধর্মের আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিলেন। পারিবারিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা ও অনুশীলন প্রকৃত রাজধর্ম পালন হতে পারত। বদলে শুভেন্দুর দাবিমতো তিনি বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেললে আখেরে ধর্মের রাজনীতির কারবারিদেরই লাভ।

বাঙালির কাছে ধর্ম বা জাতপাতের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল বাঙালি জাতিসত্তা। সেই জাত্যভিমানের বদলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ঠাঁই অনাকাঙ্ক্ষিত।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

বাংলা ভাষা, বঙ্কিম এবং রাজনারায়ণ

ভাষা দিবসের মুখে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত অনেকে। মিশ্র সংস্কৃতির জাতি বাঙালির আত্মমর্যাদা ফেরাতেই হবে

ইমানুল হক

১

একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার অর্থনীতিকে। অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার সংস্কৃতিকে। সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার শিক্ষাকে। শিক্ষাকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার ভাষাকে। ভাষাকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার আত্মমর্যাদাবোধকে। আর জাতিকে জাগাতে হলে জাগাতে হয় তার আত্মমর্যাদাবোধকে। আত্মমর্যাদা জাগলে বিকশিত হয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি। আর এ সবের পরিণতি জাতির নব-উজ্জীবন।

একটা ধারণা বহুলপ্রচলিত, বাঙালি জাতি ভীতু। কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলে? বাঙালি কি সত্যিই ভীতু? বাঙালির কোনও গৌরবজনক ইতিহাস নেই? ইংরেজ না এলে কি তার উন্নতি হত না? উনিশ শতক কি বাঙালির সর্বস্ব, না সর্বনাশ? এমন বহু কথা উঠে আসে বহু আড্ডা আলোচনা তর্কে। বাংলা, বাঙালি, বাঙালির জাতিসত্তা নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব জরুরি। বাঙালি কি চিরকাল শুধু চিন্তা করেছে চাকরির?

বাঙালি চিরকালই ভেতো। কিন্তু শুধু ভাত সে খেত না। ১১৭৬-এর ইংরেজ সৃষ্ট মন্বন্তর, বাণিজ্য ও কারিগরি ব্যবস্থানির্ভর এবং ৬০টি পণ্য রপ্তানিকারক জাতিকে আমদানিকারক জাতিতে রূপান্তরিত করেছে শোষক ও লুণ্ঠক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়লে দেখা যায় বাঙালি প্রচুর মাছ-মাংস খেত। যে জাতি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী জাতি, ১৭৫৭-য় পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত যাদের জিডিপি ছয় শতাংশ, সমগ্র ইউরোপের দ্বিগুণ, তার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে ও তাকে গরিব বানিয়ে ভাত নির্ভর করল। লবণ পর্যন্ত কেড়ে নিল।

শরীর রক্ষার্থে প্রোটিনের অভাবে শুধু ভাত সম্বল হল। আর বাংলার এক লাখ পাঠশালাকে ধ্বংস করে, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিনষ্ট করে চাকর তৈরির জ্ঞান দিয়ে কিছু স্কুলে বানাল সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। বাংলার পুরোনো জমিদারদের ধ্বংস করল। লাখেরাজ অর্থাৎ করহীন সম্পত্তি ছিল বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। সেখান থেকে পাঠশালা মক্তব ইত্যাদি এক লাখ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলত। তাকে ধ্বংস করল। কলকাতায় থিতু হওয়া বণিক ও শিল্পোদ্যোগীদের উদ্যোগকে পেছন থেকে ছুরি মেরে জমিদারিতে টাকা ঢালতে বাধ্য করল।

কলকাতায় হাটখোলার দত্ত বাড়ি বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মতো বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ছেলে মাসে লাখ লাখ টাকা আয়ের বাণিজ্য ছেড়ে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের আইসিএস হতে ছুটল। উদাহরণ- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমেশচন্দ্র দত্ত। এরপর আরও কম বেতনের চাকরিতে গেলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়ে উঠল বাঙালির মোক্ষলাভের ঠিকানা। ব্যবসা, শিল্প বাঙালির দ্বারা হবে না এই কথা আওড়াতে আওড়াতে একটা সমৃদ্ধ বণিক জাতি চাকরিলোভী অনুকম্পাপ্রত্যাশী ভীতু হয়ে দাঁড়াল।

২

বাঙালি কিন্তু কোনওকালে ভীতু ছিল না। বাঙালি বীর ও বণিক জাতি ছিল। শুধু কৃষি নয়, কুটির ও গ্রামীণ এবং স্বর্ণ ও বস্ত্র শিল্পে এক দক্ষ জাতি। পৃথিবীতে তুলোর পোশাকের অগ্রদূত প্রাচীন বঙ্গবাসী। সমুদ্রযাত্রায় অসামান্য পারদর্শী। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাসে একথা বলা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, চাণক্য এবং ওভিদের রচনায়, গ্রিক ঐতিহাসিক প্লিনি, মেগাস্থিনিসদের বিবরণে তার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ পুরাণ 'মহাবংশ'-য় আছে বাংলার সিংহগড় (অধুনা সিঙ্গুর)-এর সন্তান বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনী। শুশুনিয়া লিপিতে মেলে ইতিহাস। বঙ্গ সন্তান মহাপদ্মনন্দ-র ক্ষত্রিয় নিধন ও শৌর্য-র সাক্ষ্যবাহী ইতিহাস।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং বাঙ্গালীর কলংকের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কলংক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ ২৯২)

বঙ্কিম আরও লিখেছেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, (মেকলের) কথাটা কতকটা সত্য বলিয়া বোধহয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।'

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কলংক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ- ২৯১)

৩

বাঙালি সম্পর্কে আরও একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে, বাঙালি খানার আগে, লড়াইয়ের পিছে। সেটাও সত্য নয়। তাই মধুসূদন বাঙালিকে জাগাতে 'মেঘনাদকাব্য' শুরুই করেন, 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু'-- এই পংক্তি দিয়ে। এবং ভগ্নদূত মকরাক্ষ বলে, ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি, রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা। 'এই পিঠে অস্ত্রলেখা বাঙালি ঐতিহ্য ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের লাগাতার প্রচারণায় এই খারাপ জিনিস শিখেছে মধ্যবিত্ত বাঙালি।'

অবশ্য বাঙালি কোথায়? চারপাশে কাঙালির ভিড়।

৪

উনিশ শতকে বাঙালিকে ভাগ করা হয়েছে হিন্দু মুসলমানে। ইংরেজরা প্রদেশ দখলকারী। শোষক ও লুণ্ঠক। তা ভোলাতে এদেশে এসে এদেশের একজন হয়ে ওঠা এবং ভারতকে পৃথিবীর সমৃদ্ধির শিখরে তোলা মোগলদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে গল্প উপন্যাস নাটক রচনার শুরু এই উনিশ শতকে। মোগল ভারতের জিডিপি ছিল ২৫-২৭ শতাংশ। গোটা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এবং সমগ্র ইউরোপের নয়গুণের বেশি। মোগল সম্রাট বাবর দিল্লি জয় করেছিলেন, একজন মুসলিম সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে। সেই ইতিহাস ভুলিয়ে সবাইকে এক বন্ধনীতে ফেলে দেওয়া হল। এবং বলা হতে লাগল- মুসলমান রাজত্ব ছিল অভিশাপ। ইংরেজরা তা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'জিনিস ভেজাল করা কেবল ইংরাজী আমলে দৃষ্ট হইতেছে, মুসলমানদিগের আমলে এরূপ ছিল না। আমাদিগের বর্তমান রাজপুরুষদিগের আমলে সকলেতেই ভেজাল, সকলেতেই খাদ, সকলই গিলটি। মানুষেতেও ভেজাল, মানুষেতেও খাদ, মানুষও গিলটি।'

(রাজনারায়ণ বসু , সে কাল আর এ কাল, পৃ ৩৮)

তিনি ভারতীয়দের কীভাবে মানসিকভাবে পঙ্গু ও দুর্বল করা হল তার কথাও লিখেছেন- 'এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না। লোকের দুর্ভাবনা বৃদ্ধি যে তাহদের আয়ু ও শারীরিক বলবীর্য ক্ষয়ের প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' (রাজনারায়ণ বসু, সে কাল আর এ কাল, ১৪০৪, পৃ ৪১)

৫

স্বাধীনতা আনার জন্য সবচেয়ে বেশি লড়েছিল বাঙালি ও পঞ্জাবিরা। এই দুই প্রদেশেই ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭-এ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লাগিয়ে দেশভাগের নামে বাংলা এবং পঞ্জাব ভাগ হল। এবং স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে বাঙালি এবং পঞ্জাবিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তান বানানোর জন্য উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাঙালি জাতি। হিন্দু মুসলিম মিলিতভাবেই। তাঁরা তো মিশ্র সংস্কৃতির সন্তান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই- পরিণতি পেল, বাংলা ভাষার রাষ্ট্র গড়ে। লাখ লাখ শহিদের রক্তে। আজ দক্ষিণ এশিয়াজুড়েই উগ্র মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপাদাপি। নজরুলের কথা মনে পড়ে, আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?

মনে রাখতে হবে, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

এটাই এবারের একুশের ডাক। এবং একুশের প্রত্যয়ী আহ্বান।

(লেখক অধ্যাপক ও সমাজকর্মী)

আজ

১৯৫০

স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসু আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৮৬

বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীহাররঞ্জন গুপ্তর প্রয়াণ আজকের দিনে।

আলোচিত

ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে কখনোই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। আমি দেখছি, উনি রাশিয়ার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কথা বলে যাচ্ছেন। ভাষণ দিচ্ছেন। আমরা চাই না, এসব মিথ্যে নিয়ে মোদি কিংবা ট্রাম্প আমাদের সাথে কথা বলুক।

- ভোলোদোমির জেলেনস্কি

ভাইরাল/১

বয়স হয়তো ৯০ পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বিয়ের অনুষ্ঠানে ভাংরা নেচে সবার কাছ থেকে অভিনন্দন কুড়িয়েছেন। পঞ্জাবি হিট গান ঢোল জাগিরো গেয়েই তিনি মাতিয়ে দেন। নেটিজেনদের অনেকেই মুগ্ধ।

ভাইরাল/২

এক আমেরিকান মহিলা কোরিয়ান গান শুনতে শুনতেই ফেসবুকে বন্ধু পান এক কোরিয়ানকে। কোরিয়ান গান তাঁকে টানে সে দেশে। বিমানে আসার পথে এক কোরিয়ান তরুণের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। তার পর কিন্তু আসল বন্ধুকে খুঁজে পাননি।

জনমন
জনমত

মানুষ এখন আর অন্যের সুখে সুখী হয় না

'মানুষ বড় একলা, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও' - কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার এই লাইন আজ বড় প্রাসঙ্গিক। বাইরে আমরা যতই সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য হয়ে হাজারখানেক, নিদেনপক্ষে শ-খানেক বন্ধুর সঙ্গে যুক্ত থাকি না কেন, অন্তরে মানুষ দিন-দিন আরও বেশি একা হয়ে যাচ্ছে।

তাই ইদানীং নানা মোটিভেশনাল ভিডিওয় বলা হচ্ছে, 'সবার আগে নিজেকে খুশি রাখো। তুমি নিজে ভালো থাকলে তারপর বাকি সবকিছু।' শব্দগুলিকে যার যেমন খুশি বিশ্লেষণ করে, যার যে পথে গতি সে সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে আত্মমগ্নতা, আত্মসুখের প্রবণতা বাড়ছে। অন্যের সুখে সুখী হওয়ার বা আরেকজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ থেকে লক্ষ্য যোজন দূরে চলে যাচ্ছে আজকের মানুষ। এক জীবনে সব পাওয়ার ইচ্ছায় সঙ্গী বদল তো বর্তমানে ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। অন্তত সেলেব্রিটিদের একাংশের দয়ায় তো কে কার বৌ ছিল, আজ কে কার স্বামী বা সঙ্গী, রীতিমতো লিখে না রাখলে বলা মুশকিল। কিন্তু একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী থাকাটা জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি।

সম্প্রতি একটা বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে এক দম্পতিকে দেখলাম, যাঁরা তাঁদের সবটুকু দিয়ে সন্তানকে দামি স্কুলে পড়াচ্ছেন। কিন্তু নিম্নবিত্ত স্বল্পশিক্ষিত দম্পতি অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে সবার পিছনে জড়োসড়ো হয়ে দুজন দুজনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'সামনে চেয়ার ফাঁকা আছে বসুন' বলাতে কেউ কাউকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে রাজি হলেন না। শেষে দুজনকে পাশাপাশি জায়গা করে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করলাম। শিলিগুড়ির রাস্তায় দৃষ্টিহীন লটারি টিকিট বিক্রেতা ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে দেখেননি এমন কেউ আছেন কি না সন্দেহ। জীবনযুদ্ধে একে অপরের সঙ্গী তাঁরা। সম্পর্কের ভাটার শোষণের কালে দৃষ্টান্ত হোক এই মানুষগুলিই। কবি শঙ্খ ঘোষের কথায়, 'আয় আরো হাতে হাত রেখে, আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।'

শুভশ্রী ব্যানার্জি, সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামও ঊর্ধ্বমুখী

আমি ও আমার স্ত্রী নিজেদের প্রয়োজনে বহু বছর আগে সরকারি ইনসুরেন্স সংস্থায় কম খরচে মেডিক্লেম পলিসি করিয়েছিলাম। কিন্তু রাজ্যের বাইরে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ক্লেম পেতে সমস্যা হওয়ায় পরবর্তীতে পলিসি বেসরকারি সংস্থায় শিফট করে নিই। সমস্যা হল, যেখানে ২০২২ সালে দুজনের প্রিমিয়াম ছিল ৩৩,৫৪৩ টাকা, সেখানে ২০২৩ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৫৬,৮৭৩ টাকায় এবং ২০২৪ সালে এসে প্রায় একই থাকে অর্থাৎ ৫৬,৮৭০ টাকা।

আমি বহু বছর বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলাম। আমার স্ত্রী গৃহবধূ। আমাদের কোনও পেনশন নেই। এই দুর্মূল্যের বাজারে এত টাকা প্রিমিয়াম বছরের পর বছর দেব কী করে? অনেক আশায় ছিলাম, এবারের বাজেটে এই বিষয়ে ইতিবাচক কিছু শুনব। কিন্তু সে গুড়ে বালি। আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অবসরপ্রাপ্তদের কথা ভেবে এর একটা বিহিত হোক সেই আর্জি রইল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলা সাহিত্যে রূপকথার রাজ্যে উত্থানপতন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথার গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন মোড় এনেছিল।

তন্ময় দেব

'রাজার ঘরে যে ধন আছে / টুনির ঘরেও সে ধন আছে!' – আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে টুনটুনির বইতে লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শুধু তাই নয়, বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। এই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।'

উপেন্দ্রকিশোরের কথা থেকেই প্রমাণ হয়, বাংলার ঘরে ঘরে এককালে শিশুতোষ কল্পকাহিনী ও লোকসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা রূপকথার কীরকম রমরমা ছিল। তাছাড়া সত্যিই তো বলেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, 'বড় মজা, বড় মজা / রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!' শৈশবে এইরকম বাক্যবন্ধ একবার যে শুনেছে, সে কি আর সারাজীবনে তা ভুলতে পারে?

বাংলা-রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক ছিলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। তিনি ১৮৭৫ সালে Folk Tales of Bengal নামে বাংলা রূপকথার একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ডালিমকুমার, রাক্ষস-খোক্কস, ব্রহ্মদৈত্য - রূপকথার চিরায়ত চরিত্রগুলো হারিয়ে যাওয়ার আগেই নিজের সংকলনে তাদের লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। এরপর ১৮৯৬ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ক্ষীরের পুতুল' ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বাংলা সাহিত্যে রূপকথার বিকাশের পথ আরও খানিকটা সুগম করেন। পাশাপাশি ১৮৯৬ সালেই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ'। সুবিশাল মহাকাব্যকে সহজ সরল ভাষায় শিশুপাঠ্য হিসেবে পেশ করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন শিশুসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুকুমার রায়ের পিতা।

এদিকে, বাংলা-রূপকথার জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারও একে একে প্রকাশ করতে শুরু করলেন বিভিন্ন কালজয়ী গ্রন্থ ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭), ঠাকুরদার ঝুলি (১৯১০), ঠানদিদির থলে (১৯১১)। তাছাড়া পঞ্চতন্ত্র, জাতক ইত্যাদির বাংলা অনুবাদ তো ছিলই। এককথায় বঙ্গদেশে আছড়ে পড়ে রূপকথার ঢেউ। রাতের বেলায় কুপিবাতির নীচে কিংবা জ্যোৎস্নায় ভরে থাকা বারান্দায় মায়ের কোলে মাথা রেখে শিশুরা শুনত সোনারকাঠি-রূপোরকাঠি, লালকমল-নীলকমল, দৈত্য-দানব, রাজা-রানী, কথা বলা পশুপাখিদের গল্প।

সাধারণ দৃষ্টিতে রূপকথাকে ছেলেভোলানো কাহিনী মনে হলেও তাতে নিহিত থাকে জীবনদর্শন, ব্যবহারিক শিক্ষা ও নানারকমের নীতিকথা, কিন্তু বর্তমান যুগে সেই রূপকথার ভাণ্ডারে হঠাৎ করেই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। রূপকথার চর্চা কিংবা রচনা, সবেতেই যেন ভাটার টান। ওয়েব পত্রিকা 'ম্যাজিক ল্যাম্প' বাদে পূজাবার্ষিকীগুলোতেও রূপকথার গল্পের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

পাশাপাশি বিভিন্ন বইমেলায় প্রকাশিত হাজারো বইয়ের ভিড়ে রূপকথা বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অনুষ্ঠিত জেলা বইমেলায় গিয়ে দেখেছি রূপকথা নিয়ে শিশুকিশোরদের মধ্যে আগ্রহ একেবারে প্রায় তলানিতে। এর কারণ কি ডিজিটাল যুগের পাঠকের কল্পনার জগতের প্রতি অনীহা? তাই যদি হয়, তবে গেম অফ থ্রোনস কিংবা হ্যারি পটার নিয়ে বঙ্গবাসীর এত উন্মাদনা কেন? রূপকথা মানেই শিশুসাহিত্য- বাংলার পাঠক কি এই যুক্তি আর মানতে চাইছেন না?

ভাষা দিবসের আগে সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে বাংলা ভাষায় পুনরুজ্জীবিত করতে লেখক, পাঠক, প্রকাশক সকলকেই নতুন করে ভাবতে হবে। দেখতে হবে কোনওভাবেই যেন অবহেলার জাঁতাকলে রূপকথার প্রাণভোমরার মৃত্যু না ঘটে।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৭০

পাশাপাশি : ১। যে অস্ত্রের টংকার ধ্বনি শোনা যায় ৩। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা ৪। গগনে চরে বেড়ায় যে প্রাণী ৫। যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছে ৭। প্রাণের বন্ধু ১০। হাতে বাঁধা সুতো ১২। লিখে রাখা হিসেব ১৪। সুন্দর অখাদ্য ফল ১৫। বুলি আওড়ায় যে পাখি ১৬। দাবি করার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়া।

উপর-নীচ : ১। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ২। ছন্দ মিলিয়ে লেখা স্তবক ৩। খারাপ সংসর্গ জনিত চরিত্রদোষ ৬। অন্যের বশবর্তিতা বা পরাধীনতা ৮। কোনও কারণ নেই ৯। অতিরিক্ত অন্তরঙ্গ ১১। অল্প জায়গায় অনেকের স্থান সংকুলান ১৩। একটি টক ফলের নাম।

সমাধান ■ ৪০৬৯

পাশাপাশি : ২। ছাত্রাবাস ৫। পারদ ৬। হাড়হাভাতে ৮। হবু ৯। আম ১১। কালাপাহাড় ১৩। উলেমা ১৪। সমতল

উপর-নীচ : ১। অপারগ ২। ছাদ ৩। বাদাড় ৪। সলতে ৬। হাবু ৭। হারেম ৮। হড়পা ৯। আড় ১০। ঝকমারি ১১। কাঠিম ১২। হারাম ১৩। উল।

ভালো খবর

এক ভদ্রমহিলা এক কিশোরকে ডুবে যেতে দেখছিলেন। অনেক চেষ্টা করে তাঁকে বাঁচান। ৬৪ বছর পর তাঁর সঙ্গে সেই ছেলেটির দেখা হল। সেই কিশোর এখন প্রৌঢ়। ভদ্রমহিলাও নব্বই পেরিয়ে গিয়েছেন। দেখা হওয়ার পর দুজনের কেউই আর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। চোখের জলে ভেসে যান দুজনে।

‘সংগমের জল পানযোগ্য’

কেন্দ্রের রিপোর্টই খারিজ যোগীর

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে ত্রিবেণি সংগমের জলের দূষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকে খারিজ করে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, সংগমের জল শুধু স্নানের নয়, পানেরও যোগ্য। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে উত্তরপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের রিপোর্টকে হাতিয়ার করেছেন যোগী। কেন্দ্রের রিপোর্টে ত্রিবেণি সংগমে গঙ্গার জল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাতে ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ হু হু করে বেড়েছে। রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, কোটি কোটি মানুষের স্নানের ফলে ওই জলে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিরোধী সপা ওই রিপোর্টকে সামনে রেখে যোগী সরকারকে নিশানা করে।

> কুম্ভের জল এতটাই পরিষ্কার যে, সেটা পান করা যেতে পারে। বিরোধীরা মহাকুম্ভের বদনাম করার চেষ্টা করছে। কুম্ভের জলে স্নান করা পুরোপুরি সুরক্ষিত। এই জল পানেরও যোগ্য।
>
> **যোগী আদিত্যনাথ**

তার জবাবে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, ‘কুম্ভের জল এতটাই পরিষ্কার যে সেটা পান করা যেতে পারে। বিরোধীরা মহাকুম্ভকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। কুম্ভের জলে স্নান করা পুরোপুরি সুরক্ষিত। এই জল পানেরও যোগ্য।’ বিরোধীদের বিঁধে যোগীর তোপ, ‘এখনও পর্যন্ত ৫৬.২৫ কোটি মানুষ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন। মিথ্যে খবর ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থ সেই ৫৬ কোটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে খেলা করা। সনাতন ধর্ম এবং হিন্দুদের বিশ্বাসে আঘাত করা।’

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব মহাকুম্ভকে ফালতু বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই বক্তব্যের সমালোচনা করে যোগী বলেন, ‘সপা সভাপতি বলেছিলেন, মহাকুম্ভের জন্য টাকা খরচ করার কী দরকার আছে। লালুপ্রসাদ যাদব কুম্ভকে ফালতু বলেছিলেন। সপার অপর শরিক মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছেন। সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত কোনও আয়োজন করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাদের সরকার এই অপরাধ বারবার করবে।’

বিতর্ক যতই থাকুক, ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নানের জন্য পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। বুধবার প্রয়াগরাজে।

মহিলা মুখেই আস্থা রাখল বিজেপি

রাজধানীতে মুকুট রেখার

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিজেপির বিরুদ্ধে মহিলাদের অসম্মান করার অভিযোগে সুর চড়িয়েছিল আপ। বুধবার দীর্ঘ টালবাহানা শেষে সেই মহিলা মুখের ওপরই আস্থা রাখল পদ্মশিবির। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশীর উত্তরসূরি হিসেবে শালিমারবাগের প্রথমবারের বিধায়ক রেখা গুপ্তাকেই বেছে নিল বিজেপি। এদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁর নামে সিলমোহর দেওয়া হয়। ওই বৈঠকের জন্য বিজেপি রবিশংকর প্রসাদ এবং ওমপ্রকাশ ধনকরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিল। নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলে শেষমেশ রেখা গুপ্তাকে বেছে নেওয়া হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেল দেশ। দীর্ঘ ২৭ বছর পর দিল্লিতে এবার জয়ী হয়েছে বিজেপি। ১৯৯৮ সালে শেষবার দিল্লিতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রয়াত সুষমা স্বরাজ।

রেখার উত্তরণে বিজেপি আরও একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। সাড়ে ১০ বছরের নরেন্দ্র মোদির জমানায় এতদিন কোনও বিজেপি বা এনডিএ শাসিত রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী করা হয়নি। মহিলাদের ক্ষমতায়নে এবার ভোটপ্রচারে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। তার মধ্যে প্রতিমাসে গরিব পরিবারের মহিলাদের ২৫০০ টাকা, গর্ভবতী মহিলাদের ২১ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা এবং গরিব পরিবারের মহিলাদের ৫০০ টাকার এলপিজি গ্যাস এবং হোলি ও দীপাবলিতে একটি করে গ্যাস বিনামূল্যে দেওয়ার কথা বলেছিল বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিজেপির এই প্রতিশ্রুতিগুলির ফলে মহিলাদের বিপুল ভোট গেরুয়া শিবিরের অনুকূলে এসেছে এবার। মহিলা মুখের পাশাপাশি দিল্লির প্রভাবশালী বানিয়া সম্প্রদায়কে কাছে টানতেও রেখা গুপ্তাকে বেছে নিয়েছে বিজেপি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁর নাম ঘোষণার পর দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রেখা গুপ্তা। অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী তাঁর উত্তরসূরিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছেন, ‘দিল্লি এবং দিল্লিবাসীর উন্নয়নে রেখা গুপ্তা যখনই চাইবেন তখনই আমাদের সাহায্য পাবেন। আমরা আশা করি, বিজেপি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলি তারা পালন করবে।’ নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ‘দিল্লির উন্নয়নে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।’ তবে যাঁকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে উঠেছিল সেই নয়াদিল্লি আসনে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হারানো পরবেশ সাহিব সিং ভার্মাকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি, শা প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দানে বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন রেখা গুপ্তা। সেই অনুষ্ঠানের জন্য এলাহি আয়োজনও সেরে ফেলা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, শিল্পপতি, স্বঘোষিত ধর্মগুরু, সেলেব্রিটি সহ একাধিক ভিভিআইপির পাশাপাশি দিল্লির ঝুপড়িবাসী, রিকশাচালকদেরও অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

কে রেখা গুপ্তা

বয়স : ৫০

বিধানসভা কেন্দ্র
শালিমারবাগ

রাজনীতিতে যোগ
১৯৯২-তে এবিভিপি সদস্য হিসাবে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১৯৯৬-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভানেত্রী। ২০০৭-এ পুরভোটে জয়। দিল্লি বিজেপির মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কাজই পরিচয় স্লোগান ছিল তাঁর।

মাস্ককে পাশে নিয়ে দাবি ট্রাম্পের

পারস্পরিক কর থেকে রেহাই পাবে না ভারত

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা সফর শেষ করে সদ্য দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেনা-পাওনা, দরকষাকষির নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর সদ্যসমাপ্ত সফর যথেষ্ট সফল বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ এবং শাসক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক শিবির। তবে মঙ্গলবার ফক্স নিউজের শন হ্যানিটির সঙ্গে এক কথোপকথনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ইস্যুতে যে মন্তব্য করেছেন তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

মোদির ওয়াশিংটন সফরের ঠিক আগে পারস্পরিক কর আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এদিনের সাক্ষাৎকারে সেই প্রসঙ্গে ভারতের উল্লেখ করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানান, পারস্পরিক কর ব্যবস্থা থেকে ভারত কোনওভাবে রেহাই পাবে না। ভারতে আমেরিকার রপ্তানি করা জিনিসের ওপর যে হারে কর বসানো হয় আমেরিকায় আমদানি করা ভারতীয় পণ্যের ওপরেও একই হারে কর চাপাবে তাঁর সরকার। এ ব্যাপারে কেউ তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে পারবে না জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘গতকাল প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলেছি আমরা পারস্পরিক কর আরোপ করতে চলেছি। আপনি অভিযোগ করবেন। আমিও অভিযোগ করব।’ ট্রাম্প জানান, তাঁর কথার জবাবে মোদি বলেছেন, ‘না, আমি এই ধরনের দোষারোপ পছন্দ করি না।’ ভারতে চড়া আমদানি করের কথা বলতে গিয়ে গাড়ি শিল্পের কথা বলেছেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ভারতে বিদেশি গাড়ির ওপর বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর চাপানো হয়। যা প্রায় ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।’ ট্রাম্পের কথার রেশ ধরে এলন মাস্ক বলেন, ‘হ্যাঁ। ওখানে বিদেশি গাড়ির ওপর করের হার ১০০ শতাংশ।’ ট্রাম্পের বক্তব্য, ভারতে আমদানি করের বর্তমান হার এতটাই বেশি যে ওখানে কারখানা তৈরি না করলে কোনও জিনিস বিক্রি করা লাভজনক হয় না। এটিকে মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে ‘অন্যায়’ বলে মনে করেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্ক।

> প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলেছি, আমরা পারস্পরিক কর আরোপ করতে চলেছি। আপনি অভিযোগ করবেন। আমিও অভিযোগ করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
> *প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা*

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির অবস্থান কী হবে তা জানতে চেয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পদক্ষেপ জিএসটির অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ট্রাম্পের ‘নয়াদিল্লির ভালো বন্ধু’ (মোদি) কি মার্কিন সরকারের নয়া কর নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন?’ কেন্দ্রকে জিএসটি কাঠামোয় সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা।

এদিকে ভারতে ভোটদানে উৎসাহ বাড়াতে আমেরিকার বরাদ্দ বন্ধ নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। বলেন, ‘আমরা কেন ভারতকে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার দেব? ওদের তো অনেক টাকা। আমাদের কাছ থেকে ওরা অনেক কর নেয়। ওখানে করের হার এত বেশি যে আমরা ঠিক মতো ব্যবসা করতে পারি না।’

বাস থেকে নামিয়ে গুলি, হত ৭

ইসলামাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাস থেকে নামিয়ে যাত্রীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে পরপর গুলি। পাকিস্তানের বালুচিস্তানে সাত বাসযাত্রীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল বন্দুকবাজের দল।

সরকারি আধিকারিক সাদাত হোসেন জানান, বাসটি বালুচিস্তানের ওপর দিয়ে পঞ্জাব প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়েই বন্দুকবাজের দল বাসটিকে মাঝরাস্তায় দাঁড় করায়। এরপর যাত্রীদের এক এক করে বাস থেকে নামিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয়। তারপরেই গুলি করে খুন করা হয় সাতজনকে। হোসেন বলেন, ‘ওই সাতজন পঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে খুন করা হয়েছে।’

পঞ্জাব প্রদেশ থেকে আসা শ্রমিকদের ওপরেও প্রায়ই হামলার ঘটনা ঘটে। যদিও সাত যাত্রীকে গুলি করে খুনের ঘটনার দায় এখনও কেউ নেয়নি। তবে ওই এলাকায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ‘বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি’ (বিএলএ)।

কাশ্মীরিকে র‍্যাগিং

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কাশ্মীরের এক ছাত্রকে নৃশংসভাবে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। কর্ণাটকের বিজয়পুরার ঘটনা। নিগৃহীত ছাত্রের নাম হামিম। বিজয়পুরের একটি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএসের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়াটি জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, মঙ্গলবার কলেজ ক্যাম্পাসে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন সিনিয়ার ছাত্ররা তাঁকে নৃশংসভাবে র‍্যাগিং করেছে। তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

পদপিষ্ট রেলকে তোপ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অতিরিক্ত যাত্রীবহনের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রেল কেন অতিরিক্ত টিকিট বিক্রির ঝুঁকি নিল? নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় বুধবার কেন্দ্র ও ভারতীয় রেলকে কড়া ভাষায় এই প্রশ্নই করেছে শীর্ষ আদালত। গত সপ্তাহে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর এদিন সরকার ও রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও গেডেলার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রেলের কাছে জবাব চেয়ে বলেছে, ‘রেল আইনের ১৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কামরায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর সীমা নির্ধারণ করতে হয় এবং তা অমান্য করলে ছয় মাসের জেল ও ১,০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এই নিয়ম যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে দিল্লি স্টেশনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কেন অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করা হল? আপনারা কি মনে করেন না, এটাই আসল সমস্যা!’

সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য বলেছে, ‘উৎসবের দিন বা ভিড়ের সময় কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ সময়ে অনুমোদিত আসনের চেয়ে বেশি যাত্রী নেওয়া রেলের অবহেলারই প্রমাণ।’

> রেল আইনের ১৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কামরায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর সীমা নির্ধারণ করতে হয় এবং তা অমান্য করলে ছয় মাসের জেল ও ১,০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এই নিয়ম যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে দিল্লি স্টেশনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কেন অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করা হল? আপনারা কি মনে করেন না, এটাই আসল সমস্যা!
>
> **ডিকে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও**
> *(সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি)*

রেল পুলিশ ফোর্সের (আরপিএফ) প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিপুল সংখ্যক যাত্রী রাত ১০টার পর স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিবগঙ্গা ও মগধ এক্সপ্রেস ছাড়ার পর প্ল্যাটফর্ম ১৪ ও ১৫-তে হাজারো মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। তখনই শোনা যায়, প্রয়াগরাজগামী একটি বিশেষ ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ১৬ থেকে ছাড়বে। এই ঘোষণার পর হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে রেলমন্ত্রক এই ঘটনায় শেষ মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের দাবি উড়িয়ে প্রচারটিকে ‘ভুল ও বিভ্রান্তিকর’ বলে দাবি করেছে। রেল এও জানিয়েছে, পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব উচ্চপর্যায়ের কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। আরপিএফ কোনও তদন্ত করেনি বা করছেও না।

বুধবার আদালতে তীব্র সমালোচনার মুখে রেলের তরফে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতের নির্দেশ মেনে নেন এবং জানান, রেল বোর্ড পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। পরবর্তী শুনানি ২৬ মার্চ হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

বেকসুর সস্ত্রীক সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কর্ণাটকে জমি বণ্টন দুর্নীতি মামলা থেকে রেহাই পেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তাঁর স্ত্রী সহ অন্য তিন অভিযুক্তকেও বুধবার ক্লিনচিট দিয়েছে সে রাজ্যের লোকায়ুক্ত। মাইসুরু নগরোন্নয়ন নিগমের (মুডা) জমি বণ্টনের দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল তাঁদের। তদন্তে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া এবং তাঁর সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন লঙ্ঘনের কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তদন্তে অপর্যাপ্ত প্রমাণের কথা উল্লেখ করে লোকায়ুক্তের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘অভিযোগগুলি মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির এবং ফৌজদারি মামলার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নেই।’

ক্ষতিপূরণ

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পঁচিশ মিনিট বিজ্ঞাপন দেখিয়ে সময় নষ্ট করানোর জন্য পিভিআর-আইনক্স-এর বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা ঠুকেছিলেন অভিষেক এমআর নামে বেঙ্গালুরুর এক দর্শক। সিনেমাহল কর্তৃপক্ষকে ৬৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর ৫০ হাজার টাকা অভিযোগকারীর সময় নষ্ট করার জন্য, মানসিক যন্ত্রণাবাদ পাঁচ হাজার টাকা ও অভিযোগ দায়ের করার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।

মৃত আইনজীবী

হায়দরাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক আইনজীবীর। মৃত আইনজীবীর নাম পিভি রাও (৬৬)।

সিইসি নিয়োগ শুনানি পিছোল এক মাস

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এবং নির্বাচন কমিশনার (ইসি) নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির মামলা পিছিয়ে গেল। বুধবার বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ওই মামলার শুনানি একমাস পিছিয়ে দিল। ১৯ মার্চ ওই শুনানি হবে। ২০২৩ সালে নতুন আইন তৈরি করে কেন্দ্র। তাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে যে সিইসি, ইসি নিয়োগ কমিটি তৈরি করা হয় তাতে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ রাখা হয়েছিল। সেই কমিটি গঠন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার রাজীব কুমার অবসর নেন। তাঁর জায়গায় নতুন সিইসি হিসেবে নিয়োগ করা হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ঘনিষ্ঠ জ্ঞানেশ কুমারকে।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগেই নতুন সিইসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জ্ঞানেশ কুমার। তিনি বলেন, ‘দেশ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হল ভোট দেওয়া। তাই ভারতের প্রত্যেক নাগরিক যাঁরা ১৮ বছর পূর্ণ করেছেন তাঁদের অবশ্যই ভোটার হওয়া উচিত এবং ভোট দেওয়া দরকার। নির্বাচন কমিশন সবসময় ভোটারদের সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে।’ জ্ঞানেশ কুমারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নতুন ইসি হয়েছেন বিবেক যোশি। হরিয়ানা ক্যাডারের এই আইএএস-কে সোমবার নিয়োগ করা হয়।

দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজের অফিসে হাসিমুখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

দায়িত্ব নিলেন জ্ঞানেশ কুমার

এদিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারী এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, এই মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই মামলার শুনানিতে বেশি সময় নেওয়া উচিত নয়। তাঁর সাফ কথা, সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলার মধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারকে সিইসি পদে এবং বিবেক যোশিকে ইসি পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

এই ইস্যুতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত ২০২৩ সালের আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কমিটি গঠন করা হয়েছে, তা বাতিল করা উচিত।’

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন ভুবনেশ্বরের দুই অধ্যাপিকা

ক্যাম্পাসে ফিরতে ভয় নেপালি পড়ুয়াদের

ভুবনেশ্বর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : নেপাল থেকে আসা ছাত্রী প্রকৃতি লামসালের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রবল চাপের মুখে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজি (কেআইআইটি)। প্রাথমিকভাবে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভকারী নেপালি পড়ুয়াদের সাসপেন্ড করে কড়া হাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওডিশার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নেপাল ও ভারত সরকার বিষয়টিতে জড়িয়ে যাওয়ায় সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

নেপালি পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়া পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। এদিকে একই অভিযোগে কেআইআইটির ৫ কর্মী ও আধিকারিককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁরা হলেন মানবসম্পদ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শিবানন্দ মিশ্র, এইচআর প্রতাপকুমার চামুপতি, হস্টেলের পরিচালক সুধীরকুমার রথ, দুই নিরাপত্তারক্ষী রমাকান্ত নায়েক এবং যোগেন্দ্র বেহারা। তাঁদের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছে। সকলের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে নেপালি পড়ুয়াদের হস্টেলে ফেরানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

নেপালি ছাত্রছাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, যেভাবে তাঁদের ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, সেখানে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। প্রীতি নামে এক নেপালি ছাত্রী বলেন, ‘কোনও দোষ ছাড়াই আমাদের হস্টেল খালি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। নেপালের ছাত্ররা প্রকৃতির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদনকে (তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকের ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ) উপেক্ষা করেছিল। হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘সোমবার আমাদের জোর করে বাসে তুলে রেলস্টেশনের কাছে এমন এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে কোনও দোকান বা জল ছিল না। আমাদের দোষ কী? এখন ওঁরা (কেআইআইটির ডিন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা) আমাদের ফিরে যেতে বলছেন। কেউ কি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারেন?’

এদিকে নেপালি ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় লখনউয়ের এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই তরুণের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে। তরুণীর বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত ছবি ছিল তরুণের কাছে। সেগুলি নিয়ে তরুণীকে ব্যাকমেল করত সে। অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রকৃতির দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। নেপালে তাঁর শেষকৃত্য হওয়ার কথা।

সোমবার নেপালি পড়ুয়াদের বিক্ষোভের সময় কেআইআইটির ২ শিক্ষিকার মন্তব্যের জেরে সমাজমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এদিন ক্ষমা চেয়ে ভিডিও পোস্ট করেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে একজন কেআইআইটির গার্লস হস্টেলের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপিকা জয়ন্তী নাথ বলেছেন, ‘আমি কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য কিছু বলিনি। কারও অনুভূতিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে থাকলে দুঃখিত।’ পাশাপাশি নেপালি পড়ুয়ারা সেদিন ভারতকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও দরিদ্র বলে কটাক্ষ করছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অপর অধ্যাপিকা মঞ্জুসা পান্ডে বলেন, ‘আমার মন্তব্য নেপালি পড়ুয়া বা নেপালের জনগণকে আঘাত দিয়ে থাকলে দুঃখিত। আমার মন্তব্যের সঙ্গে কেআইআইটির কোনও সম্পর্ক নেই।’

উচ্চমাধ্যমিক রসায়নে প্রস্তুতি

ডঃ আশুতোষ দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক
আমবাড়ি ধনীরাম উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

1. প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে বেছে নিয়ে উত্তরপত্রে লেখো : **প্রশ্নমান 1**

(i) অধিশোষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক?

(a) সর্বদাই তাপমোচী, (b) সর্বদাই তাপশোষী, (c) হয় তাপমোচী অথবা তাপশোষী, (d) তাপমোচী বা তাপশোষী কোনওটিই নয়।

(ii) প্রদত্ত কোন ক্ষারকটি DNA-তে থাকে না? (a) ইউরাসিল, (b) থাইমিন, (c) গুয়ানিন, (d) সাইটোসিন।

(iii) পলিএস্টার পলিমারের উদাহরণ হল (a) টেরিলিন, (b) নাইলন, (c) রবার, (d) ব্যাকেলাইট।

(iv) প্রদত্ত কোনটি অ্যান্টিবায়োটিক? (a) মরফিন, (b) বেনড্রিল, (c) অ্যামক্সিসিলিন, (d) অ্যাসপিরিন।

(v) ডিটারজেন্ট জামাকাপড় পরিষ্কার করে-

(a) আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে, (b) মাইসেল গঠন করে, (c) লবণ উৎপন্ন করে, (d) অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

(vi) আলোক সক্রিয়তা দেখায় না (a) আসপারটিক অ্যাসিড (b) লাইসিন (c) সিসটিন (d) গ্লাইসিন

(vii) প্রোটিনের আর্দ্র বিশ্লেষণে প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা হল – (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 35

(viii) ইনসুলিন হল – (a) একটি অ্যামিনো অ্যাসিড (b) একটি প্রোটিন (c) একটি কার্বোহাইড্রেট (d) একটি লিপিড

(IX) আল্কিক মাধ্যমে অ্যানিলিন ক্লোরোফর্মের সঙ্গে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন করে -

(a) ফিনাইল সায়ানাইড (b) ফিনাইল সায়ানেট (c) ফিনাইল আইসোসায়ানাইড, (d) ফিনাইল আইসো সায়ানেট

(x) নাইলনের উদাহরণ - (a) পলিস্যাকারাইড (b) পলিএমাইড (c) পলিথিন (d) পলিস্টার

(XI) হীরের কেলাসের প্রতি একক কোষে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা - (a) 1 (b) 4 (c) 8 (d) 6

(XII) নীচের কোন কোনটি কৃত্রিম মিষ্টিকারক পদার্থ --(a) সুক্রোজ (b) ল্যাকটোজ (c) সুক্রালোজ (d) সেলুলোজ

(XIII) সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট নিম্নলিখিত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?

(a) অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (b) বেদনানাশক (c) প্রশান্তিকারক ক (d) খাদ্য সংরক্ষক

(XIV) নীচের কোন যৌগগুলি KCN-এর সঙ্গে সহজেই বিক্রিয়া করে- (a) ইথাইল ক্লোরাইড (b) ক্লোরোবেঞ্জিন (c) ফিনাইল ক্লোরাইড (d) বেঞ্জালডিহাইড

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 2**

(i) উদাহরণ সহ দ্রাবক-বিদ্বেষী কোলয়েড কাকে বলে লেখো।

অথবা, টিন্ডাল ক্রিয়ার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো।

(ii) প্রথম সন্ধিগত শ্রেণির মৌলগুলির পারমাণবিক আকার পর্যায় বরাবর কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

অথবা, ল্যান্থানাইড মৌলগুলির সাধারণ ইলেক্ট্রন-বিন্যাস লেখো।

(iii) একটি প্রশান্তক

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

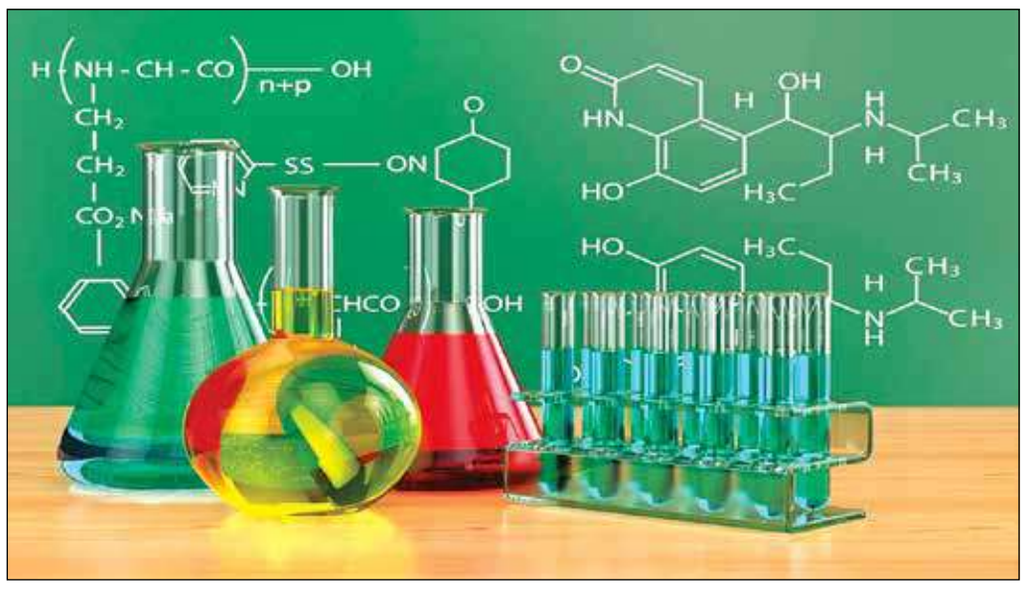

(tranquilizer)-এর উদাহরণ দাও।

(iv) 1 মোল ইলেক্ট্রনের আধানের মান কত কুলম্ব?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 2**

(i) সংরক্ষক কোলয়েড কী? একটি উদাহরণ দাও।

(ii) দ্বিলবন ও জটিল লবণের দুটি পার্থক্য লেখো।

(iii) আন্তঃহ্যালোজেন ব্যবহারের সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো।

(iv) ফ্লুরিনকে সুপার হ্যালোজেন বলা হয় কেন?

(v) DNA ও RNA-এর দুটি পার্থক্য লেখো।

(vi) হিমাঙ্ক রোধক দ্রবণ কাকে বলে? অভিস্রবণের একটি প্রয়োগ লেখো।

(vii) আদর্শ দ্রবণ ও অনাদর্শ দ্রবণের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

(viii) সূক্ষ্মভাবে চূর্ণীকৃত নিকেল (Ni) অধিশোষকরূপে বেশি কার্যকরী কেন – কারণ ব্যাখ্যা করো।

(ix) উৎসেচক অনুঘটনের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

(x) নাইলন -6, 6-এ 6, 6-এর তাৎপর্য কী ?

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 3**

(xi) জৈববিয়োজনক্ষম (Biodegradable) পলিমার কী? একটি উদাহরণ দাও।

(xii) তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহৃত তড়িৎবিশ্লেষ্যের সংযুক্তি লেখো। দুটি তড়িৎদ্বারে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি লেখো।

(xiii) হিমাটাইট থেকে আয়রন নিষ্কাশনে বিগালক হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়? আয়রন নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আয়রন পাইরাইটস উপযুক্ত আকরিক নয়- কারণ ব্যাখ্যা করো।

(xiv) d-ব্লক মৌলগুলি অনেকগুলি জারণ অবস্থা দেখালেও f-ব্লক মৌলগুলির ক্ষেত্রে এমন হয় না কেন? 3d- সন্ধিগত শ্রেণিতে কেন্দ্রকের আধান বাড়ার সঙ্গে আবরণী প্রভাব কীভাবে পরিবর্তিত হয়।

(xv) একটি উদাহরণ সহযোগে দেখাও, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কীভাবে ফ্রেয়ন ওজনকে বিয়োজিত করে?

(xvi) ফেনলের জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী হলেও ইথানলের জলীয় দ্রবণ প্রশম কেন ব্যাখ্যা করো। ফেনলকে কীভাবে অ্যানিসোলে রূপান্তরিত করা যায়?

(xvii) গ্লাইকোজেন কী? হরমোন কী? একটি উদাহরণ দাও।

5. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 3**

(i) হার সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে দেখাও যে, একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। কোনও বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তির তাৎপর্য কী? কোনও বিক্রিয়ার গড় ও তাৎক্ষণিক হারের পার্থক্য বিবৃত করো।

(ii) একটি রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে পার্থক্য নিরূপণ করো :

(a) ফর্মিক অ্যাসিড ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

(b) ফেনল ও বেঞ্জাইল অ্যালকোহল।

(c) টলুইন থেকে বেঞ্জোয়িক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করো।

(iii) কোনও প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার হার, হার ধ্রুবক ও অর্ধায়ুর সংজ্ঞা দাও। এদের এককগুলোর উল্লেখ করো।

পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

Unit 8: পরমাণু ও নিউক্লিয়াস

১. হাইড্রোজেন পরমাণু সংক্রান্ত বোরের স্বীকার্যগুলি লেখো। বোরের তত্ত্বের দুটি ত্রুটি লেখো।

২. ডি-ব্রগলি প্রকল্পের সাহায্যে বোরের কোয়ান্টাম শর্তটি প্রতিষ্ঠা করো।

বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য প্রয়োগ করে n-তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো।

৩. হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনও একটি শক্তিস্তরে ইলেক্ট্রনের মোট শক্তি -3.4 eV। ওই শক্তিস্তরের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কত?

বামার শ্রেণির দীর্ঘতম ও হ্রস্বতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করো।

৪. নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি ও বন্ধনশক্তি কাকে বলে? নিউক্লীয় বন্ধনশক্তি ও ভরত্রুটির মধ্যে সম্পর্ক কী?

৫. মোজলের সূত্রটি বিবৃত করো। রশ্মি বর্ণালির চূড়ার উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করো।

৬. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ X-রশ্মি ও নিরবচ্ছিন্ন X-রশ্মি বর্ণালির ক্ষেত্রে তীব্রতার সঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৭. বৈশিষ্ট্যমূলক X-রশ্মি বর্ণালি গঠিত হয় কীভাবে?

৮. তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু ও বিঘটন ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

৯. তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1590 বছর। যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 1 g হয়,তবে কত বছর পরে মৌলটির ভর 0.01 g হ্রাস পাবে?

১০. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্রটি বিবৃত করো।

একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 2 h । যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 32 g হয়,তবে 10 h পরে কতটা মৌল অবশিষ্ট থাকবে ?

Unit 9: বৈদ্যুতিন যন্ত্রসমূহ

১. p-টাইপ ও n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে সংখ্যাগুরু আধান বাহক কারা ?

২. অর্ধপরিবাহী ডায়োডের সম্মুখ বায়াস ও বিপরীত বায়াসের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমূলক লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৩. একটি p-n সংযোগ ডায়োডযুক্ত পূর্ণতরঙ্গ (অথবা অর্ধতরঙ্গ) একমুখীকারকের বর্তনী চিত্র অঙ্কন করো। এর ইনপুট ও আউটপুট তরঙ্গরূপ চিত্র এঁকে দেখাও।

৪. ফটোডায়োড কী? এর কার্যনীতি বৈশিষ্ট্য লেখসহ আলোচনা করো। ফোটোডায়োড বিপরীত বায়াসে কাজ করে কেন?

৫. জেনার ডায়োড কী ? এই ডায়োডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার উল্লেখ করো। জেনার ডায়োড কীভাবে রোধের প্রান্তে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে বর্তনী চিত্রসহ তা ব্যাখ্যা করো।

৬. সাধারণ নিঃসারক বিন্যাসে একটি ট্রানজিস্টারের ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৭. একটি ট্রানজিস্টারকে কীভাবে সুইচ হিসাবে ব্যবহার করবে?

৮. NOT গেট কী? এর প্রতীক চিহ্ন ও ট্রুথ টেবিল দেখাও।

৯. AND গেটের লজিক চিহ্ন আঁকো। এর ট্রুথ টেবিল লেখো। p-n সংযোগ ডায়োড ব্যবহার করে কীভাবে AND গেট তৈরি করা হয় তার চিত্র দাও।

১০. NOR গেট ও NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন?

Unit 10: সঞ্চার ব্যবস্থা

১. মডিউলেশন গুণাঙ্ক কী? একে মডিউলেটেড তরঙ্গের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভোল্টেজ দ্বারা প্রকাশ করো।

২. বেশি দূরবর্তী স্থানে TV সম্প্রচারে উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় কেন?

৩. 100 MHz কম্পাঙ্কে অর্ধ তরঙ্গ দ্বিমেরু অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য বের করো।

৪. অ্যান্টেনার ন্যূনতম দৈর্ঘ্য কত হলে 10 MHz কম্পাঙ্কের বেতারতরঙ্গের সম্প্রচার সম্ভব?

৫. বাহক তরঙ্গের পটিবেধ বলতে কী বোঝো?

৬. কোনও বার্তা সরাসরি সম্প্রচার না করে একটি বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় কেন?

৭. সঞ্চার ব্যবস্থার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো।

৮. মোডেম কী? এটি কীভাবে কাজ করে ?

৯. বাহক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক $3x10^8$ Hz হলে দ্বিমেরু অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য কত হবে?

১০. ডিমডিউলেশন বলতে কী বোঝায়? ব্লক চিত্রের মাধ্যমে ডিমডিউলেশন পদ্ধতিটি দেখাও।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : হারিয়ে যাচ্ছে নদী! তোমার এলাকায় নদীর প্রবাহমানতা ঠিক রাখতে কীভাবে সবার চেষ্টা করা উচিত বলে তুমি মনে করো।

তিতলি সাহা
দ্বিতীয় বর্ষ, মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি আমাদের দেশ নদীমাতৃক। এখানে আছে অনেক ছোট, বড় নদী। এই নদীর জল পানের জন্য, কৃষিকাজের জন্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং আরও বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। এমনকি এই নদীপথ ধরে জলযানের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াও যায়।

বইপত্রে আমরা নদীকে কত সুন্দর বর্ণিত দেখি 'দু'দিক সবুজে ভরা, মাঝে স্বচ্ছ জলে বয়ে চলেছে নদী। তাতে দিনে দেখা যায় মাছের আনাগোনা, আর রাতে আকাশের ছায়াছবি।' তবে আসলেই কি তা দেখতে পাই?

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মহানন্দা নদীতে ভেসে যাচ্ছে শত শত প্লাস্টিক, জলের বোতল, থার্মোকিলের টুকরো, ব্যাগ, বস্তা আরও কত কী! সেদিন সবাই বন্ধুরা মিলে পিকনিকে গেলাম নাম না জানা ছোট এক নদীর পাড়ে। শুনেছিলাম নদী পেরোলেই দেখতে পাব ছোট্ট পাহাড়। নদী পার হতে গিয়ে দেখলাম জলে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজছে না। আশপাশের লোকালয় থেকে জানলাম গত ৩-৪ বছর এই নদীতে জলই নেই। সেদিন নিজে চোখে দেখলাম বাড়ি তৈরির জন্য এত বালি কোথা থেকে আসে! ট্রাকের পর ট্রাক আসছে আর সেখান থেকেই বোঝাই করে বালি নিয়ে যাচ্ছে। জল নেই তাতে কী? নদীতে বালি তো আছে! হারিয়ে যাচ্ছে নদী সভ্যতার গ্রাসে!

আমার বাড়ির পাশে একসময় একটি নদী ছিল, যেটিকে এখন আমরা বড় ড্রেন বলে চিনি। ঠাকুরদার কাছে শুনেছিলাম একসময় আমাদের এই বাড়ি নাকি ছিল এই নদীর পাড়ে। নদীমাতৃক দেশে কত শত নদী এভাবেই হয়ে যাচ্ছে নর্দমা। আমরা কি এর খোঁজ রাখছি?

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে আরও একটি নদী আছে। নাম সাহু নদী। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম সেখানে বড়দের কোমর অবধি জল, কখনও সাহস পাইনি সেই নদীতে নামার। কিন্তু এখন সেটাও যেন ভবিষ্যতের নর্দমা হওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল! কারা যেন নদীর বুকে চাষ করতে চায়, নদীর পাড় বিক্রি করতে চায়!

তবে সত্যি কি আমরা সব নদী হারিয়ে মরুভূমিকে স্বাগত জানাতে চলেছি? ভাবতে হবে আমাদেরই। নদীকে দূষণের বিষবাষ্প থেকে বাঁচিয়ে নর্দমার তকমা ঘোচাতে আমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব না? নদীর বুকে চাষ বা নদীর পাড় বিক্রি প্রতিরোধে আমাদেরই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গাছ উজাড় রোধ করে, বৃষ্টি ডেকে আনে। আর এই বৃষ্টির জলই নদীকে বাঁচাতে পারে। তাই দরকার অনেক বেশি করে সবুজায়নের। নদী বাঁচলেই বাঁচবে আমাদের সভ্যতা। নদীমাতৃক সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ আমাদের গর্ব। নদীকে হারাতে দেব না, এই প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে চলুক এই প্রজন্ম।

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই জন্য ভারতকে মৌসুমি জলবায়ুর দেশ বলা হয়।

ডঃ সঞ্জিত কুমার শীল শর্মা
সহকারী অধ্যাপক
মাথাভাঙ্গা কলেজ, কোচবিহার

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবগুলি নিম্নরূপ-

১) বৃষ্টিপাত : সারা ভারতে বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশ হয় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে।

২) শুষ্কতা : উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু সাধারণত শীতকালে প্রবাহিত হয় এবং এটি স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় বলে শীতকালে সারা ভারতবর্ষের জলবায়ু শুষ্ক থাকে।

৩) খরা ও বন্যা : যে বছর মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ঘটে সেই বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার সৃষ্টি হয়। আবার যে বছর কোথাও খুব কম বৃষ্টি হয় সে বছর কোথাও কোথাও খরা দেখা দেয়।

৪) ঋতু বৈচিত্র্য : মৌসুমি বায়ুর দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। ভারতের সর্বত্র প্রায় চারটি ঋতু দেখা যায়। যথা - গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল এবং শীতকাল।

৫) অসম বৃষ্টিপাত : মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে ভারতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হলেও, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। কেরালা উপকূল এবং হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও পশ্চিম ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম।

৬) উষ্ণতার তীব্রতা : মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে গ্রীষ্মকালে গরমের তীব্রতা অনেকটা কমে যায়।

ভারতের জনজীবনে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব :- ভারতের অর্থনীতি ও জনজীবনে মৌসুমি জলবায়ুর বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যথা-

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

১) কৃষিতে প্রভাব : ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় মৌসুমি বায়ুর বিশাল প্রভাব রয়েছে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, পাট, আখ, তুলো এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, চা, কফি,উৎপন্ন হয়।

২) অরণ্য সৃষ্টি : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাবে ভারতে হিমালয়ের পর্বত সহ বিভিন্ন অংশে চিরহরিৎ বনভূমি এবং সরলবর্গীয় বৃক্ষের গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৩) শিল্পে প্রভাব : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা হয় । এর ফলে ওইসব কৃষিজ ফসলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ শিল্প যেমন চা শিল্প, পাট শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

৪) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য যেমন চা, পাট, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন করে বিদেশে বিক্রি করে ভারত প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

৫) জীবনযাত্রা : ভারতের বেশিরভাগ মানুষের খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা, পোশাক ও বাসস্থান মৌসুমি বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬) মৃত্তিকার উপর প্রভাব : ভারতের যেসব জায়গায় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়, সেসব স্থানে অত্যধিক জলসেচ করার জন্য লবণতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন- পঞ্জাবে। আবার দেশের মধ্য ও পূর্ব ভাগের কোনও কোনও অংশে বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য ধৌত প্রক্রিয়ার প্রভাবে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ও বক্সাইটের সৃষ্টি হয়েছে।

৭) অন্যান্য প্রভাব : খনিজ সম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ ও পর্যটন ব্যবস্থাতেও মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জীববিদ্যায় জানার বিষয়

● হে ফিভার কী?

উঃ বাতাসে উপস্থিত বিভিন্ন দূষক এবং এলার্জি সৃষ্টিকারী অণু যখন মানবদেহের অনাক্রম্য তন্ত্রের সাম্যতাকে নষ্ট করে এবং রোগজনক অবস্থার সৃষ্টি করে তখন তাকে এলার্জিক রায়নাইটিস বা হে ফিভার বলে। এই রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি হল জ্বর, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, চোখ-নাক চুলকানো, হাঁচি, নাক দিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে জল পড়া ইত্যাদি।

● ক্রিয়াপোযোগী অবশিষ্ট বায়ু ধারণ ক্ষমতা কাকে বলে?

উঃ স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পর ফুসফুসে যে পরিমাণ বায়ু অবশিষ্ট থাকে তাকে ক্রিয়াপোযোগী অবশিষ্ট বায়ু পরিমাণ বলে। এর পরিমাণ ২৩০০ মিঃলিঃ।

● বাইসিনোসিস কী?

উঃ বয়ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে শ্বাস গ্রহণের সময় পশম বা তন্তু জাতীয় উপাদান শ্বাসনালিতে বা শ্বাস অঙ্গে প্রবেশ করার ফলে ক্রনিক ব্রংকাইটিস বা এমফাইসিমারের মতো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়, একে বাইসিনোসিস বলে। এই রোগের ফলে হৃদযন্ত্র বিকল হতে পারে।

আলোচনায় ইংরেজি কবিতা

সঞ্চিতা কর্মকার, *শিক্ষক*
মিল্কি উচ্চবিদ্যালয়,
ইংলিশ বাজার, মালদা

Still I Rise

বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে অন্যতম Maya Angelou-র যুগান্তকারী কবিতা 'Still I Rise' যা অন্যায়, ঘৃণা, নিপীড়ন এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হওয়ার চেতনাকে উদযাপন করে। কবিতায় বক্তা যিনি নিজেই আঁধারের মধ্যে আলোর স্বরূপ তিনি তার প্রশ্নগুলি নিক্ষেপ করেন নিপীড়ক সমাজের দিকে। Still I Rise -এই শব্দ তিনটি একটি সাহসী ঘোষণা, বক্তার নিরলস প্রচেষ্টা ও অনমনীয় দৃঢ় চেতনাকে নির্দেশ করে যা কঠিন প্রতিবন্ধকতা ও বিরাট বিপত্তি অতিক্রম করতে পারে আত্মমর্যাদার সঙ্গে। শিরোনামটি আশা, প্রতিবাদ এবং ক্ষমতায়নের শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে। বক্তা নিশ্চিত করে বলেন যে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, তিনি ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবেন। কোনও কিছুই তাকে দমাতে পারবে না। তিনি 'কৃষ্ণ সাগর , উত্তাল ও বিশাল', তিনি যৌন আবেদনময়ী ও উদ্ধত, তিনি 'ক্রীতদাসের স্বপ্ন ও আশা'। কবিতাটি একজন কৃষ্ণাঙ্গী হিসাবে Maya Angelou-র নিজের কষ্ট ও তার অদম্য সাহসকে প্রকাশ করে। এটি কৃষ্ণাঙ্গদের অদম্য অন্তরশক্তিকেও বোঝায় যারা বর্ণবাদ এবং প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। কবিতাটি আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের সাহস ও সহনশীলতাকে সম্মান করে। Maya Angelou-র ভাষা, কাব্যিক প্রকরণের চমকপ্রদ ব্যবহার, পুরো কবিতাজুড়ে 'I Rise' কথাটির ছন্দময় পুনরাবৃত্তি উদ্দীপনা ও সংকল্পের অনুভূতি তৈরি করে এবং আশা ও সহনশীলতার বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করে।

এই poem থেকে কিছু প্রশ্ন নীচে দেওয়া হল -

1) 'Does my sassiness upset you?'- Why does the speaker's 'sassiness' upset others? (Marks 2)

2) How does the speaker describe her wealth in the poem? (Marks 2)

একাদশ শ্রেণি

3) What does the repetition of the expression 'I rise' throughout the poem emphasise? (Marks 2)

4) Who are the speaker's ancestors? What does she say about them?

5) How does Maya Angelou's representative in her poem 'Still I Rise' show her resilience in the face of torture and discrimination? (Marks 6)

6) What does the speaker's 'rise' in the poem 'Still I Rise' symbolise and how does the speaker achieve that rise? (Marks 6)

7) How does the speaker in Maya Angelou's poem 'Still I Rise' employ symbols to convey her resilience in oppression? (Marks 6)

8) What are the features of the narrator reflected in her words in the poem 'Still I Rise'? (Marks 6)

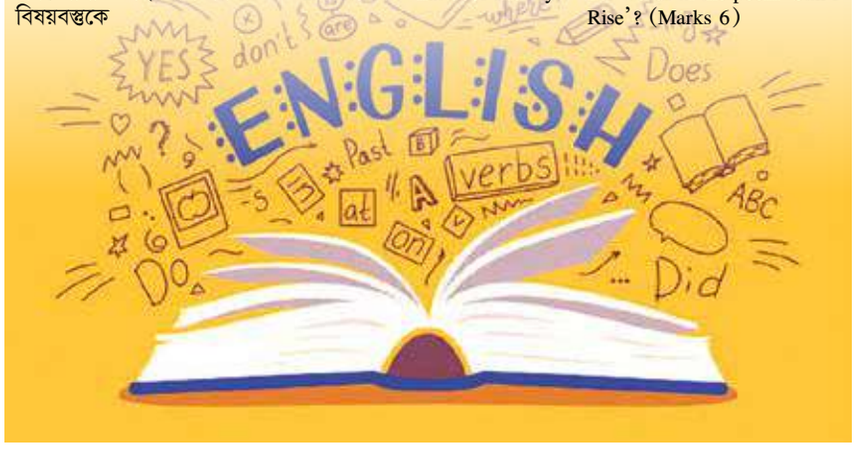

ছোট্ট তারা

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া পবিত্র ভুঁইমালি আবৃত্তিতে পারদর্শী। প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া এই ছাত্রের প্রতিভায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুশি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের উলটো দিকে থাকা পান্থনিবাসের পাশে, পুরনিগমের পিছনের দিকে থাকা অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার ও টেনিস ক্লাবের কিছু অংশ নিয়ে তৈরি হবে এই কর্পোরেশনপাড়া, আলোকপাত করলেন **ভাস্কর বাগচী**

শহরে তৈরি হচ্ছে কর্পোরেশনপাড়া

চারতলা বর্ধিত কার্যালয়ের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অনুমোদন মিলেছে। এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার আশপাশের আরও কয়েকটি জায়গা নিয়ে তৈরি হচ্ছে কর্পোরেশনপাড়া। ঠিক হয়েছে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের উলটো দিকে থাকা পান্থনিবাসের পাশে, পুরনিগমের পিছনের দিকে থাকা অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার ও টেনিস ক্লাবের কিছু অংশ নিয়ে তৈরি হবে এই কর্পোরেশনপাড়া। যার প্রথম ধাপের এদিন উদ্বোধন হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাশে থাকা চারতলার বর্ধিত পুর কার্যালয়ের। কর্পোরেশনপাড়ার প্রতিটি অংশের সঙ্গে প্রধান পুরনিগমের কার্যালয়ে যাতায়াতের জন্য অত্যাধুনিক 'গ্যাংওয়ে' থাকছে।

বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাশে থাকা বর্ধিত পুর কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর উপস্থিতিতে ওই অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, 'এই নতুন ভবনের নীচতলায় দুই চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম তলায় থাকবে জল সরবরাহ বিভাগ, দ্বিতীয় তলায় থাকবে স্বাস্থ্য বিভাগ, তৃতীয় তলায় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল রুম। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কর্মীদের মিটিং করার জন্য ছাদে একটি ঘর বানানো হয়েছে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, প্রতিটি তলায় থাকছে ১৫০০ বর্গফুট জায়গা। এজন্য খরচ হয়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। মূলত পুরনিগমের নিজস্ব ফান্ড, গ্রিন সিটি মিশনের অর্থ ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টায়েড ফান্ডের অর্থে এই ভবন নির্মাণ হয়েছে। মেয়র বলেন, 'স্বাস্থ্য বিভাগের কিছু কাজ এখন বাঘা যতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চে হয়। কিন্তু এখন সেটা খালি করা হচ্ছে। রবীন্দ্র মঞ্চের এই জায়গা নাট্যচর্চাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবে শহরের নাটকের দলগুলি।

ঠিক হয়েছে, পুরনিগমের উলটোদিকে পান্থনিবাসের পাশে থাকা জায়গায় নীচে পার্কিংয়ের জায়গা রেখে, উপরে সেখানকার দোকানগুলিকে দিয়ে বাকি অংশ পুরনিগম ব্যবহার করবে। অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের একটা তলা পুরনিগমকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটি বড় হলঘর রয়েছে। যেখানে পুরনিগমের কয়েকটি বিভাগ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পাশে থাকা টেনিস ক্লাবের জায়গায় নীচে দু'চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা থাকছে। উপরে টেনিস ক্লাবকে জায়গা দিয়ে বাকি অংশ পুরনিগম ব্যবহার করবে। সেখান দিয়ে পুরনিগমে ঢোকার একটি রাস্তাও তৈরি করা হবে।

মেয়র বলেন, 'আমরা কর্পোরেশনপাড়া করছি। এদিন বর্ধিত পুর-কার্যালয়ের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হল। আমার তিন বছরের মধ্যে এইসব কাজ করেছি। অনেকেই বলবেন, আমরা নিজেদের ঢাক নিজে পেটাচ্ছি। কিন্তু আজকের দিনে নিজেদের ঢাক নিজেদেরই পেটাতে হয়।'

ছবি : তপন দাস

নতুন অফিসে কোন বিভাগ

- নীচের তলায় দুই চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে
- প্রথম তলায় জল সরবরাহ, দ্বিতীয় তলায় থাকবে স্বাস্থ্য বিভাগ
- তৃতীয় তলায় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল রুম
- সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের মিটিং করার জন্য ছাদে ঘর

কানাইয়ার ওয়ার্ডে নিত্য দুর্ঘটনা

ক্ষোভ জমছে মানুষের মনে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়ালের বিরুদ্ধে তাঁর সাত নম্বর ওয়ার্ডেই সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ জমছে। বড় কালীবাড়ি রোড থেকে সারদাপল্লি যাওয়ার মুখে রাস্তার কালভার্টের মাঝখানে থাকা লোহার স্ল্যাব গত প্রায় দুই মাস থেকে নেই। তাঁকে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বুধবারও চার চাকার একটি গাড়ি ওই গর্তে পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। এমনকি গত মঙ্গলবার রাতেও একটি চারচাকার গাড়ি ওই গর্তে পড়েছিল। এলাকায় হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করা শ্রমিক থেকে শুরু করে স্থানীয়রা বলছেন, 'রোজ এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। আর আমরা নিরুপায় হয়ে গাড়ি তোলার ব্যবস্থা করি।' বড় কালীবাড়ি রোডের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যাওয়া নিকাশিনালাও উপচে থইথই করছে। এ নিয়েও ক্ষোভের অন্ত নেই। কানাইয়া জানিয়েছেন, লোহার ওই স্ল্যাব চুরি হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সঙ্গে নিকাশিনালা সাফাই করাটা বাড়িঘর ও দোকানপাট গজিয়ে ওঠায় কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছে। তবে তিনপুল রোডের সংযোগস্থলে ওই বড় নালা সাফাই করার ব্যবস্থা করা হবে।

গত রবিবার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লি এলাকায় এমনই একটি মরণফাঁদের বিষয়ে কাউন্সিলার ফিরোজ আহমেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে লোহার স্ল্যাবের ব্যবস্থা করে তা লাগিয়ে দেন। এতদিন তাহলে ওই স্ল্যাব লাগানো সম্ভব হয়নি কেন এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর ফিরোজের কাছে ছিল না।

এদিন পণ্যবাহী গাড়ি নিয়ে কানাইয়ার ওয়ার্ডে ঢুকেছিলেন মালদার বাসিন্দা কুমার লোহার। তিনি বলেছেন, 'স্ল্যাব না থাকার কারণে আমার মালবোঝাই গাড়ির চাকা গর্তে ঢুকে উলটে যাওয়ার উপক্রম হয়। গাড়ির ক্ষতি হয়েছে। পরে স্থানীয়দের সাহায্যে গাড়ি খালি করে গর্ত থেকে টেনে বের করতে হয়েছে।' হার্ডওয়্যার দোকানের শ্রমিক পুলিন রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'এখানে দুর্ঘটনা রোজকার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। এদিনও তাই হয়েছে। দুই মাস ধরে এমনই বেহাল দশা হয়ে রয়েছে। কেউ দেখার নেই।' পাশ দিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন পুরণলাল কর্মকার। তাঁর মন্তব্য, 'মঙ্গলবার রাতে আমার গাড়ি ওই গর্তে পড়েছিল। এর আগেও দু'দিন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি।'

ব্যবসায়ী রাজেশ সিংঘি বলেছেন, 'কাউন্সিলার কী এই মরণফাঁদের কথা জানেন না? পুরসভার কর্মীদের দফায় দফায় জানিয়েছি। কোনও লাভ হয়নি। এরপর কারও প্রাণহানি হলে তারপর কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে?' রাজেশের সংযোজন, 'মাসের পর মাস নিকাশিনালা পর্যন্ত সাফাই হয় না। পুর বোর্ডকে সবই জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা নির্বিকার।' কানাইয়ার যুক্তি, 'লোহার ওই স্ল্যাব চুরি হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি। সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করব। নিকাশিনালা সাফাই করাটা সামনে দোকানপাট ও বাড়ি থাকায় দুষ্কর। তবে তিনপুল রোডে ওই নিকাশি নালার সংযোগস্থল থেকে সাফাইয়ের উদ্যোগ নেব।'

ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডে রাস্তার কালভার্টের স্ল্যাব না থাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। বুধবার।

> এখানে দুর্ঘটনা রোজকার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। এদিনও তাই হয়েছে। দুই মাস ধরে এমনই বেহাল দশা হয়ে রয়েছে। কেউ দেখার নেই।
>
> **পুলিন রায়** *দোকানের শ্রমিক*

ব্যস্ত রাস্তায় পড়ুয়াকে কোলে নিয়ে পারাপার অভিভাবকের। - তপন দাস

ইসলামপুরে টেন্ডার জটে জলপ্রকল্প

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুরে গ্রীষ্মকালের কথা ভেবে এখনই পানীয় জল নিয়ে আতঙ্কিত শহরবাসী। কারণ শহরে জলের সমস্যা নিয়ে প্রতিবারই আশ্বাস মেলে কিন্তু কোনও কাজ হয় না। ইসলামপুর পুর এলাকার ১৭টি ওয়ার্ডের কোনওটিতেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। রাস্তার ধারে যে টাইমকলগুলি ছিল সেগুলি বিলুপ্তপ্রায়। থাকলেও তা থেকে জল মেলে না। অনেকদিন আগে পুর এলাকায় আম্রুত-২ প্রকল্পের অনুমোদন মিলেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে ওই প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল পুরসভা। কিন্তু ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে চললেও ওই পরিষেবা কবে বাস্তবায়ন হবে তার কোনও ঠিক নেই।

জানা গিয়েছে, আম্রুত-২ প্রকল্পে শহরজুড়ে ১৭২ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানো হবে। ওই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী কাজ এখনও শুরু হয়নি। শহরের তিনপুল মোড় সংলগ্ন বাজার, শান্তিনগর এবং ট্রাকস্ট্যান্ড সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় যে তিনটি নতুন রিজার্ভার তৈরি হবে সেই কাজের একাধিকবার টেন্ডার ডাকা হলেও তার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি।। অন্যদিকে, ভূগর্ভস্থ পানীয় জল তোলার জন্য শহরে যে ১১টি টিউবওয়েল বসানো হবে ওই কাজের অনুমোদন এখনও মেলেনি। এদিকে, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সংযোগের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। ফলে কতদিনে সব প্রক্রিয়া শেষ হয়ে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শহরজুড়ে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুর কর্তৃপক্ষ পানীয় জল পরিষেবা দিতে না পারায় শহরবাসীকে জল কিনে খেতে হচ্ছে। তাই দ্রুত এই পরিষেবা চালুর দাবি করছেন তাঁরা।

চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'রিজার্ভার তৈরির জন্য তিন থেকে চারবার টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি সম্পন্ন হয়নি। ফের টেন্ডার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এছাড়া বাকি কাজগুলি শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষেবা চালু করার চেষ্টা চলছে।'

কোথায় জট

- আম্রুত-২ প্রকল্পে শহরজুড়ে ১৭২ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানো হবে
- প্রকল্পের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া হলেও তার পরবর্তী কাজ এখনও শুরু হয়নি
- প্রকল্পের জন্য তিনটি রিজার্ভার তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি
- ভূগর্ভস্থ জল তোলার জন্য যে গভীর নলকূপ বসবে তার অনুমোদন মেলেনি

পরীক্ষাকেন্দ্রেই অজ্ঞান ছাত্রী

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিকের জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ল এক পরীক্ষার্থী। দ্রুত তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জয়শ্রী বর্মন নামে ওই পরীক্ষার্থী একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলের ছাত্রী। রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠে তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। এদিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা পরে সে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করে। পরে পরীক্ষাকেন্দ্রেই অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর জেলা হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা করার কিছুক্ষণ পর কিছুটা সুস্থ হয় সে। হাসপাতাল থেকেই বাকি পরীক্ষা দিয়েছে ওই ছাত্রী।

একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত বলেন, 'ছাত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে আমরা তার বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছি। তার শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে খবর রেখেছি।' শিলিগুড়ি জেলার মাধ্যমিকের কনভেনার সুপ্রকাশ রায় জানান, ছাত্রীটি এখন সুস্থ আছে।

পাশাপাশি এদিন মাধ্যমিকের জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোনও অসন্তোষ দেখা যায়নি। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা শেষ হয়। বৃহস্পতিবার ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে মূল সাতটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হবে।

টার্মিনাসে বসল সিসিটিভি ক্যামেরা

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করল এনবিএসটিসি। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে নতুন করে বসানো হল পাঁচটি সিসিটিভি ক্যামেরা। আগে থেকে আটটি ক্যামেরা থাকলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। তাই এদিন নতুন করে আরও পাঁচটি ক্যামেরা বসানো হল। এ বিষয়ে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানান, '১৩টি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে টার্মিনাসে নজরদারি চালানো হবে। চুরি, হেনস্তা বা অন্য কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এই পদক্ষেপ।'

অবৈধ নির্মাণ ভাঙলেন মালিক

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরে হায়দরপাড়া বাজারে একটি অবৈধ নির্মাণ চলছিল। এনিয়ে স্থানীয়দের তরফে পুরনিগমে অভিযোগ যায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরও প্রকাশ হয়। তাতেই নড়েচড়ে বসে পুরনিগম। ওই নির্মাণের মালিক রূপেন দাসকে তিনবার নোটিশ পাঠানো হয়। বুধবার হঠাৎ কয়েকজন ব্যক্তিকে ওই নির্মাণ ভাঙতে দেখা যায়। পরে জানা যায়, পুরনিগম নয়, বাড়ির মালিকই ওই নির্মাণ ভেঙে দিচ্ছেন। রূপেন বলেন, 'আমাকে পুরনিগম থেকে কিছু বলা হয়নি। প্রতিবেশী একজন অভিযোগ করেছিলেন। তাই আমি ভেঙে দিচ্ছি নির্মাণটি।'

নতুন কোর্ট বিল্ডিংয়ের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বর্তমান জায়গায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং তৈরি হোক। সেই দাবিতে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলের তরফে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হল। বুধবার সংগঠনের প্রতিনিধিরা পুরনিগমে গিয়ে মেয়রের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। নতুন বিল্ডিং-এর দাবিতে এর আগেও মেয়রের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি আইনজীবীদের একাংশ।

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ১৬১ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা সহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত অজয় শা মাটিগাড়া বিশ্বাস কলোনি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, অনেকদিন ধরে অজয় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল।

রাতে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের

বাগডোগরা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাগডোগরা এলাকায় রাতে অতিরিক্ত পুলিশ ও টহলদারি বাড়ানোর দাবি জানাল বাগডোগরা ব্যবসায়ী সমিতি। বুধবার বাগডোগরা থানার ওসির কাছে ওই দাবি করেন সমিতির সদস্যরা। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর রায় বলেন, 'বর্তমানে এলাকায় চুরি সহ অপরাধমূলক ঘটনা বাড়ছে। কিছুদিন আগে এক ব্যবসায়ীর গাড়ি চুরি হয়েছে। আমরা ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে এই এলাকায় রাতে পুলিশের টহলদারি বাড়ানোর দাবি করেছি।' এদিকে, নিয়মিত সিসিটিভি ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে নজরদারি হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি এলাকায় পুলিশি টহলও বাড়ানো হয়েছে।

নদীতে বাজারের আবর্জনা ফেললেই কড়া পদক্ষেপ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি নদী আবর্জনায় অবরুদ্ধ। এবার তাই বাজার কমিটিগুলিকে বৈঠকে ডেকে সতর্ক করল পুরনিগম। জঞ্জাল নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি ফের নদীতে বাজারের আবর্জনা ফেলা হয় তবে এবার থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কমিটিগুলিকে এদিনের বৈঠকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমরা প্রয়োজনে বাজারে গিয়ে পুরো বিষয়টি দেখে আসব। বাজারে আবর্জনা নির্দিষ্ট ভ্যানে ফেলতে হবে। এরপরেও যদি কাজ না হয়, তবে আইনমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর ওপর একাধিক জায়গায় সেতু রয়েছে। সেই সেতুর ওপর তারজালির বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছে পুরনিগম। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় তারজালি দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই নদীতে জমছে আবর্জনার স্তূপ। নদী বেশিরভাগ দূষিত হচ্ছে বাজার এলাকাগুলিতে। সেখানে নদীর মধ্যে বাজারের আবর্জনা ফেলার অভ্যেস বন্ধ হয়নি এখনও। যার ফলে কিছুদিন আগে এই দুই নদী সংস্কারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেচ দপ্তর কাজ করলেও এখনও অনেক জায়গাতেই আবর্জনার স্তূপ হয়ে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ রয়েছে তেমনি সেচ দপ্তরের কাজ নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, যত মিটার পর্যন্ত মাটি পরিষ্কার করার কথা ছিল, কিছু জায়গায় তার থেকে অনেক কম মাটি পরিষ্কার করা হয়েছে।

বাজারের আবর্জনায় গতি হারিয়েছে ফুলেশ্বরী। ছবি : তপন দাস

এই ব্যাপারে সেচ দপ্তরের কোনও কর্তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন বাজার কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থেকে তাদের বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু পুরনিগমের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনওভাবেই বাজারের আবর্জনা অন্যত্র ফেলা চলবে না। পুরনিগমের তরফে ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে

> আমরা প্রয়োজনে বাজারে গিয়ে পুরো বিষয়টি দেখে আসব। বাজারে আবর্জনা নির্দিষ্ট ভ্যানে ফেলতে হবে। এরপরেও যদি কাজ না হয়, তবে আইনমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

কয়েকটি জায়গায় ডাস্টবিন ও ট্রেলার বসানো হয়েছে। এদিন বাজার কমিটিগুলিকে বলে দেওয়া হয়েছে, ১০-১৫টি দোকান পরপর একটি করে ডাস্টবিন বসাতে হবে। সেই ডাস্টবিনের আবর্জনা ট্রেলারে ফেলার পর পুরনিগমের তরফে প্রয়োজনে দিনে দু'বার করে হলেও তারা পরিষ্কার করে দেবে। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য মানিক দে বলেন, 'বাজার কমিটিগুলিকে পুরনিগমের বক্তব্য বলে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই, মানুষের যাতে বাজারে গিয়ে নোংরা পরিবেশে বাজার করতে না হয়। তাছাড়া বাজারের উচ্ছিষ্ট কোনওভাবেই নদীতে কিংবা রাস্তার ওপর ফেলা যাবে না।'

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরী বলেন, 'আমরা পুরনিগমকে বলেছি দিনে দু'বার যেন বাজারের সামগ্রী পরিষ্কার করা হয়। আমাদেরই ডাস্টবিন কিনতে বলা হয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কত ডাস্টবিন প্রয়োজন সেটা ঠিক করে পুরনিগমকে জানাব। তবে আমরা পুরনিগমের প্রস্তাবে রাজি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী সমিতিকে আমরা বলব যাতে কোনওভাবেই বাজারে উচ্ছিষ্ট পার্শ্ববর্তী নদীতে না ফেলা হয়।'

উত্তরের সবার মত চান মুখ্যমন্ত্রী

জনপ্রতিনিধিদের প্রস্তাবে উন্নয়ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দলমত নির্বিশেষে ৮ জেলায় সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর সদ্য বাজেটে পাওয়া সাড়ে আটশো কোটির বেশি টাকা কাজে লাগাতে চায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এই জন্য জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ ও প্রস্তাব চলতি মাসের মধ্যে হাতে পেতে চাইছে দপ্তর। সবার সব প্রস্তাব হাতে পাওয়ার পরই তার ওপর ঝাড়াই-বাছাই করেই আগামী দিনের প্রকল্প ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি চূড়ান্ত করে কাজে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, 'সবাইকে নিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে। এই নিয়ে কোনও টানাপোড়েন চলবে না। সামনের বছরেই বিধানসভার ভোট। তার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।' বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, আরও বেশি বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে। এজন্যই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর উত্তরবঙ্গের আট জেলায় সব দলের জনপ্রতিনিধিকে জনস্বার্থবাহী প্রকল্পের প্রস্তাব জানাতে চায়। আগামী আর্থিক বছরে (২০২৫-২০২৬) দপ্তরের বাজেট বেড়ে ৮৬৬.২৬ কোটি টাকা। ভোট বছর ২০২৫-এ এর উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার অল্প সময়ের মধ্যেই। কারণ ২০২৬-এর শুরুতে ভোট হলে ৯ মাসের বেশি সময় পাওয়া যাবে না।'

উদয়নবাবু জানিয়েছেন, বড় বড় প্রকল্পের ওপর জোর দিতে চায় না তাঁর দপ্তর। প্রকল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছোনোটাই উদ্দেশ্য। একেবারে নতুন ছকে এবার আগামী বছরের বাজেটের টাকা খরচ করতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি।

এর পিছনে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর ভাবনা, পরিকল্পনা ও কৌশল আছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বারবার উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রতি উত্তরবঙ্গবাসীর মুখ ফেরাতে পারেননি। এবার ভোটের আগে আবার মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের প্রতি বিশেষ ভাবনা ও প্রয়াস শুরু করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী চান, উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার স্বার্থে সরকারের সব দপ্তরের কাজের পরিপূরক হিসেবে কাজ করুক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী থেকে বিধায়ক ও সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের এই কাজে শামিল করতে চান তিনি।

> সবাইকে নিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে। এই নিয়ে কোনও টানাপোড়েন চলবে না। সামনের বছরেই বিধানসভার ভোট। তার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়রকে বরাদ্দের আশ্বাস উদয়নের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে এবার শিলিগুড়িকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। আগেই ঠিক ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর শিলিগুড়ির মতো ভৌগোলিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরের উন্নয়নে কাজ করবে। সেই মতো বুধবার উত্তরকন্যায় গিয়ে শহরের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রস্তাব লিখিত আকারে মেয়র গৌতম দেব তুলে দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাতে। মন্ত্রীর আশ্বাস, শিলিগুড়ির উন্নয়নে মেয়র যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করবে তাঁর দপ্তর।

শিলিগুড়ি পুরনিগম তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকলেও পুরনিগমের ৩৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলে। শুধু তাই নয়, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরনিগমের সংযোজিত এলাকার ১৪টি ওয়ার্ডও বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে। একমাত্র ২০১১ সালে তৃণমূল ওই দুটি বিধানসভা আসন দখলে নিতে পারলেও ২০২১-এ দুটি কেন্দ্রই তাদের হাতছাড়া হয়। এই পরিস্থিতিতে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা আসন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এবার দুই এলাকা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার।

একদিকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাধ্যমে শহরের উন্নয়ন করার জন্য যেমন অর্থবরাদ্দ করা হচ্ছে তেমনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে শহরের উন্নয়নে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে এদিন দুপুরে শিলিগুড়ির উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে উত্তরকন্যায় যান মেয়র। সেখানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। পরে উদয়ন বলেন, 'আমাদের পরবর্তী আর্থিক বছরের কাজের পরিকল্পনা এখন থেকেই করছি। কারণ আগামী বছরের প্রথম দিকে নির্বাচন হলে আমরা কাজের জন্য সময় পাব মাত্র ৯ মাস। তাই ১

প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গীকার

এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি।' মন্ত্রীর কথায়, 'শিলিগুড়ি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের একটা বড় শহরই নয়, বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের হেডকোয়ার্টার। গৌতম দেব এখানকার মেয়র। তিনি আমাদের নেতা। শিলিগুড়ির মানুষের কাছে তাঁর অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাই তিনি যাতে ওই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন, সেজন্য আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে কাজ করব।'

এদিকে, কোন কোন কাজের তালিকা এদিন উদয়নের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে কেউ কিছু না বললেও জানা গিয়েছে, শহরের উন্নয়নে রাস্তাঘাট, নিকাশির মতো বড় প্রকল্পের কথা তালিকায় রয়েছে। মেয়র বলেন, 'মন্ত্রীর সঙ্গে এর আগেও কথা হয়েছিল। উনি সাহায্য করেছেন। এদিনও ওঁর সঙ্গে দেখা করে কিছু কাজের কথা বলে এসেছি।'

সিক্তাকে নিয়ে

প্রথম পাতার পর

আশার কথা শুনিয়েছিলেন সিক্তা। কিন্তু বিরোধীরা তো বটেই, সিক্তার নিজের দল তৃণমূল কাউন্সিলাররাই তাঁর কাজে তিতিবিরক্ত।

এদিন বাঘা যতীন কলোনির ঝিলমিল পার্কে গিয়ে কিছুটা অবাক হতে হল। জায়গাটিকে পার্ক বললেও ভুল হবে, যেন কোনও যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। নীচে এবড়ো-খেবড়ো পাথর, ইট পড়ে। দোলনা, ঢেঁকি সবকিছুই বেহাল। কোনওরকমে ইটের ঠ্যাকনা দিয়ে ঢেঁকিটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ভাঙা দোলনাতেই খেলছিল তিন খুদে। এই পার্কে খেলতে আস? বিবেক নামে এক খুদে বলে উঠল, 'মা তো আসতেই দেয় না। এখানে সবই ভাঙা। অনেকবার ব্যথা পেয়েছি।'

গঙ্গানগর পার্ক থেকে শুরু করে প্রমোদনগর পার্কে গিয়েও একই চিত্র ধরা পড়ল। এক নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনির পার্ক ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ কলোনি পার্কেরও বেহাল দশা। ভগ্নপ্রায় খেলার সামগ্রীগুলি। একাধিকবার অভিযোগ হয়েছে তবে উদাসীন পুরনিগম। স্থানীয়দের কেউ কেউ ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে দায়ী করছেন, তো কেউ বিভাগীয় মেয়র পারিষদকে।

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর পার্ক নিয়ে বিরক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনও। তিনি বলছেন, 'পার্কটি নিয়ে অনেকবার সংস্কারের কথা বলেছি, তবে কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি।'

কাউন্সিলারদের অধিকাংশের অভিযোগ, বিভাগীয় মেয়র পারিষদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বা পার্ক সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নিয়ে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁদের। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন ক্ষোভের সুরেই বলছেন, 'সবটাই এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, তবে কোনও কাজ হচ্ছে বলে দেখছি না। পার্কগুলির সত্যিই বেহাল দশা।'

শহরের শুধু একটা পার্কের দিকেই যে পুরনিগমের নজর, তা বলছিলেন শহরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ কুণ্ডু। তাঁর কথায়, 'যা দেখি সব সূর্য সেন পার্কেই। বাকি পার্কগুলির অবস্থা শোচনীয়। পুরনিগমের সবদিকেই নজর দেওয়া উচিত।'

ভালোবাসায় পাঠ

প্রথম পাতার পর

পসচার, পিকচার চার্ট, রিয়েল অবজেক্ট, আর্টিফিশিয়াল অবজেক্ট, ফিঙ্গার স্পেলিং পদ্ধতির ব্যবহার করেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

জেলারই আরেক স্কুল সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে ভাষার পরিচয় করানো আবার অন্যরকম চ্যালেঞ্জ সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে। চোখে দেখতে না পেলেও তারা তো ছোট থেকে বাড়ির পরিবেশে মাতৃভাষা বলা শিখে যায়। এখানে ব্রেইল পদ্ধতিতে তাদের পড়াশোনা শেখানো হয়।

পদ্ধতি যাই হোক, আদর, ভালোবাসা আর ধৈর্য ধরার মূল বিষয়টা কিন্তু একই। বাচ্চাদের মুখে মুখেও বিভিন্ন পড়া শেখানো হয়। স্কুলের রিডার অজিত দাস বললেন, 'বাচ্চাদের পড়ে শোনানোর পর সেটা তারা মুখস্থ করে। যে নোটগুলো লেখানো হয়, সেগুলো মুখে বলে দিলে ওরা ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখে। খুব ধীরে ধীরে ওদের সেগুলো বলতে হয়।'

সমাজের পরিভাষায় তারা বিশেষভাবে সক্ষম। আর ক্লাসরুমে তাদের 'বিশেষ' চাহিদা হল, একটু বেশি ভালোবাসা আর স্নেহ। ভালোবাসা না থাকলে ভালো করে ভাষার পাঠ যে অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে, তা ভালোভাবেই জানেন ওই দুই স্কুলের শিক্ষকরা।

বন্ধু চল, বলটা দে... কোচবিহারে টাকাগাছে তোর্ষা নদীর চরে বুধবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

চা পর্যটনের পরিকল্পনা রুখতে আন্দোলনের ডাক

মমতার ঘোষণায় বিরোধিতা

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের চা পর্যটনের কাজে লাগানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রুখে দিতে উত্তরবঙ্গ জুড়ে আন্দোলনে নামছে চা বাগানের ডান, বাম শ্রমিক সংগঠন ও বিজেপি। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনের জন্য শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি ধর্মঘট ডাকার কথাও প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার সিটু প্রভাবিত ৩২টি শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের উদ্যোগে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। যদিও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনিতে এই দাবিতেই পৃথক সভা করতে চলেছে বিজেপি। সেই সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত থাকবেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে গিয়ে চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিতে টি ট্যুরিজম গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর কলকাতায় ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের চা বাগানের অব্যাবহৃত ৩০ শতাংশ জমি নিয়ে চা পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের মতে, চা বাগান ও চা শ্রমিকদের বাঁচাতে বিকল্প এই উদ্যোগে চা শিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত বাগানের শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি বেঁকে বসে। বিরোধিতা শুরু করে বিজেপি। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট চা বাগান নিয়ে রাজ্য সরকারের ঘোষণা যাতে কার্যকর করা না হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি লেখেন। বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দাবি জানালেও স্পিকার তা খারিজ করায় প্রতিবাদে শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির মুখ্য সচেতন শংকর ঘোষের নেতৃত্বে বিধানসভা চত্বরে মিছিল করেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, কুমার গ্রামের মনোজ ওরাও, দার্জিলিংয়ের নীরজ তামাং জিম্বা, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বর্ম, নাগরাকাটার পুনা ভেংরা সহ উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের বিধায়করা। পরে শংকরবাবু জানান, চা বাগান ও উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে ধ্বংস করতেই রাজ্য সরকারের এই চক্রান্ত। অবিলম্বে চা পর্যটন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাহার করতে হবে। এই লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনিতে সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গে গিয়ে সুভাষিনী চা বাগানেই এই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি ও জমির পাট্টা বাগান শ্রমিকদের দেওয়ার দাবিতেও সরব হবে বিজেপি। একই দাবিতে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তরাই ডুয়ার্স ও পাহাড়ের চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠন জয়েন্ট ফোরামও। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে তৃণমূলের প্রভাব বেড়েছিল।

আগামী বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে, বিজেপি সহ বাম, কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আন্দোলনের মাধ্যমে চা বলয়ে হারানো জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। জয়েন্ট ফোরাম এব টি ইন্ডাস্ট্রিজের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলেন, এতে বিজেপির সভায় কোনও প্রভাব পড়বে না।'

উত্তরবঙ্গে শুধু ছোট ও মাঝারি শিল্প

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে চার লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে রাজ্যের তরফে দাবি করা হলেও উত্তরের কপাল খোলেনি। উত্তরকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ছোট-বড় শিল্পের মধ্যেই। যা স্পষ্ট হল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই) নর্থবেঙ্গলের বার্ষিক সভায়। বুধবার সিআইআইয়ের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রদীপ সিংহল জানান, বড় শিল্প না এলেও ছোট ও মাঝারি শিল্প উত্তরবঙ্গে আসছে। তবে সেই লগ্নির পরিমাণ কতটা তা তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

এদিন শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে সিআইআইয়ের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিআইআই নর্থবেঙ্গলের নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে প্রদীপ সিংহলের নাম ঘোষণা করা হয়। পরে প্রদীপ বলেন, 'উত্তরবঙ্গে বড় শিল্পের ক্ষেত্রে এখনই আমরা কিছু দেখছি না। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা নতুন অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি।'

উত্তরবঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রে অতীতে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে ফায়ার লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা থাকায় বিনিয়োগকারীদের বেগ পেতে হয়েছে। 'ওয়ান উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেমের' কথা বলা হলেও সেটির বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সম্প্রতি সিআইআইয়ের তরফে দমকলমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি বৈঠক করা হয়েছিল। সেই বিষয়ে প্রদীপের সংযোজন, 'বৈঠকের পর ফায়ার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেক বেশি সরলীকরণ হয়েছে। বর্তমানে অনেক দ্রুততার সঙ্গে লাইসেন্স পাওয়া যাচ্ছে। কারও কোনও সমস্যা থাকলে আমাদের কাছে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করব।' শিলিগুড়ি ও আশপাশের এলাকায় শিল্পতালুক রয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির রাস্তায় নতুন করে আরও দুটি শিল্পতালুক গড়ার কাজ চলছে বলে সিআইআইয়ের তরফে জানানো হয়। তবে সেই সমস্ত জায়গাতে ছোট ও মাঝারি শিল্প হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বড় শিল্প উত্তরে কবে হবে সেটাই বড় প্রশ্ন।

'বান্ধবী'র প্রেমে

প্রথম পাতার পর

ওই তরুণী জবানবন্দিও দিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে।' ওই তরুণী জানিয়েছেন, যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত গতবছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। তাঁর নেইল পেন্টিংয়ের স্টুডিওকে কেন্দ্র করে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া ওই বোনের যাওয়া-আসা শুরু হয়। ওই তরুণী বলছিলেন, 'ধীরে ধীরে ওই বোন আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলেও ঢুকে পড়ে।' কিন্তু তাঁকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকে দূরত্ব তৈরি করেন তিনি। তরুণীর কথায়, 'সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে আমার বান্ধবী-বন্ধুদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে ওই বোন। সে মনে করে আমার বান্ধবী-বন্ধুরা প্রেমের সম্পর্ক তৈরিতে আমাকে বাধা দিচ্ছে। বাড়ির সামনে এসে ধর্না দেয়। আমার পরিবারের সদস্যদের ওপরও চাপ দিতে থাকে।' এমনকি মাস ছয়েক আগে, ওই তাঁদের মধ্যে চুলোচুলিও হয়। মাঝে সবকিছু চুপচাপ হয়ে গেলেও মাস দুয়েক ধরে ওই বোন ফের তাঁকে জ্বালাতন শুরু করে বলে অভিযোগ। শেষমেশ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে আরও বিপদে পড়েন ওঁরা। ওই তরুণীর বক্তব্য, 'কেন আমার বান্ধবীদের ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে, সেটা জানার জন্য আমরা চারজন ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। তবে এমন অভিজ্ঞতার শিকার হব তা ভাবতে পারিনি।'

যাবজ্জীবন

কিশনগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুনের দায়ে স্ত্রী ও প্রেমিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল জেলা আদালত। মঙ্গলবার বিকেলে অতিরিক্ত জেলা জজ কুমার গুঞ্জন এই রায় ঘোষণা করেছেন। সরকারি আইনজীবী সুরেনপ্রসাদ সাহা জানান, বাহাদুরগঞ্জ থানায় ২০২১ সালে একটি খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ ওঠে, দেশিয়াটোলি গ্রামের বাসিন্দা সুনীতা দেবী ও তার প্রেমিক মহেন্দ্র লাল মিলে সুনীতার স্বামী লালচাঁদ হরিজনকে খুন করেছে। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে উঠে আসে, সুনীতা ও মহেন্দ্রর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

সম্প্রীতির সুবাস

প্রথম পাতার পর

কাঁটাতারের ওপারের ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে। বাইরের জাতপাতের লড়াইয়ে যে সাধারণ মানুষ নেই তা হুজুরের মেলায় ঘুরলেই স্পষ্ট হবে।

অযোধ্যা থেকে মেলায় এসেছেন ফকির মহম্মদ চাঁদ হুসেন। ভক্তদের আশীর্বাদ দেওয়ার পাশাপাশি মন্ত্রপূত তাবিজও বিক্রি করছিলেন তিনি। তাঁর পাশেই গেরুয়া বসন পরে ভক্তদের কপালে তিলক কাটছিলেন নবদ্বীপের গোপাল বৈরাগ্য। একহাতে ছোট্ট পিতলের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণর মূর্তি এবং অন্য হাতে তিলকের বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে হরেকৃষ্ণ-হরেকৃষ্ণ করে গুনগুন করছিলেন। চাঁদ হুসেনের কথা, 'সব ধর্মই তো এক। আমাদের ডাকার পদ্ধতি আলাদা। অন্য ধর্মকে অসম্মান করার অর্থ নিজের ধর্মকে অসম্মান করা। আমিও তো রাম মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ খেয়েছি।' গোপালের বক্তব্য, 'ধর্ম মানে তো ভালোবাসা, হিংসা নয়। সবাই প্রকৃত ধর্ম মেনে চললে শুধুই ভালোবাসা থাকত। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে।'

পান্ডুয়া শরিফের মোস্তাক ফকির, ইসলামপুরের ফকির হজরত আলির সঙ্গে মেলায় ঘুরে ঘুরে নিজেদের ধর্মাচরণ করছেন শিলিগুড়ির প্রফুল্ল মহন্ত, কালিয়াগঞ্জের নমিতা দাসীরা। কোথাও কোনও প্রতিযোগিতা নেই, হিংসা নেই। হুজুরের মেলার এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমানের কথা, 'ফকির আর বৈরাগীর এই সহাবস্থানের কথাই তো যুগে যুগে মহাপুরুষরা বলেছেন। ভেদাভেদ নয়, শুধুই ভালোবাসা ছড়াক। আমরা সেই বার্তাই দিতে চাই। তাই মোমবাতির সঙ্গে মাজারে ভালোবাসার প্রতীক লাল গোলাপ দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রূপ বদল করে চলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাঁধন হয়তো কখনোই পুরোপুরি আলগা হবে না। কিন্তু চারপাশের ধর্মীয় অনৈক্যের মাঝে হুজুরের মেলা মনুষ্যত্ব ও বিবেককে সজাগ রাখার বার্তা বহন করে চলছে।

হ্যালো গাইজ...

প্রথম পাতার পর

নকল কণ্ঠস্বর ছাড়াও বড় বড় সংস্থার ওয়েবসাইট হ্যাক রুখতেও এদিন নানা পরামর্শ দেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা। ইংল্যান্ডে কীভাবে বিশেষজ্ঞরা সাইবার সুরক্ষার উপরে কাজ করছেন তা নিয়ে বিস্তারিত জানান ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড বিভাগের ইনভেস্টমেন্ট হেড সন্দীপ চৌধুরী।

রান্না থেকে বাচ্চা লালনপালন সহ নিত্যদিনের বিভিন্ন কাজের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড না করলে অনেকেরই দিন সম্পূর্ণ হয় না। কণ্ঠস্বর চুরির খবরে ঘুম উড়েছে তাদের অনেকেরই। প্রাতর্ভ্রমণ করার সময়ও সঙ্গে মোবাইল নেওয়া চাই প্রধাননগরের মামণি সরকারের। কারণ ফেসবুকে তাঁর ভিডিও দিতে হবে। দিনটা কীভাবে শুরু হল সমাজমাধ্যমে তা জানাতে হবে। সবটা শোনার পর মামণির প্রশ্ন, 'শখেই রিলস বানাই। এবার কি সেটাও বন্ধ করতে হবে?' মামণির মতোই রিলস বানানোর নেশা মিলনপল্লির বাসিন্দা মধুমিতা দাসের। তাঁর কথা, 'সবই যদি চুরি হয় তাহলে তো চলাফেরা করাই দায়। সরকারেরও উচিত এসব রুখতে পদক্ষেপ করা।' এদিনের আলোচনায় ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।

জাল নোট ছড়াচ্ছে মহিলা ক্যারিয়াররা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে সক্রিয় জাল নোট পাচারের সিন্ডিকেট। তারা জাল নোট ছড়াতে এপারের গ্রামীণ দোকানের হালখাতা, মেলা, হাট আর বাজারকে টার্গেট করেছে। যেখানে ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গোয়েন্দাদের সন্দেহ, সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংস্রব রয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর' এবং মালদহে কিছু হাট, বাজার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম রয়েছে। হাটবাজারের ব্যবসায়ীরা সহজ সরল। তাঁদের সঙ্গে লেনদেন করা সহজ। সম্ভবত এজন্যই জাল নোট ছড়াতে হাট ও গ্রামীণ বাজারকে টার্গেট করেছে সিন্ডিকেট। আর ওই কাজে লাগানো হচ্ছে মহিলাদের।

গোয়েন্দাদের দাবি, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে মালদহ, মুর্শিদাবাদ হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জাল নোট ঢোকানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বারবার অভিযান চালালেও কাঁটাতারের ওপারে জঙ্গিগোষ্ঠীর একাংশের মদতে এই কারবার উত্তরের মাটিতে স্থায়ী করতে কিছু এজেন্ট মরিয়া চেষ্টা চলাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে সাফল্যও পেয়েছে। তবে তা পুরোপুরি রুখতে পারছে না।

গোয়েন্দাদের দাবি, একটু ভালো করে লক্ষ করলে নকল নোট সহজেই চিহ্নিত করা যায়। গ্রামগঞ্জের হাটেবাজার এই নোট চালিয়ে দিচ্ছে জাল নোটের কারবারিরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজারেও এমন নোট ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। মালদহ থেকে এই নোটের কারবারিরা তাদের চক্রের সদস্যদের শিলিগুড়ির একাধিক এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থাকার নির্দেশও দিয়েছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় জাল নোট কারবারিদের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে এসটিএফ ও গোয়েন্দা পুলিশ।

১৫ ফেব্রুয়ারি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এইচডিএফির আধিকারিক উত্তম শর্মার নেতৃত্বে পানিশালা এলাকা থেকে এক মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার আব্দুলপুর সংলগ্ন মোহনপুর গ্রামে। তবে কীভাবে ওই জাল নোটগুলি আসল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাল নোটের কারবার রুখতে নজরদারি বাড়িয়েছে জেলা পুলিশ।

মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্যে নিন্দা

প্রথম পাতার পর

প্রচার চালানো হলেও ভিড় সামলানো এবং আতিথেয়তার কোনও নীতিই পালন করা হয়নি।' মমতার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবও। পালটা অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বামী জিতেন্দ্রনন্দ সরস্বতী বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোট আপনার রাজনৈতিক কেরিয়ারের মৃত্যুকুম্ভে পরিণত হবে।'

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মমতার চ্যালেঞ্জের পালটা বুধবার শুভেন্দু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আপনি আমার বুকের পাটা দেখতে চেয়েছেন। দিঘায় রাজ্য সরকারের তৈরি জগন্নাথধাম সংস্কৃতিকেন্দ্রের নাম বদলে জগন্নাথ মন্দির লিখুন। আর পুরীর মতো দিঘার মন্দিরে হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ করুন।'

এনবিইউয়ে চর্চায় কর্মক্ষেত্রে নারীর বাধা

আবদুল্লা রহমান

বাগডোগরা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাক্ষেত্র- সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমানতালে কাজ করছেন নারী। অন্দরমহলের ঘেরাটোপ থেকে এই বেরোনোটা কত কঠিন ছিল- উঠে এল বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাচক্রে। স্বাগত ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা বহু প্রতিবন্ধকতা ঠেলে উনিশ শতকের মেয়েদের শিক্ষিত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাঁর ভাষণে ছিল বেথুন স্কুল, বারাসাত স্কুলের উল্লেখ, দেশভাগের পরবর্তী সময়ে নারীদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসার লড়াই।

বাঁচার তাগিদে এই এগিয়ে আসায় পরিবার, সমাজের বাধার উল্লেখ করে মঞ্জুলা বলেন, 'বাড়ির মেয়েরা ঘোমটা ছেড়ে র‍্যাশনের লাইনে এসে দাঁড়ালেন।' আজকের দিনে মেয়েরা কতটা সুরক্ষিত, আলোচনা করতে গিয়ে

ছবি : এআই

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অনুষদ মহেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করলেন, শিক্ষিত সমাজে আজকের দিনেও নারী নিগ্রহ কম নয়। অনেক সময় রক্ষকেরই ভক্ষক হয়ে ওঠার ছবি দেখা যায়।

'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য : নারী পরিসর' শীর্ষক দু'দিনের এই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র বুধবার শুরু হয়েছে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মৃগাঙ্ক মণ্ডল কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে নারীর যোগদানের পথে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতী চরিত্রের কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, 'নারীর প্রগতিশীল চিন্তাকে আমাদের সমাজ কী চোখে দেখে, তার নিদর্শন এই উপন্যাস।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক নূপুর দাস বিষয়টির ওপর আলোচনায় নিজের ব্যক্তিজীবনের কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, ''আমি প্রথম যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, তখন আমাকে অফিস স্টাফদের অনেকে 'ম্যাডাম' না বলে 'স্যর ম্যাডাম' ডাকতেন। বুঝতে পারছেন বিষয়টা! একজন মহিলাকে মানতে কতটা সমস্যা। একদিন নিবন্ধকের গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে দুজন বলাবলি করছিল 'মহিলা রেজিস্ট্রার'। এই তো আমাদের সমাজ।''

সভার অন্যতম আলোচক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য গোপা দত্ত উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সমাজসংস্কারকদের নারীদের হিতে দীর্ঘ লড়াই করতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের ক্ষোভের মুখে পড়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। যদিও তাঁর বক্তব্য, 'মেয়েরা এখন বাইরে কাজে যাচ্ছে। তারা আর স্বামীর মুখাপেক্ষী না থাকলেও কী এমন যায়-আসে। নারী চিকিৎসক, নারী আইনজীবীরা পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আজও অনেকের শঙ্কা কাটেনি।'

গোপার বক্তব্য, 'জাতের বাইরে ছেলে বা মেয়ের বিয়েকে এখনও সমাজ ভালো চোখে দেখে না। অনেক সময় এজন্য হত্যাকাণ্ডও ঘটছে।' নারীদের কর্মক্ষেত্রে উদাহরণ দিতে গিয়ে তাঁর ভাষণে উঠে আসে মহানগর, মেঘে ঢাকা তারা ইত্যাদি সিনেমার কথা। উত্তরবঙ্গের নারীসমাজের বিবর্তনের প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় স্থান পায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের বিনোদিনী ও মাকচক উপন্যাসের প্রসঙ্গ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মহেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বেকারত্ব থেকে নারী সুরক্ষার জন্য শুভবুদ্ধির মানুষকে এগিয়ে আসার বার্তা দেন। অনুষ্ঠানটিতে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল, প্লাবন সিংহ, উর্বী মুখোপাধ্যায়, হাসনারা খাতুন, শর্মিষ্ঠা পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তিন স্পিনারে বাংলাদেশ দখলের ছক ভারতের

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রশ্ন অনেক। জল্পনারও শেষ নেই। সঙ্গে সময়ও থেমে নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাইশ গজে নয়া শুরুর লক্ষ্যে রোহিত শর্মার ভারত। আগামীকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।

এমন একটা পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতে দুই প্রতিবেশী পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে, যখন তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে 'আশ্রয়ে' দেওয়ার পর এই প্রথম বাইশ গজে দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। ফলে কাল দুবাই ক্রিকেট মাঠের গ্যালারিতে দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গ্যালারি উত্তাল হয় কিনা, তা নিয়ে চলছে আলোচনা।

মাঠের বাইরের এমন পরিস্থিতি টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে তেমন প্রভাব ফেলেছে বলে খবর নেই। বরং সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতা ভুলে নয়া শুরুর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর রোহিতরা। আজ সন্ধ্যায় দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে পুরো দলকেই দারুণ চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে। গতকাল বিশ্রামের পর আজ প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন রোহিত-বিরাট-কোহলিরা। নেটে আলাদাভাবে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে প্রবল চাপে থাকা রো-কো জুটিকে। কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকেও রয়েছে দুনিয়ার নজর। সন্ধ্যার অনুশীলনের সময় বারবার রোহিত-বিরাটদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে কোচ গম্ভীরকে। টিম ইন্ডিয়ার দুই সেরা ব্যাটার রোহিত, কোহলির পাশে কোচ গম্ভীরের জন্যও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর অগ্নিপরীক্ষা।

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে চরম ধোঁয়াশা। আজই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে উঠে আসে শুভমান গিল ভারত অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবেন। তিন নম্বরে কোহলি। চারে শ্রেয়স আইয়ার। পাঁচে লোকেশ রাহুল। ছয়ে হার্দিক পান্ডিয়া। সাতে রবীন্দ্র জাদেজা। আটে অক্ষর প্যাটেল। এই পর্যন্ত ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ নিয়ে তেমন ধোঁয়াশা নেই। খটকা এরপরই। মহম্মদ সামির সঙ্গে জোরে

কুলদীপ নাকি বরুণ, বজায় ধোঁয়াশা

বোলার কে হবেন? অর্শদীপ সিং নাকি হর্ষিত রানা। ভারতীয় দলের একটি অংশের দাবি, সামির সঙ্গে অর্শদীপই নতুন বলে বোলিং শুরু করবেন। অন্যদিকে, কোচ গম্ভীরের আশীর্বাদধন্য হর্ষিতকেও প্রথম একাদশের লড়াই থেকে ছেঁটে ফেলা সহজ নয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের তিন স্পিনারে খেলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। জাদেজা-অক্ষরের পাশে দলের তিন নম্বর স্পিনার কে হবেন, সেটা আপাতত রহস্য।

আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তী, দুইজনকেই তৈরি রাখা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে খেলবেন দলের তিন নম্বর স্পিনার হিসেবে, সেটা স্পষ্ট হয়নি। এমনিতেই ঋষভ পন্থকে বসিয়ে রেখে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচ গম্ভীর, তা নিয়ে রয়েছে বিতর্কও। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলের তিন নম্বর স্পিনার নিয়ে রহস্য। রোহিতদের উপর চাপ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আজ আবার সাংবাদিক সম্মেলনে হুংকার দিয়ে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ যে কোনও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারে। সাকিব আল হাসান, লিটন দাসদের মতো অভিজ্ঞ তথা সিনিয়ারদের ছাড়াই বাংলাদেশ অধিনায়কের এমন আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য নিয়ে সমাজমাধ্যমে হাসাহাসি চলছে।

বাংলাদেশ অধিনায়কের এমন মন্তব্য ভারতীয় শিবিরে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যতটা দলের কম্বিনেশন নিয়ে ঘেঁটে রয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গতকাল সন্ধ্যার দিকে দুবাইয়ে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ বৃষ্টির দেখা মেলেনি। কাল ম্যাচের মঞ্চে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। কিন্তু দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রয়েছে ক্রিকেটীয় উত্তাপ। যার শেষটা কীভাবে হয়, সেটাই দেখার।

ব্যাটিং অনুশীলনের আগে ফুটবলে মজে বিরাট কোহলি। বুধবার।

শুরুটা ভালো করতে মরিয়া বিরাট

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। টানা সমালোচনায় জর্জরিত। তার মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যালেঞ্জের সামনে টিম ইন্ডিয়া। নয়া চ্যালেঞ্জের সামনে বিরাট কোহলিও।

ক্রিকেটমহলে বলা শুরু হয়ে গিয়েছে, আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সম্ভবত কেরিয়ারের শেষ আইসিসি প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন কোহলি। তার আগে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা শুনিয়েছেন বিরাট। জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতায় শুরুটা ভালো হওয়া খুব জরুরি। শুধু তাই নয়, আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে কোহলি স্মৃতির সরণিতেও পা ফেলেছেন। ক্রিকেট দুনিয়াকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। শুরুর সেই দুটি ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি প্রতিযোগিতাতেও চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ভারত। অতীতের সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে কোহলি আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি বড় প্রতিযোগিতা। দুনিয়ার সেরা আটটা দল খেলছে এখানে। ফলে প্রতিযোগিতার মান চ্যালেঞ্জিং হবেই। দল হিসেবে সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা তৈরি।'

রাত পোহালেই আগামীকাল ভারত বনাম বাংলাদেশের লড়াই। রোহিত শর্মার ভারত কীভাবে বাংলাদেশ ম্যাচের চ্যালেঞ্জ সামলাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে কোহলির ভাবনায় টিম ইন্ডিয়ার সোনালি অতীত। বিরাটের কথায়, 'অতীতে মোট দু'বার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলেছি আমরা। ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের সেই প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করেছিলাম আমরা। পরে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নও হই। এবারও তেমন পজিটিভ ভাবনা নিয়ে আমরা শুরু করতে চাই। আবারও বলছি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতার আসরে শুরুটা ভালো হওয়া খুব জরুরি।'

২০১৭ সালের পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। মাঝের সময়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট নিজে সেই বদলের সাক্ষীও। সঙ্গে রয়েছে প্রত্যাশার বিশাল চাপ। বাস্তব সম্পর্কে সচেতন বিরাট। তাঁর কথায়, '২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে আমরা যেমন চাপ নিয়ে খেলেছিলাম, এখানেও সেটাই করতে চাই। মনে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতার আয়তন ছোট। ফলে শুরু থেকেই আগ্রাসী ক্রিকেটের মাধ্যমে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। একটা বা দুটি ম্যাচে খারাপ পারফরমেন্স মানেই ছিটকে যেতে হবে প্রতিযোগিতা থেকে।'

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ

ভারত বনাম বাংলাদেশ

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** দুবাই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

একনজরে পরিসংখ্যান

সর্বাধিক রান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলির রান ৫২৯। রোহিত শর্মার ৪৮১। শীর্ষে থাকা ক্রিস গেইলের (৭৯১) রেকর্ড ভাঙার অপেক্ষায় থাকবেন বিরাট ও রোহিত।

সর্বাধিক ৫০ প্লাস স্কোর

রোহিত ও বিরাটের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অর্ধশতরানের সংখ্যা ৫। শিখর ধাওয়ান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাহুল দ্রাবিড়ের (প্রত্যেকের ৬টি করে) পাশে বসতে রোহিত ও বিরাটের দরকার একটি অর্ধশতরান।

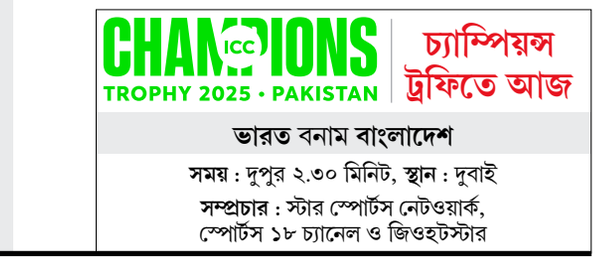

সর্বাধিক জয়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ১৮টি জয় নিয়ে শীর্ষে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। এবার দুইটি ম্যাচে জিতলে প্রথম দল হিসেবে টুর্নামেন্টে ২০টি জয় হবে ভারতের।

ওডিআইয়ে ভারত-বাংলাদেশ

ম্যাচ : ৪১
ভারতের জয় : ৩২
বাংলাদেশের জয় : ৮
নো রেজাল্ট : ১

বাবরকে সরিয়ে সিংহাসনে শুভমান

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে নামার আগে বাড়তি অক্সিজেন শুভমান গিলের। বাবর আজমকে সরিয়ে আইসিসি'র ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর স্থান দখল করলেন ভারতীয় সহ অধিনায়ক।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সিরিজের তিন ম্যাচেই পঞ্চাশ প্লাস রান করেন। এরমধ্যে একটা সেঞ্চুরি। সিরিজ সেরাও হন। যার প্রতিফলন আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও। শুভমানের রেটিং পয়েন্ট ৭৯৬। ২৩ পয়েন্ট পিছনে রয়েছেন বাবর (৭৭৩)।

র‍্যাংকিংয়ে সেরা দশে রোহিত-বিরাটও

দ্বিতীয়বার এই কৃতিত্ব দেখালেন শুভমান। শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলির পর শুভমানই চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার, যে শীর্ষস্থান দখল করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই কৃতিত্ব দেখান শচীন। তারপর ধোনি, বিরাট। স্বপ্নের ফর্মের হাত ধরে সেই এলিট তালিকায় দ্বিতীয়বার নিজের নাম তুললেন রোহিতের ডেপুটি শুভমান।

ব্যাটারদের সেরা দশে ভারতীয়দেরই দাপট। শুভমান ছাড়াও রয়েছেন রোহিত (তৃতীয়), বিরাট কোহলি (৬), শ্রেয়স আইয়ারও (৯)। রোহিত-বিরাটের স্থান পরিবর্তন হয়নি। শ্রেয়স অপরদিকে একধাপ উন্নতি করেছেন। এছাড়া প্রথম দশে উল্লেখযোগ্য নাম দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিচ ক্লাসেন (৪), নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল (৫)।

বোলারদের মধ্যে এক নম্বরে শ্রীলঙ্কার মহেশ থিকশানা। আট দেশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ পায়নি দ্বীপরাষ্ট্র। তবে, ৫০-৫০ ফর্ম্যাটে দেশকে গর্বিত করলেন থিকসানা। গত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সাফল্যের পুরস্কার আফগানিস্তানের রশিদ খানকে (৬৬৯ পয়েন্ট) সরিয়ে নয়া মাইলস্টোনে থিকশানা (৬৮০)।

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ চতুর্থ স্থানে রয়েছেন কুলদীপ যাদব। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতীয় দলের আর কোনও বোলার সেরা দশে জায়গা পাননি। 'রিজার্ভ' তালিকায় থাকা মহম্মদ সিরাজ রয়েছেন দশ নম্বরে। অলরাউন্ডার বিভাগে দশম স্থানে আছেন রবীন্দ্র জাদেজা। অনেকটা পিছিয়ে হার্দিক পান্ডিয়া ২৮ নম্বরে। শীর্ষে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি।

ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি শুরুর আগে মাঠেই নমাজ মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, নাজমুল হোসেন শান্তদের।

পাঁচ স্পিনার নিয়ে সমালোচকদের পালটা

স্পিনার মাত্র দুই, বাকিরা অলরাউন্ডার : রোহিত

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কখনও আগ্রাসন। আবার কখনও শান্ত।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরুর প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা অনেকটা কলেজ শিক্ষকের মতো। যিনি তাঁর আগামীর পরিকল্পনা ছকে ফেলেছেন। এবার মাঠে নেমে কাজটা করে দেখানোর পালা। তার জন্য সতীর্থদের নিয়মিত পরামর্শও দিচ্ছেন।

কিন্তু সেটা কীভাবে? দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ভারতীয় স্কোয়াডে মোট পাঁচজন স্পিনার। সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। কিন্তু রোহিতের টিম ইন্ডিয়া সেটা করে দেখিয়েছে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে এই পাঁচ স্পিনারকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে ব্যবহার করে, সেদিকে নজর রয়েছে ক্রিকেট মহলের। ভারত অধিনায়ক রোহিত আবার তাঁর স্কোয়াডে থাকা পাঁচ স্পিনার নিয়ে উলটো ভাবনার কথা শুনিয়েছেন আজ। টিম ইন্ডিয়া আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তিন স্পিনার নিয়ে খেলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও হিটম্যান তাঁর সমালোচকদের পালটা দিয়ে জানিয়েছেন, ভারতীয় স্কোয়াডে স্পিনার মাত্র দুজন। বাকিরা অলরাউন্ডার। রোহিতের কথায়, 'আমাদের স্কোয়াডে স্পিনার বলতে মূলত দুজন। বাকি যারা রয়েছে, তারা অলরাউন্ডার। ব্যাটিং, বোলিং- দুটিই করতে জানে। ওদের অলরাউন্ড দক্ষতা ভারতীয় দলের ভারসাম্য বাড়ানোর পাশে সাফল্যের দিশা দেবে।'

আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। তার আগে দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতীয় দলের বোলিং কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। অধিনায়ক রোহিতের কথায়, 'আমরা আমাদের শক্তি অনুযায়ী দল নির্বাচন করেছি। সেই শক্তি অনুযায়ী প্রথম একাদশও হবে। আমরা সবসময় এমন ক্রিকেটারদেরই দলে চাই, যাদের অলরাউন্ড স্কিল থাকবে। আমাদের স্কোয়াডে যে তিনজন অলরাউন্ডার রয়েছে, ওরা সবসময়ই দলের ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।' হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল- ভারত অধিনায়ক তাঁর দলের সেরা অস্ত্র হিসেবে এই তিন অলরাউন্ডারের কথাই তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রতিযোগিতার আসরে অলরাউন্ডারদের সবসময় বিশেষ ভূমিকা থাকে। আমরা সেই লক্ষ্যেই সামনে তাকাতে চাই।'

ঘরের মাঠে দিনকয়েক আগে শেষ হওয়া সিরিজে শতরান করে ফর্মে ফিরেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত। যদিও তাঁর বাকি সতীর্থদের মধ্যে বিরাট কোহলি, শুভমান গিলরা রানে নেই। এসব নিয়ে একেবারেই ভাবছেন না রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'গিল, বিরাটদের নতুনভাবে কিছু প্রমাণ করার নেই। ওরা জানে কীভাবে রান করতে হয়। ওরা জানে দল ওদের থেকে কী চায়। হতে পারে সম্প্রতি রান পায়নি। তবে একটা ম্যাচেই ছবিটা বদলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।' মহম্মদ সামি বল হাতে ক্রমশ ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইংল্যান্ড সিরিজে। কুলদীপ যাদবও এখন ফিট এবং ছন্দে। উপরি হিসেবে দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতের তিন স্পিনার প্রভাব বিস্তার করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অধিনায়ক রোহিত বলছেন, 'নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আমরা সচেতন। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরেও সেভাবেই সামনে তাকাতে চাই আমরা।'

সাকিবকে নিয়ে প্রশ্নে ক্ষোভ নাজমুলের

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পরিবর্তনের ঝড়ে দোদুল্যমান বাংলাদেশ।

পদ্মাপাড়ের পালাবাদলের রেশ ভারতেও। প্রতিদিনই ভারতের বিরুদ্ধে পালা করে আক্রমণ শানাচ্ছে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এহেন আবহে আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি ভারত-বাংলাদেশ।

ক্রিকেটীয় যে দ্বৈরথে ভারত-বধের হুংকার। দুবাইয়ে ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বলেও দিলেন, যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে তাঁর দল। লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, আর যাইহোক, ভারতকে হারাতেই হবে। বাংলাদেশের দাবিটাও বোধহয় এই মুহূর্তে এক। লক্ষ্যপূরণে ভারতের সঙ্গে খাতায়-কলমে বিস্তর পার্থক্যকেও গুরুত্ব দিচ্ছে না বাংলাদেশ শিবির।

ভারত-বধের স্বপ্ন উসকে দিচ্ছে বরং দীর্ঘকায় নাহিদ রানার এক্সপ্রেস গতি। গত দ্বিপাক্ষিক লাল বলের সিরিজে নাহিদ ছাপ রেখেছিলেন। সেই নাহিদকেই ভরসা। পাশাপাশি নাজমুল পাত্তা দিচ্ছেন না ভারতের স্পিন-সম্ভারকে। দুই হোক তিন স্পিনার, গৌতম গম্ভীরদের যে কোনও পরিকল্পনা উলটে দিয়ে কিস্তিমাতের মেজাজ। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি নিয়েও তুরীয় মেজাজ-প্রতিপক্ষ দলেকে আছে, কে নেই ভাবতে নারাজ।

দুই দেশ এখনও পর্যন্ত ৪১টি ওডিআই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে। ভারতের পক্ষে স্কোরলাইন ৩২-৮। আগামীকালও পাল্লা ভারী মেন ইন ব্লু-র। তাছাড়া পাকিস্তানের তুলনায়

নাহিদের গতিতে ভারত-বধের স্বপ্ন

দুবাইয়ের উইকেটে ব্যাটিং সহজ হবে না। আর ব্যাটিংই বাংলাদেশের সবচেয়ে চিন্তার জায়গা।

বাইশ গজ হোক বা গ্যালারি ভারতকে ফাকা ময়দান দিতে নারাজ নাজমুল। বিশ্বাস, বিশ্বের বাকি প্রান্তের মতো দুবাইয়ে সমর্থনের অভাব হবে না। প্রবাসী বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীরা ভিড় জমাবে দলের হয়ে গলা ফাটাতে। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ মানে, সবসময় উত্তেজনার ঊর্ধ্বমুখী পারদ। বৃহস্পতিবার দুবাইয়েও ব্যতিক্রম হবে না।

রিশাদ হোসেনের লেগস্পিনও এক্স ফ্যাক্টর। গত টি২০ বিশ্বকাপে দল ব্যর্থ হলেও রিশাদ নজর কাড়েন। দুই তরুণকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের মাঝে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে প্রশ্নে সুর কাটে নাজমুলের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে সাকিবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কয়েকদিন আগেও নাজমুল স্বীকার করেন, সাকিবভাইকে মিস করবেন। আজ যদিও উলটো সুর। একরাশ বিরক্তি নিয়ে জবাব, সাকিবের অভাব বোধ করবেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। যাঁরা আছেন তাদের নিয়েই ভাবছেন।

২০১৭ সালে শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল বাংলাদেশ। ভারতের কাছে হেরেই শেষপর্যন্ত স্বপ্ন ভেঙে যায়। সেদিক থেকে আগামীকাল বদলার ম্যাচও। বদলা হোক বা বদল-টাইগারদের জন্য ভারত যে কঠিন গাঁট একবাক্যে মানছে ক্রিকেট বিশ্ব। হিসেব উলটে দিতে নিজেদের ছাপিয়ে যেতে হবে, বলছেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক হাবিবুল বাশার, মাশরাফি মোর্তাজাও।

অর্শদীপের হয়ে ব্যাট ধরলেন পন্টিং

রিজওয়ানদের নিয়ে সতর্ক করছেন অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আগামীকাল বাংলাদেশ ম্যাচ। যদিও সবার নজর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান টক্করে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবশ্য বাস্তববাদী। হুংকার নয়, পাকিস্তানের শক্তি নিয়ে ভারতীয় দলকে সতর্ক করলেন।

অশ্বীনের মতে, ভারত-পাক সাম্প্রতিক অতীতের টক্করে তুলনামূলকভাবে চাপ কম থাকে টিম ইন্ডিয়ার ওপর। অনেক বেশি ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের। বিপরীত ছবি পাকিস্তানের। দেখে মনে হয় মাথার ওপর পাহাড় প্রমাণ চাপ নিয়ে খেলছে। তবে রোহিত শর্মাদের আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। মহম্মদ রিজওয়ানের এই দলটা বেশ দক্ষ। আলাদা কিছু করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে। নিজেদের দিনে বেলাইন করে দিতে পারে ভারতকেও।

পাক-হার্ডল নিয়ে সতর্ক করলেও অশ্বীনের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি উঠতে চলেছে রোহিত শর্মার হাতে। ১৫ জনের দলে ৫ স্পিনারের যৌক্তিকতাটুকু ছাড়া মেন ইন ব্লু-কে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী প্রাক্তন তারকা। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ রয়েছে রোহিতের দলে। নিশ্চিতভাবেই টানা দ্বিতীয় আইসিসি টুর্নামেন্ট (টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি) জেতার সুযোগ।'

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাহর শূন্যস্থান পূরণে হর্ষিত রানা নয়, রিকি পন্টিংয়ের বাজি অর্শদীপ সিং। পাঞ্জাব কিংসের সুবাদে আইপিএলে অর্শদীপের নতুন হেড কোচ পন্টিং। মেগা লিগের আগেই হবু ছাত্রর হয়ে ব্যাট ধরলেন। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিংয়ের সাফ কথা, 'আমার পছন্দ বাঁহাতি পেসার। বুমরাহর বিকল্প হিসেবে অর্শদীপের পক্ষেই যাব।'

নিজের দাবির স্বপক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছেন। পন্টিংয়ের দাবি, টি২০ ফর্ম্যাটে ইতিমধ্যেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন অর্শদীপ। নতুন বল হোক বা ডেথ ওভারে বুমরাহ যেভাবে কার্যকর ভূমিকা নেয়, তা মিস করবে ভারত। তবে অর্শদীপের মধ্যেও এই ক্ষমতা ভীষণভাবে রয়েছে। হর্ষিত প্রতিভাবান। নতুন বল বা মাঝের ওভারে যথেষ্ট কার্যকর। তবে বোলিং স্কিলের নিরিখে ডেথ ওভারে অর্শদীপের থেকে পিছিয়ে।

শিখর ধাওয়ানের 'ঘোড়া' আবার শুভমান গিলের ক্রমশও চওড়া হওয়া ব্যাট। আইসিসি টুর্নামেন্টে বরাবর সফল ধাওয়ান বলেছেন, 'এই ভারতীয় দলকে নিয়ে আশাবাদী হওয়ার একঝাঁক কারণ রয়েছে। ব্যাটিংয়ে তারুণ্য-অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটেছে। দারুণ ভারসাম্য আলাদা করে শুভমানের কথা বলতে হয়। অত্যন্ত ধারাবাহিক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বড় ভূমিকা নেবে।'

দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে গোল করে উচ্ছ্বাস বায়ার্ন মিউনিখের আলফনসো ডেভিসের। ধাক্কা সামলাতে মাটিতে শুয়ে পড়লেন সেল্টিক গোলকিপার ক্যাসপার স্কেমিশেল।

মিলানের বিদায়-রাতে শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

মিউনিখ ও মিলান, ১৯ ফেব্রুয়ারি: অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল বায়ার্ন মিউনিখ। অন্যদিকে, এবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এসি মিলানের অভিযান শেষ হয়ে গেল। সেল্টিক পার্কে প্লে-অফের প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। ফলে মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠে ম্যাচ ড্র করতেই হত জার্মান জায়েন্টদের। তবে প্লে অফ ফিরতি লেগ ১-১ গোলে ড্র করতেও যথেষ্ট ঘাম ঝরল বায়ার্ন ফুটবলারদের। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৬৩ মিনিটে বায়ার্ন সেন্টারব্যাক কিম মিন-জাইয়ের ভুল করে বসেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সেল্টিককে এগিয়ে দেন নিকোলাস কুন। তার আগে অন্তত্পক্ষে আরও তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছিল স্কটিশ ক্লাবটি। উলটোদিকে বায়ার্নের হ্যারি কেনও একটি শট পোস্টে মারেন। মনে হচ্ছিল নির্ধারিত সময়ে হয়তো ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে না। তবে ৯৪ মিনিটে সব হিসাব বদলে আলফনসো ডেভিসের গোলে সমতায় ফেরে জার্মান ক্লাবটি। ম্যাচটি শেষপর্যন্ত ১-১ গোল ড্র হওয়ায় দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ গোলে জিতে শেষ ষোলোয় উঠল বায়ার্ন।

এদিকে, ঘরের মাঠ সান সিরোতে শুরুটা ভালোই করেছিল এসি মিলান। ফেনুর্দের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই স্যান্টিয়াগো জিমেনেজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই থিয়ো হার্নান্ডেজ লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় মিলানকে। সেই সুযোগেই ৭৩ মিনিটে ফেনুর্দ গোল শোধ করে। ম্যাচ ড্র হয় ১-১ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করল ফেনুর্দ। সেই সঙ্গে সাতবারের ইউরোপ সেরাদের বিদায় নিতে হল প্লে-অফ পর্ব থেকেই। ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে মিলান কোচ সের্জিও কনসেসাও বলেন, 'এটা বড় হার। আমি অনেক ভুল করেছি। এই হারের জন্য আমি দায়ী। থিও কিংবা অন্য কেউ নয়।' অন্য ম্যাচে মোনাকোর সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে প্রি-কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত করেছে বেনফিকা।

ফলাফল

বায়ার্ন মিউনিখ ১-১ সেল্টিক	
এসি মিলান ১-১ ফেনুর্দ	
বেনফিকা ৩-৩ মোনাকো	
আটালান্টা ১-৩ ক্লাব ব্রাগ	

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

'আমরাই শুধু বিরাটদের নিয়ে লাফাই'

ভারতকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে : সাকলিন

লাহোর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে বুধবার করাচিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পড়েছে। ২৩ তারিখ ভারত-পাকিস্তান মহারণ। তার আগে ভারতকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার হুংকার সাকলিন মুস্তাকের গলায়। ক্ষোভের কারণ, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দল না পাঠানোর অনড় মনোভাব। সাকলিনের দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে ভারত যে নেতিবাচক মানসিকতা দেখিয়েছি, তার যোগ্য জবাব দিতে হবে। ২৩ তারিখ বাইশ গজের পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবেও পিসিবি-র উচিত কড়া পদক্ষেপ করা ভারতকে নিয়ে।

পাক টিভি চ্যানেলে সাকলিনের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'জানি না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তারা কোন জগতে বাস করে। প্রশ্ন, বরাবরই কি এই রকম মানসিকতা (পাকিস্তানে না খেলা) নিয়ে কাটিয়ে দেবে ওরা? কবে নিজেদের বদলাবে ভারত। পরিবর্তন ঘটবে পাকিস্তানকে নিয়ে একরোখা অবস্থানে। আমার মতে, আইসিসি-র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কড়া অবস্থান নিক পাকিস্তানও। ভারতকে উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত এবার।'

> জানি না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তারা কোন জগতে বাস করে। প্রশ্ন, বরাবরই কি এই রকম মানসিকতা (পাকিস্তানে না খেলা) নিয়ে কাটিয়ে দেবে ওরা? কবে নিজেদের বদলাবে ভারত। পরিবর্তন ঘটবে পাকিস্তানকে নিয়ে একরোখা অবস্থানে। আমার মতে, আইসিসি-র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।
>
> **সাকলিন মুস্তাক**

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল ভারত-পাকিস্তান কাজিয়া পারদ চড়িয়েছে। প্রচুর নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে। হুমকি-পালটা হুমকি, চাপানউতোরেও বদলায়নি ভারতের অবস্থান। সাকলিনের দাবি, ভারতের বায়নাক্কা, অভিযোগের শেষ নেই। অথচ, ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে পাক ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ বরাবরই চোখে পড়ার মতো। সাকলিন বলেছেন, 'পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছে বিরাট কোহলি আসুক, জসপ্রীত বুমরাহ আসুক, ওদের খেলা দেখতে চায়। বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত তাদের অবস্থান থেকে এতটুকু নড়েনি!'

ভারতকে নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই সাকলিনেরও। তুলে আনলেন নিউজিল্যান্ড দলের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে ভারত সফরে ভিসা নিয়ে অভিজ্ঞতার কথাও। দাবি করেছেন, 'নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের (নভেম্বর, ২০২৪) আগে আমি কিউয়িদের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছিলাম। সিরিজের মাস পাঁচেক আগে ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। লেস্টার (ইংল্যান্ড) থেকে আবেদন করি। কারণ লেস্টারেই আমি থাকি। সপ্তাহ দুয়েক পর ডাক পড়ে। তারপর থেকে অজানা কারণে ভিসা নিয়ে গয়ংগচ্ছ মানসিকতা, অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। মাস তিনেক ভিসা স্ট্যাটাস একই জায়গায় পড়ে ছিল! এতটুকু অগ্রগতি হয়নি। শেষপর্যন্ত ওই সময় পাক বোর্ডের প্রস্তাব পাই এবং নিউজিল্যান্ডের দায়িত্ব ছাড়ি। ফলে আর ভারতীয় ভিসার দরকার পড়েনি।'

শতরানের পর উইল ইয়ং। করাচিতে বুধবার।

কিউয়ি শিবিরে 'বিমানহানা' পাকিস্তানের

মন্থর বাবর, হেরে শুরু রিজওয়ানদের

করাচি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হতে তখন মিনিট পাঁচেক বাকি। মাঠে নামার জন্য তৈরি পাকিস্তান দল এবং নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়ং। কিন্তু হঠাৎই কিউয়ি শিবিরে 'বিমানহানা' পাকিস্তানের! ২৯ বছর পর কোনও আইসিসি ট্রফি হচ্ছে পাকিস্তানে। মুহূর্তকে ঝলমলে করতে বিমানের মাধ্যমে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের উপরে বিমানের প্রদর্শনীতে এতটাই আওয়াজ হয় যে, রীতিমতো ভয় পেয়ে যান কনওয়েরা। সেই ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

মাঠে অবশ্য ইয়ং, টম ল্যাথামদের দাপটে ৬০ রানে হার পাকিস্তানের। কনওয়ে (১০), কেন উইলিয়ামসন (১) ব্যর্থ হলেও একটা দিক ধরে রাখেন ইয়ং (১০৭)। পাশে পেয়ে যান টম ল্যাথামকে (অপরাজিত ১১৮)। তাঁদের ১১৮ রানের জুটিতে কিউয়িদের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। পরে গ্লেন ফিলিপসের (৩৯ বলে ৬১) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে কিউয়িরা ৩২০/৫ স্কোরে পৌঁছে যায়। ১০ ওভারে ৬৮ রান দিলেও উইকেটহীন থাকেন শাহিন শা আফ্রিদিকে। ১০ ওভারে ৮৩ রান খরচ করে হ্যারিস রউফ ২ উইকেট নিয়েছেন।

শিশির পড়ার আশায় টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। কিন্তু পাক শিবিরের হতাশা বাড়িয়ে সেভাবে শিশির পড়েনি। সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত মন্থর ব্যাটিংয়ে দলকে চাপে ফেলে দেন বাবর আজম (৯০ বলে ৬৪)। মূলত তাঁর জন্যই প্রথম ওভার ২০ ওভারে পাকিস্তান ৬৬ রান তুলতে পেরেছিল। এজন্যই খুশদিল শা (৪৯ বলে ৬৯), সলমন আলি আঘা (২৮ বলে ৪২) চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। ব্যর্থ হন রিজওয়ান (৩), ফখর জামানও (২৪)। পাকিস্তান ৪৭.২ ওভারে ২৬০ রানে অল আউট হয়। উইল ও' রৌরকে ও মিচেল স্যান্টনার ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার ওপর স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ১৯ মার্চ পর্যন্ত ঘোষণা করা যাবে না কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের নাম। বুধবার জানিয়েছে আলিপুর আদালত। এরফলে কলকাতা লিগ নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ল। কলকাতা লিগ নিয়ে আগেই আইনি পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। বুধবার তারা আলিপুর আদালতে আইএফএ-র বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ জানায়। আদালত ১৯ মার্চ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলকে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ডায়মন্ড হারবারের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আইএফএ তিনটি দলের সঙ্গে বৈঠক করে লিগের বাকি দুইটি ম্যাচের দিন ঠিক করবে বলেছিল। সেটা ওরা করেনি। তাই আমরা আদালতে গিয়েছি।'

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনেই চলব। যদিও এখনও রায়ের কপি পাইনি। আমরা লিগ্যাল টিমের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ করব।' যদিও এরপরেও পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, বৃহস্পতিবারই আইএফএ-র লিগ সাব-কমিটি বৈঠকে বসছে।

ওড়িশা-বধের ছকে বাড়তি সময় মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফুটবলাররা মাঠ ছেড়েছেন বহুক্ষণ। কিন্তু কোচ এবং তাঁর সহকারীরা কোথায়!

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন যেমন হয় প্রতিদিনের মতো এদিনও তেমনই হল বিকেলের দিকে। গরমের বিকেল বলে সন্ধ্যা নামার আগেই তাই বিদেশিরা হোটেল এবং ভারতীয় ফুটবলাররা বাড়ির পথ ধরলেন। কিন্তু হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কোথায়? আর কোথায়ই বা তাঁর সহকারীরা? যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডের সাজঘর ছেড়ে তাঁরা বেরোলেন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর। আগামী রবিবার সম্ভবত ঘরের মাঠে এই মরশুমের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটা খেলতে নামছে মোহনবাগান। এহেন ম্যাচের আগে তাই হয়তো সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে এদিনই ওড়িশা এফসি-বধের যাবতীয় পরিকল্পনা ছকে ফেলতেই এত দেরি হল মোলিনার। তাঁর চিন্তা থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁর বাকি তিন ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন হতে পয়েন্টও দরকার তিন। কিন্তু এই শেষের রাস্তাই হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি পিচ্ছিল। ওড়িশা শেষ চেষ্টা করবে প্লে-অফে যাওয়ার। তারপর ১ মার্চ মুম্বই সিটি এফসি-ও শেষ ছয়ে থেকে যাওয়া নিশ্চিত করতে চাইবে। আর এফসি গোয়া তো চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়েই আছে। তাই শেষ ম্যাচ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে দোলাচলে না থেকে তাই ওড়িশাকে নিজেদের ঘরের মাঠে দর্শক-সমর্থকদের শব্দব্রহ্ম দিয়েই ঘায়েল করতে চায় মোহনবাগান। হয়তো এদিনই ওই ম্যাচে মাঠে কীভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, তারই ছক কষে রাখলেন। যদিও বেরনোর সময়ে হালকা হেসে জানিয়ে গেলেন, 'এমনিই বসে ছিলাম। অত ভাবনার কিছু নেই।'

মনবীর সিং এদিনও বেশিরভাগ সময়টাই কাটালেন রিহ্যাবে। আশিস রাই ও গ্রেগ স্টুয়ার্ট অবশ্য খানিকক্ষণ ফিজিকাল ট্রেনারের সঙ্গে সময় কাটিয়েই দলের সঙ্গে মূল অনুশীলনে চলে যান। কেউই মুখে স্বীকার না করলেও ওড়িশার মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মনবীর অনিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও শেষপর্যন্ত খেলেন তাহলেও সেটা যে পুরো সময়ের জন্য হবে না, সেটা নিশ্চিত। তবু যত সমস্যাই থাক না কেন, ওড়িশা ম্যাচেই চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করতে এখন ফুটছে সবুজ-মেরুন শিবির।

লড়ছে গুজরাট

রনজি সেমিতে পিছিয়ে মুম্বই

নাগপুর ও আহমেদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে চাপে মুম্বই। দ্বিতীয় ইনিংসেও বড় রানের পথে এগোচ্ছে বিদর্ভ। অন্যদিকে, গুজরাট লড়ে যাচ্ছে কেরলের বিরুদ্ধে।

বিদর্ভের ৩৮৩ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৭০ রানে। ১১৩ রানে এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে করুণ নায়ারদের শুরুটা ভালো হয়নি। ৫৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় তারা। যদিও যশ রাঠোরকে (অপরাজিত ৫৯) সঙ্গে নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান বিদর্ভের অধিনায়ক অক্ষয় ওয়াদকার (অপরাজিত ৩১)। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ১৪৭/৪। বিদর্ভ ৬ উইকেট হাতে নিয়ে এগিয়ে ২৬০ রানে।

অন্য সেমিফাইনালে কেরলের ৪৫৭ রানের জবাবে লড়ছে গুজরাট। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ১ উইকেটে ২২২। আর্য দেশাই ৭৩ রানে ফিরলেও শতরান করেছেন প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল (অপরাজিত ১১৭)। যদিও এখনও ২৩৫ রানে পিছিয়ে গুজরাট। কেরলের মহম্মদ আজহারউদ্দিন ১৭৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

এফএসডিএল-কে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শনিবার পাঞ্জাব এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। সেই প্রস্তুতির মাঝেও এএফসি-র ভাবনা লাল-হলুদ শিবিরে। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের বাকি আর চার ম্যাচ। শেষ দুইটি ম্যাচ মার্চের ২ ও ৮ তারিখ। এর মাঝেই খেলতে হবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। যদিও লাল-হলুদ কর্তারা আগেই ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাতে আইএসএলে তাদের ৮ তারিখের ম্যাচটির দিন পরিবর্তনের আর্জি জানিয়েছিলেন। এবার সেই একই মর্মে আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল-কেও চিঠি দিল ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে, পাঞ্জাব ম্যাচের আগেও চোট-আঘাতের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছে না অস্কার ব্রুজোঁর দল। বুধবারও শুধু রিহ্যাব সারলেন রিচার্ড সেলিস। মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর চোটের অবস্থা জানতে চাইলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে গেলেন, 'এখনই ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা নেই।' এদিকে এদিন টিম মিটিংয়ের পরই মাঠ ছাড়েন নন্দকুমার শেখর। তাঁকে হালকা খোঁড়াতেও দেখা গেল।

প্রয়াত মিলিন্দ, শোকস্তব্ধ শচীন

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত হলেন মিলিন্দ রেগে। সুনীল গাভাসকারের সতীর্থ ও ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন। একই স্কুল, কলেজ। ক্রিকেট শেখাও একইসঙ্গে দাদার ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবে। জাতীয় দলের দরজা খুলতে না পারলেও মুম্বই, পশ্চিমাঞ্চল দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। নেতৃত্ব দেন মুম্বইকে। খেলেছেন ৫২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। শচীন তেন্ডুলকার, আজিঙ্কা রাহানের মতো তারকার মেন্টরও ছিলেন। বদলে দিয়েছিলেন শচীনের কেরিয়ার। সামলেছেন নির্বাচক কমিটির দায়িত্বও। গত রবিবারই ৭৬তম জন্মদিন পালন করেন। তিনদিনের মধ্যেই না ফেরার দেশে। বুধবার সকালে মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিশোরের ব্রিজে কোয়ার্টারে স্বপন-দীপক, তাপস-চম্পক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজে বুধবার তৃতীয় রাউন্ডের খেলা হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন স্বপন মজুমদার-দীপক মণ্ডল, সুভাষ সাহা-শ্যামল দাস, তাপস কর-চম্পক দাস, সঞ্জীব পাল-পঙ্কজ মণ্ডল, বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দার, অনলকান্তি সরকার-পার্থ দাসগুপ্ত, বাবু বিশ্বাস-সুদীপ চৌধুরী ও রামকৃষ্ণ রায়-বাবুল পালচৌধুরী।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উলুবেড়িয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উলুবেড়িয়া - এর একজন বাসিন্দা অসিত হাজরা - কে 29.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98E 92835 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে সুযোগ পায়। আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে গেলে, আমাদের এই সুযোগগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমি এখন একজন কোটিপতি ব্যক্তি হওয়ায় আমি কৌশলগতভাবে আমার ব্যবসা এবং আমার জীবনধারা উন্নত করতে পারছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আইএসএল আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম জামশেদপুর এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জামশেদপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

অনুশীলনে মহমেডানের মাঝমাঠের স্তম্ভ অ্যালেক্সিস গোমেজ।

আজ জামশেদপুরের সামনে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে নতুন করে পাওয়ার কিছু নেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ টেবিলের সবচেয়ে তলায় থাকা সাদা-কালো শিবিরের একটাই লক্ষ্য বাকি সব ম্যাচ জিতে মরশুম শেষ করা। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। এখনও পর্যন্ত একটিও হোম ম্যাচ জিততে পারেনি মহমেডান। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মহমেডানকে হারাতে পারলে তাদের সুপার সিক্সে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে মাঠে নামবে খালিদ জামিলের দল। ম্যাচ যে কঠিন হতে চলেছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের জন্য ম্যাচটা মোটেও সহজ হবে না। এই মরশুমে জামশেদপুর খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। তবে আমরা আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'শেষ ম্যাচের ভুলত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বিশেষ করে রক্ষণভাগ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে জিততে গেলে রক্ষণভাগের ভুলত্রুটি শুধরে মাঠে নামতে হবে।' জামশেদপুরের বিরুদ্ধে দলে পরিবর্তন আনতে পারেন মেহরাজ। গৌরব বোরাকে বসিয়ে জো জোহেরলিয়ানাকে ডিফেন্সে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের সঙ্গে খেলাতে পারেন তিনি। দলের দুই গোলরক্ষক পদম ছেত্রী ও ভাস্কর রায় প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। তাই কলকাতা লিগে ভালো খেলা শুভজিৎ ভট্টাচার্যকে সুযোগ দিতে পারেন মেহরাজ। আপফ্রন্টে মনবীর সিংকে বসিয়ে রবি হাঁসদাকে দলে রাখতে পারেন তিনি।

শ্যামাসংগীত আয়োজনে বিজয়োৎসব মিলনপল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ১৬ বছরের খরা কাটিয়ে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার এই উপলক্ষ্যে ক্লাবে তারা বিজয়োৎসবের আয়োজন করেছিল। যার অন্যতম অঙ্গ ছিল শ্যামাসংগীত। মিলনপল্লির সভাপতি জয়ন্ত সাহা বলেছেন, 'আমাদের ক্লাব চত্বরে রয়েছে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। তাই এদিন শ্যামাসংগীতের আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা আর পরবর্তী ট্রফির জন্য এত লম্বা অপেক্ষা করতে চাই না। সেই প্রার্থনাই এদিন জানিয়েছি।'

ক্লাবের তরফে এদিন একটি নৈশভোজেরও আয়োজন করা হয়েছিল। মিলনপল্লির কর্মকর্তা ও সদস্যদের এদিন ট্রফি জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন মেয়র গৌতম দেব ও পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী। সেই কথা জানিয়ে জয়ন্তবাবু বলেছেন, 'মেয়র-চেয়ারম্যানের অভিনন্দন বার্তা পেয়ে আমাদের সবাই অনুপ্রাণিত। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথও আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমাদের বিজয়োৎসবে এসেছিলেন পরিষদের এক্সিকিউটিভ ও সেন্ট্রাল কাউন্সিলের প্রায় সব সদস্যই।'

আনন্দের দিনে সাফল্যের কারিগরদেরও ভোলেনি মিলনপল্লি। ক্লাবের সচিব পিন্টু আচার্য বলেছেন, 'আমাদের ভলিবল দল গঠনের দায়িত্বে ছিলেন সঞ্জীব সিং। এদিন তাঁকে স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়েছে। ভলিবল দলের খেলোয়াড়রা বাইরে থাকায় ভিডিও কলের মাধ্যমে তাঁদেরও শামিল করা হয় আনন্দে। আশা করছি, ভলিবলের সাফল্য এবার ক্রিকেট-অ্যাথলেটিক্সেও পাব।'